সচিত্র ভারত

VOL. XVII | শারদীয়া সংখ্যা ঃ ১৩৫৯ | ১৭শ
PUJA SPECIAL NO. 1952 | বর্ষ

দর্শন

' আকাশবাণী-কলকাতা'

(with apology)

কৌতুকী

পূজা, পূজা, পূজা, যেইদিকে তাকাই কেবলই পূজা।

আমাদের কিন্তু "পূজা সংখ্যা।"

কলিকাতার রাজপথে মায়ের পূজা নিষিদ্ধ করিয়া হুকুম দিয়াছেন পুলিশ কমিশনার।

সিকিউলার রাজ্যের কর্মচারী মাকে পথে বসাইতে নারাজ।

এইবার বিশ্বকর্মা ও দুর্গা পূজার দিন কাছাকাছি হওয়ায় খরচের ব্যাপারে অনেকেই মুস্কিলে পড়িয়াছেন।

ফল তো একই বিশ্বকর্মা পূজায় ঘুড়ির নামে টাকা উড়াইয়া দেওয়া হয়, আর দুর্গাপূজায় প্রতিমার নামে টাকা জলে ফেলা হয়।

এইবার পূজার বাজারে অলিগলি, ফুটপাথ ক্রেতা ও বিক্রেতার ভীড়ে ভরিয়া গিয়াছে।

পকেট সাবধান! দোকানীও পকেট মারিবে পকেট মারও পকেট মারিবে।

পূজার বাজারে খরচ করিয়া সকলের পকেটই পাতলা হইয়া গিয়াছে।

ভার হইয়াছে কেবল গিন্নীর গহনাতে।

সার্ব্বজনীন পূজার টাকা চুরি হয় বলিয়া চাঁদা দিতে আপত্তি জানাইলাম।

কংগ্রেস সরকারের চুরির নজীর দেখাইয়া ডবল চাঁদার দাবী করিল সার্ব্বজনীন ওয়ালারা।

—● এই সংখ্যার বিশিষ্ট লেখক ●—

পরশুরাম, সজনীকান্ত, বনফুল,
মনোজ বসু, প্র-না-বি, লীলা মজুমদার,
বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী,
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রচ্ছদপট শিল্পী:—শ্রী পুলিন বিহারী চক্রবর্ত্তী

সাবানের রাজা

পঁচিশ বছরেরও বেশী হবে গোদরেজের ১নং সাবান, সাবানের রাজা বলে পরিচিত। বিভিন্ন লোকে পুরুষানুক্রমে একে যে গৌরবের আসন দিয়ে আসছেন তার কারণ এই সাবান বিশেষ যত্নে নিখুঁতভাবে তৈরী। এত বড় (বাজারের যে কোন সাবানের চেয়ে বড়) আর প্রচুর স্নিগ্ধ ফেনা ও মনমাতান সুগন্ধের জন্যই সকলে এই সাবান এত বেশী পছন্দ করেন।

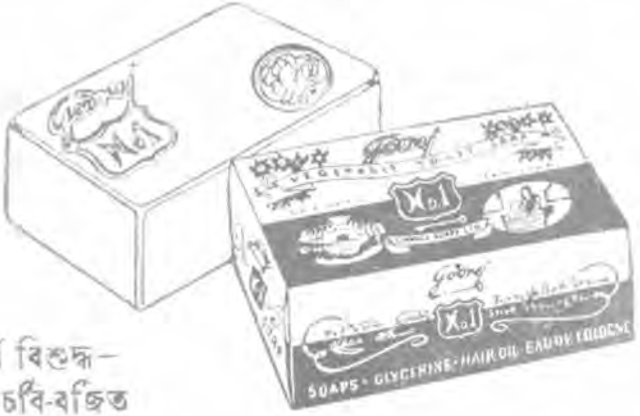

সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ—
জান্তব চর্বি-বর্জিত

গোদরেজ ১নং সাবান

গোদরেজ সোপস্, লিঃ

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন,
দিল্লী, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ।

উদ্ভিজ্জ তৈলজাত সাবান নির্মাণে অগ্রণী

পূজায় আজকাল পাঁঠা কাটা উঠিয়াই গিয়াছে।

দোকানে খরিদ্দারের গলাকাটা এখনও চালু আছে।

মায়ের পূজায় মাকেই আজকাল প্রাণ-ভরিয়া ডাকা হয়না।

তার বদলে \রাজ্যপাল ও মন্ত্রীদের ডাকা হয়।

সেই ভাগ-বাটোয়ারা কি ভাবে হইয়াছে অনেকেই জানিতে চাহিতেছেন।

মন্ত্রীরা লইয়াছেন "বাজারের" পূজা যথা বাগবাজার, শ্যামবাজার, শোভাবাজার ইত্যাদী আর উপমন্ত্রীরা লইয়াছেন "পাড়ার" পূজা যথা কাঁসারীপাড়া, হালদার পাড়া, জেলিয়াপাড়া ইত্যাদি।

মায়ের আগমনীতে কয়েকদিন প্রচুর আনন্দ করিলাম ৺বিজয়ায় চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

মণ্ডপের মাইক মনে করাইয়া দিল "আয়েগা, আয়েগা।"

Puja Greetings
and best wishes from -
SECUNDUS
MINIATURE CRYSTAL "A" FANCY
Rolled Gold with Steel back Rs. 143
SECUNDUS MINIATURE SELECT
Rolled Gold, 20 Microns ... Rs. 158
WEST END WATCH Co
BOMBAY ★ CALCUTTA

খাপছাড়া

শ্রীসজনীকান্ত দাস

ফুটকি দিয়ে চুটকি যারা লেখে
হয়নি শেখা আজও তাদের দেখে,
লিখতে গেলেই কোনো কথা   বুকে এসে ঘনায় ব্যথা
অশ্রু ধরে চোখ দুটিকে ছেঁকে।
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
অথৈ চোখের জলে যে তোর বিফল আয়োজন!

বাংলা জোড়া বুভুক্ষিতের হাত
ললাটে মোর করছে করাঘাত,
পূবের নিকট আত্মীয়েরা   ছাড়ছে আবার সাধের ডেরা
শিয়ালদহে উড়ছে এটো পাত।
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
এদিক-ওদিক না-যেয়ে সার কররে ঘরের কোণ।

বাস্তবেতে দিসনে নজর আর
নাই জানিলি দুখীর মৃত্যুহার!
নাই জানিলি শূয়োর-শেয়াল   ছিঁড়ে কাদের চটের দেয়াল
হালকা করে কচি শিশুর ভার।
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
বাস্তুহারার বস্তিতে ছাই কি তোর প্রয়োজন!

শহরে রও, পূজোয় হাজার মজা :—
প্রাসাদ-চূড়ে স্বাধীনতার ধ্বজা
উড়ছে কেমন পতপতিয়ে ;   "সার্ব্বজনীন" পূজো নিয়ে
মাতছে সমান, রাজা-উজীর-প্রজা।
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
চাঁদার খাতা ফেলরে খুলে সব-দুখ-ভঞ্জন!

'ভারতী' আজ শুধু ভারতে নয়
বিভিন্ন দেশে আদৃত হচ্ছে

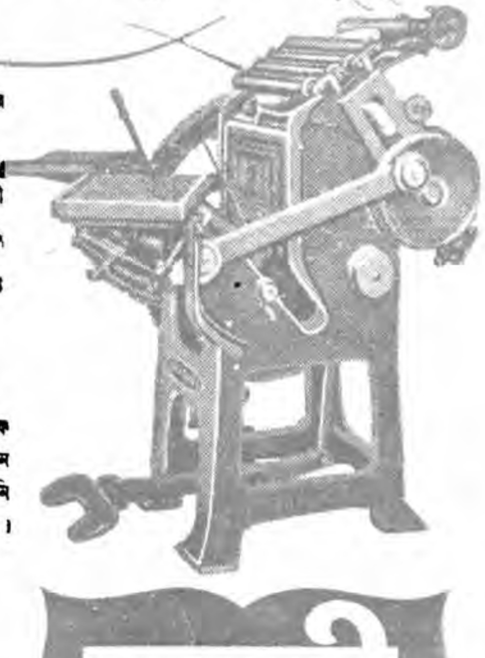

স্বল্প ব্যয়ে সুন্দর ঝরঝরে দ্রুত ছাপার গুণে—দীর্ঘস্থায়িত্বে এবং সম্পূর্ণ ত্রুটি-শূন্যতাহীন যান্ত্রিক কুশলতার জন্য ভারতী মুদ্রণ-যন্ত্র ভারতবর্ষে ও বাহিরে নানাদেশে ছোট বড় অসংখ্য ছাপাখানায় একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করেছে।

ছাপাখানার প্রসার

এ দেশে ছাপাখানার আরো ব্যাপক প্রসার হওয়া দরকার। অল্প মূলধনে একটি ভারতী মেসিনের সাহায্যে আপনি লাভজনক ব্যবসা গড়ে তুলতে পারেন।

BHARATI

ফ্ল্যাট মেসিন ডিমাই আকারে ও ট্রেডল মেসিন হাফ ডিমাই, ক্রাউন ও ফুলস্কেপ আকারে পাওয়া যায়। পায়ে ও বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালানো যায়। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন।

ভারতী
প্রিন্টিং মেসিনস্

ইণ্ডিয়া মেসিনারী কোম্পানি লিমিটেড

২৯, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড ঃ কলিকাতা ঃ ফোন ঃ ব্যাঙ্ক ১৩৬১

উদ্বোধনটা করুন রাজ্যপাল,
শোভা করুন সভাপতির ডাল
সব অগতির একলা গতি   ডব্লু-বি-সি'র সভাপতি ;
বাড়বে সুখে দশভুজার গাল !
হায়রে আমার বাঙ্গরসিক মন,
কোথায় যাবি ? সেথায় পাবি হাজার নিমন্ত্রণ !

ঘরেই শুনবি বাজার-হট্টগোল,
লারে লাপ্পা-দোলায় খাবি দোল
আপন ঘরের খাটে শুয়ে ;   লাউড-স্পীকার চুঁয়ে চুঁয়ে
ঝরবে প্রাণের গানের কলরোল।
হায়রে আমার বাঙ্গরসিক মন,
কাঁদিস নে আর তোর বাড়িতেই হচ্ছে ফুলের বন

ধুতি শাড়ী, নাই পেলি তুই চাল,
ক্ষতি তাতে হয় কি রে বানচাল ?
উড়িয়ে রক্ত-কালো নিশান   চলরে পথে বাজিয়ে বিষাণ
পথে-পথেই কাটবে সুখে কাল।
হায়রে আমার বাঙ্গরসিক মন,
স্লোগানগুলো শিখে নে, কর তাই অবলম্বন।

একটু দাঁড়াস নিউজ-পেপার স্টলে,
দেখবি পুজোর বাহার কাকে বলে !
লম্বা চওড়া ওজন ভারি   রঙের কত কেলেঙ্কারী,
কাগজ-ফুলের মালা বাণীর গলে।
হায়রে আমার বাঙ্গরসিক মন,
বেহুঁস যদি না হ'স তবে এক এক ক'রে গোণ।

চেঞ্জে কোথাও যাস্‌নে যেন ভাই,
তোমার ঘরে করবে যে ভিড় তামাম দুনিয়াই।
তামাক খেয়ো, খেয়ো ডুবো,   আসবে বোম্বে- হলিউডো,,
চীন ও জাপান ? আসবে রুশিয়াই !
হায়রে আমার বাঙ্গরসিক মন,
মাথায় তোমার হাত বুলোতে আসবে ত্রিভুবন !

আসল মজা হয়নি দাদা, বলা—
নেচে কুঁদে ভাঙ্‌বে যেদিন গলা,
বাতায়নে পুরস্ত্রীরা কাণ্ড দেখে ছাড়বে ব্রীড়া,
এক হবে রথ পথ আর তিনতলা!
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
লরির পিঠে চেপে দেখিস্ মায়ের বিসর্জন।

তারপরেতে প্রেমের কোলাকুলি
সামলে কিন্তু চলো মাথার খুলি,
ওদের কথায় নও কি রাজি? ফুটবে বোমা পটকাবাজি,
থানাপুলিশ, হয় তো গোলাগুলি!
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
পূজো তো নয়, এ যে জাতির চরম মজার ক্ষণ!

ইলেকশনের হল্লা হ'ল শেষ,
তবু কি ছাই রেহাই পেল দেশ!
টি-এ এবং ডি-এর ঘায়ে স্নুনের ছিটে কাঁচা ঘায়ে
ডেভিল সম পে-বিল করে পেশ।
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
তোর কি তাতে, যায় যদি যাক্ গৌরীসেনের ধন!

ত্রিবিশ-মন্ত্রী সোনার বাংলা মাগো
ঢের ঘুমুলে এবার তুমি জাগো;
"বন্দেমাতরং" কেবলি হাঁকছি মুখে দিচ্ছি বলি
তোমাকেই, নেই তিলেক অনুরাগও!
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
এই কি পেলি স্বাধীনতা মৃত্যু ক'রে পণ?

কথায় মিছাই কথাই বাড়ে হায়,
চুটকি লিখতে চটকা ভেঙ্গে যায়।
তাই ধরি না পূজোয় কলম বুকের ক্ষতে লাগিয়ে মলম
চেতনা মোর ঘুম যে দিতে চায়।
হায়রে আমার ব্যঙ্গরসিক মন,
পোড়া দেশের কাটিয়ে মায়া চল্ শ্রীবৃন্দাবন॥

দেব নাকি একঠো থাবা ?—বিহারের সিংহনাদ ।

বদন চৌধুরীর শোকসভা

পরশুরাম

বদনচন্দ্র চৌধুরী একজন নবাগত নারকী, সম্প্রতি রৌরবে ভরতি হয়েছেন। যমরাজ আজ নরক পরিদর্শন করে বেড়াচ্ছেন। তাঁকে দেখে বদন হাত জোড় করে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়লেন।

যম বললেন, কি চাই তোমার ?

—আজ্ঞে, দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি।

—কবে এসেছ এখানে ?

—আজ এক মাস হল।

—এর মধ্যেই ছুটি কেন ? কি করবে ছুটি নিয়ে ?

—আজ্ঞে, একবার মর্ত্যলোকে যেতে চাই। আজ বিকেলে পাঁচটার সময় ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে আমার জন্য শোকসভা হবে, বড্ড ইচ্ছে করছে একবার দেখে আসি।

যমালয়ের নিবন্ধক অর্থাৎ রেজিষ্ট্রার চিত্রগুপ্ত কাছেই ছিলেন। যম তাঁকে প্রশ্ন করলেন, এই প্রেতটার প্রাক্তন কর্ম কি ?

চিত্রগুপ্ত বললেন, এর পূর্ব নাম বদনচন্দ্র চৌধুরী, পেশা ছিল ওকালতি তেজারতি আর নানারকম ব্যবসা। প্রায় দশ বছর করপোরেশনের কাউনসিলার

আর পাঁচবছর বিধানসভার সদস্য ছিল। এক মাস হল এখানে এসেছে, হরেক রকম বজ্জাতির জন্য হাজার বছর নরকবাসের দণ্ড পেয়েছে। এখন রৌরব নরকে গ-বিভাগে আছে। বর্তমান আচরণ ভালই। ঘণ্টা দুইএর জন্য ছুটি মঞ্জুর করা যেতে পারে। শোকসভায় ওর বন্ধু আর স্তাবকরা কে কি বলে তা শোনবার জন্য আগ্রহ হওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

—ও খবর পেলে কি করে যে আজ শোকসভা হবে?

—খবরের অভাব কি ধর্মরাজ, রোজ কত লোক মরছে আর সোজা নরকে চলে আসছে। তাদের কাছ থেকেই খবর পেয়েছে।

যম আজ্ঞা দিলেন, বেশ, দুঘণ্টার জন্য ওকে ছেড়ে দাও, সঙ্গে একজন প্রহরী থাকে যেন।

চিত্রগুপ্ত হাঁক দিয়ে বললেন, ওহে কাকজঙ্ঘ, তুমি এই পাপীর সঙ্গে মর্ত্য-লোকে যাও। দেখো যেন নতুন পাপ

টিম্‌স্‌
স্ফটিক - স্বচ্ছ
পেয়ারার
জেলী —

বাছাই করা পেয়ারা এবং খাঁটি আঁখের গুড় দিয়ে তৈরী

কিছু না করে। ঠিক দু ঘণ্টা পরেই ফেরত আনবে।

যে আজ্ঞে বলে যমদূত কাকভুশুণ্ডি বদন চৌধুরীর হাত ধরে যমালয় থেকে বেরিয়ে গেল।

অনন্তর যমরাজ অন্য এক মহলে এলেন। তাঁকে দেখে ঘনশ্যাম ঘোষাল কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডবৎ হলেন

যম বললেন, তোমার আবার কি চাই?

—আজ্ঞে দু ঘণ্টার জন্যে ছুটি। একবার মর্তলোকে যেতে চাচ্ছি।

—তোমারও শোকসভা হবে নাকি? এখানে এসেছ কবে?

—দু বছর হল এখানে এসেছি, রৌরবে থ-বিভাগে আছি। আমার জন্যে কেউ শোকসভা করে নি প্রভু। বন্ধুরা বড়ই নিমকহারাম, আমার মৃত্যুর পর আমারই 'কালকেতু' কাগজে মোটে আধ কলম ছেপেছিল, একটা ভাল ছবি পর্যন্ত দেয় নি। বদন চৌধুরী আমার বন্ধু ছিলেন, তাঁরই শোকসভায় যাবার জন্য ছুটি চাচ্ছি।

চিত্রগুপ্ত তাঁর খাতা দেখে বললেন, তুমি অতি পাজী প্রেত, যমালয়ে এসেও মিছে কথা বলছ। তোমার কাগজে তো চিরকাল বদন চৌধুরীকে গালাগাল দিয়েছ।

—আজ্ঞে সম্পাদকের কঠোর কর্তব্য হিসেবে তা করতে হয়েছে। কিন্তু আগে বদনের সঙ্গে আমার খুব হৃদ্যতা ছিল, পরে মনান্তর হয়। এখন মরণের পর শত্রুতার অবসান হয়েছে, মরণান্তানি বৈরাণি, আবার আমরা বন্ধু হয়ে গেছি।

যম চিত্রগুপ্তকে বললেন, যাক্ গে দু ঘণ্টার জন্য একেও ছেড়ে দিতে পার। সঙ্গে যেন একটা প্রহরী থাকে।

চিত্রগুপ্তের আদেশে যমদূত ভৃঙ্গরোল ঘনশ্যামের সঙ্গে গেল।

পরলোকগত বদন চৌধুরীর শোকসভায় খুব লোকসমাগম হয়েছে। বেদীর

শারদীয়ার
প্রীতি অভিনন্দন
গ্রহণ করুন

কীরিট এ্যাডভার্টাইজিং
এজেন্সি

৭৪, হিন্দুস্থান পার্ক
কলিকাতা—২৯

উপরে আছেন সভাপতি অবসরপ্রাপ্ত জেলা-জজ রায়বাহাদুর গোবর্ধন মিত্র, তাঁর ডান পাশে আছেন প্রধান বক্তা প্রবীণ অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী, বাঁ পাশে আছেন বদনের বন্ধু ও সভার আয়োজক ব্যারিস্টার কোকিল সেন। আরও কয়েকজন গণ্যমান্য লোক কাছেই বসেছেন। বক্তাদের জন্য দুটো মাই-ক্রোফোন খাড়া হয়ে আছে, এবং সভার বিভিন্ন স্থানে গোটা কতক লাউড স্পীকার বসানো হয়েছে।

বদন চৌধুরী তাঁর রক্ষী যমদূতের সঙ্গে বেদীর উপরেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ঘনশ্যাম ঘোষালকে দেখে বললেন, তুমি কি মতলবে এখানে এসেছ? সভা পণ্ড করতে চাও নাকি?

ঘনশ্যাম বললেন, আরে না না, পণ্ড করব কেন, তুমি হলে আমার পুরনো বন্ধু। তোমার গুণকীর্তন শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা করতে এসেছি। যমরাজ আজ খুব সদয় দেখছি, দু'-দুটো নারকীকে ছুটি দিয়েছেন।

প্রধান বক্তা আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর পিছনে বদন চৌধুরী এবং সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের পিছনে ঘনশ্যাম ঘোষাল দাঁড়ালেন। দুই যমদূত নিজের নিজের বন্দীর কাঁধে হাত দিয়ে রইল। সভার কোনও লোক এই চার জনের অস্তিত্ব টের পেলে না।

প্রথমেই শ্রীযুক্তা ভূপালী বসুর পরিচালনায় সংগীত হল।—আজি স্মরণ করি পুণ্য চরিত বদনচন্দ্র চৌধুরীর, সেই স্বর্গগত রাজর্ষির ; লোকমান্য অগ্রগণ্য কর্মযোগী কর্মবীর। ...ইত্যাদি। গান থামলে বাঁশি আর মাদলের করুণ সংগত সহযোগে কুমারী লুলু চ্যাটার্জি একটি

সময়োচিত শোকনৃত্য নাচলেন। তার পর সভাপতির আজ্ঞাক্রমে অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মৃত মহাত্মার কীর্তিকথা, সবিস্তারে বলতে লাগলেন।—

আজ যাঁর স্মৃতিতর্পণের জন্য আমরা এখানে এসেছি তিনি আমাদের শোক-সাগরে নিমজ্জিত করে দিব্যধামে গেছেন, কিন্তু আমি স্পষ্ট অনুভব করছি যে তাঁর আত্মা এই সভায় উপস্থিত থেকে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রহণ করছেন। স্বর্গত বদনচন্দ্র চৌধুরী আকারে চরিত্রে কর্মে ধর্মে এক লোকোত্তর মহীয়ান পুরুষ ছিলেন। তাঁর এই তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে দেখুন, কি বিরাট সৌম্য মূর্তি! নিবিড় শ্যামবর্ণ শালপ্রাংশু বিশাল বপু পদ্ম-পলাশ নেত্র, আবক্ষলম্বিত শ্মশ্রু। তিনি একাধারে কর্মযোগী ধর্মযোগী আর জ্ঞানযোগী ছিলেন, যেমন উপার্জন করে-ছেন তেমনি বহুবিধ সৎকার্যে ব্যয়ও করেছেন। এক কথায় তিনি যে একজন খাঁটী রাজর্ষি ছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আশা করি তাঁর উপযুক্ত পুত্রগণ তাঁদের পুণ্যশ্লোক পিতৃদেবের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।...এই রকম বিস্তর কথা আঙ্গিরসবাবু একঘণ্টা ধরে শোনালেন।

ঘনশ্যাম জনান্তিকে বললেন, আহা, কানে যেন মধু ঢেলে দিলে, নয় হে বদন?

তার পর একজন তরুণ কবি একটি গদ্য কবিতা পাঠ করলেন।—আকাশের গায়ে সোনালী আঁচড়। কিসের দাগ

ওটা? দিব্যরথের টায়ারের কর্ষণ। ওই সড়কে বদনচন্দ্র দেবযানে গেছেন। কে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে? উর্বশী না, আফ্রোদিতি?...ইত্যাদি।

আরও কয়েকজন বক্তৃতা দেবার পর ব্যারিস্টার কোকিল সেন দাঁড়ালেন। পূর্বের বক্তারা যেটুকু বাকী রেখেছিলেন তা নিঃশেষে বিবৃত করে ইনি বললেন, আমি প্রস্তাব করছি, সেই স্বর্গগত মহা-পুরুষের একটি মর্মরমূর্তি দেশবন্ধু বা দেশ-প্রিয় পার্কে স্থাপন করা হক এবং তদুদ্দেশ্যে চাঁদা তোলা আর অন্যান্য ব্যবস্থার জন্য অমুক অমুক অমুককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হক।

পিছনের বেঞ্চ থেকে একজন শ্রোতা বললেন, বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। মরা মানুষের নিন্দে করতে চাই না, কিন্তু তার মূর্তির জন্য আমরা কেউ এক পয়সা চাঁদা দেব না।

সভায় হাততালি হল, প্রথমে অল্প, যেন ভয়ে ভয়ে, তার পর খুব জোরে। গোলমাল থামলে কোকিল সেন বললেন, আমরা অশ্রদ্ধার দান চাই না, মৃত মহা-পুরুষের পুত্রগণই সব খরচ দেবেন।

বেদীর উপর থেকে একজন আস্তে আস্তে বললেন, হিয়ার হিয়ার।

অতঃপর সভাপতি গোবর্ধন মিত্রের বক্তৃতার পালা। জজিয়তির সময় তিনি লম্বা লম্বা রায় দিয়েছেন, দু চারটে ফাঁসির হুকুমও তাঁর মুখ থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু তড়াক করে লাফিয়ে তাঁর কাঁধে চড়লেন যমদূত ভৃঙ্গরোল আটকাতে গেল, কিন্তু ঘনশ্যাম নিমেষের মধ্যে গোবর্ধনবাবুর কানের ভিতর দিয়ে তাঁর মরমে প্রবেশ করলেন।

মানুষের শরীরের মধ্যে যেটুকু ফাঁক

সভায় কিছু বলতে গেলেই তিনি নার্ভাস হয়ে পড়েন। তাঁর বক্তব্য কোকিল সেনই লিখে দিয়েছেন। গোবর্ধনবাবু দাঁড়িয়ে উঠে তাঁর ভাষণটি পড়বার উপক্রম করছেন এমন সময় হঠাৎ ঘনশ্যাম ঘোষাল আছে তাতে একটা আত্মা কোনও গতিকে থাকতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে দুটো আত্মার জায়গা নেই। ঘনশ্যাম ঢুকে পড়ায় গোবর্ধনবাবুর নিজের আত্মাটি কোণ-ঠাসা হয়ে গেল, তাকে দাবিয়ে রেখে ঘনশ্যামের

প্রেতাত্মা তারস্বরে বক্তৃতা শুরু করলে :—

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমার বেশি কিছু বলবার নেই। শেষের বেঞ্চের ওই ভদ্রলোকটি যা বলেছেন তা খুব খাঁটী কথা। বদন চৌধুরীকে আমরা বিলক্ষণ জানতুম। যত দিন সে বেঁচে ছিল তত দিন নিজের ঢাক নিজে পিটেছে। এখন সে মরেছে, তবু আমরা রেহাই পাই নি, তার খোসামদে আত্মীয় স্বজন তাকে দেবতা বানাবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু এখন আর ধাপ্পাবাজি চলবে না। বদন স্বর্গে যায় নি, নরকেই গেছে। অমন জোচ্চোর চ্যাচড় হারামজাদ। লোক আর হবে না মশাই, কত মক্কেলের সর্বনাশ করেছে, করপোরেশনে আর অ্যাসেম্বলিতে থাকতে হাজার হাজার টাকা ঘুষ খেয়েছে, পারমিটে আর কালোবাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা—

বদন চৌধুরী চুপ করে থাকতে পারলেন না। যমদূত কাকজঙ্ঘাকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে তিনি অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর শরীরে ভর করলেন। দ্বিতীয় মাইকটা টেনে নিয়ে চিৎকার করে বললেন, আপনারা বুঝতেই পারছেন যে আমাদের মাননীয় সভাপতি মশাই প্রকৃতিস্থ হয়ে নেই। যে লোকটা পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি বদনচন্দ্রের ঘোর শত্রু ছিল, সেই নটোরিয়স কাগজী গুণ্ডা কালকেতু-সম্পাদক ঘনা ঘোষালের প্রেতই সভাপতির ঘাড়ে চেপেছে এবং এই অসহায় গোবেচারা ভদ্রলোকের মুখ দিয়ে অশ্রাব্য কথা বলছে—

এমন জাকজমকপূর্ণ ক্রীড়া-কৌতুক ইতিপূর্বে পর্দায় প্রতিফলিত হয়নি !!

MIGHTIEST OF MOTION PICTURES!

Actually Filmed Under The Big Top!

CECIL B. DEMILLE'S

THE GREATEST SHOW ON EARTH

Color by TECHNICOLOR

starring

BETTY HUTTON · CORNEL WILDE · CHARLTON HESTON

DOROTHY LAMOUR · GLORIA GRAHAME

with HENRY WILCOXON · LYLE BETTGER
LAWRENCE TIERNEY · EMMETT KELLY
CUCCIOLA · ANTOINETTE CONCELLO

and JAMES STEWART

A PARAMOUNT PICTURE

শুক্রবার, ৩রা অক্টোবর হইতে
এলিট চিত্রগৃহে

সভাপতির জবানিতে ঘনশ্যাম বললেন, একেবারে ডাহা মিথ্যা কথা। সেই বজ্জাত বদমার ভূতই আমাদের শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আঙ্গিরস গাঙ্গুলী মশাইকে কাবু করে যা-তা বলছে—

আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর মারফত বদন চৌধুরী বললেন, আপনারা কি সেই ব্ল্যাকমেলার শয়তান ঘনা ঘোষালকে ভুলে গেছেন? ব্যাটা টাকা খেয়ে তার কাগজে কালোবাজারী চোরদের প্রশংসা ছাপত; টাকা না পেলে গাল দিত। মন্ত্রীদের ভয় দেখিয়ে সে নিজের ওয়ার্থলেস ছেলে মেয়ে শালা শালীদের জন্যে ভাল ভাল চাকরি যোগাড় করেছিল। স্বর্গত মহাত্মা বদন চৌধুরী তাকে ঘুষ দেন নি সেই রাগে ঘনা ঘোষালের ভূত আজ নরক কুণ্ডু থেকে উঠে এসে এখানে কুৎসা রটাচ্ছে। ওর দুর্গন্ধে সভা ভরে গেছে, টের পাচ্ছেন না? ওর কথায় কান দেবেন না আপনারা।

সভায় তুমুল কোলাহল উঠল। এক-জন যণ্ডা গোছের লোক একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে বললে, ভূত টুত গ্রাহ্য করি না মশাই। আমার নাম রামলাল সিংগি, ভূত আমার সম্বন্ধী, শাঁকচুন্নী আমার শাশুড়ী। আসল কথা কি জানেন আমাদের গোবর্ধনবাবু আর আঙ্গিরসবাবু খুব মহাশয় লোক, কিন্তু দুজনেই

সন্ধ্যা - দীপ বলতেই বোঝায়—

Osler Lamps

অনুসন্ধান করুন :-

এফ এণ্ড সি অসলার (ইণ্ডিয়া) লিঃ

কালকাতা, বোম্বাই, নিউ-দিল্লী, মাদ্রাজ, কানপুর

বেশ টেনে এসেছেন, নেশায় চুচ্চুরে হয়ে বক্তিমে করছেন। বদন চৌধুরী মরেছে, সবাই মিলে শোকসভা করছিস, এ তো বহুত আচ্ছা। তোরা গান শুনবি, নাচ দেখবি, দু'টো হা হুতোশ করবি, বুক চাপড়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিবি, আউর ভি আচ্ছা। কিন্তু এ কি কাণ্ড! দু হাজার লোকের সামনে মাতালামি করছিস! আরে ছ্যা ছ্যা। আমরা যা করি নিজের আড্ডায় করি, সভায় দাঁড়িয়ে এমন বেলেল্লাপনা করি না। হাঁ মশাই, হক কথা বলব।

এই সময়ে দুই যমদূত গোবর্ধন মিত্র আর আঙ্গিরস গাঙ্গুলীর কানে কানে বললে, বেরিয়ে এস শীগগির, দু ঘণ্টা কাবার হয়েছে। দুই প্রেতাত্মা সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল, যমদূতরা তখনই তাদের নিয়ে উধাও হল।

শরীর থেকে প্রেত নিষ্ক্রান্ত হওয়া মাত্র গোবর্ধনবাবু আর আঙ্গিরসবাবু মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ভাগ্যক্রমে একজন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন, তাঁর চেষ্টায় এঁরা শীঘ্রই চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। ডাক্তার বললেন, এই দুটো গেলাসের শরবত এঁরা খেয়েছিলেন। টেস্ট করা দরকার, নিশ্চয় কোনও বদ লোক ভাঙ কিংবা ধুতরো মিশিয়ে দিয়েছিল।

প্রেততত্ত্ববিশারদ হারাধন দত্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, উঁহু, সিদ্ধি গাঁজা ধুতরো নয়, মদও নয়, ওসব আমার ঢের পরীক্ষা করা আছে। এ হল আসল ভৌতিক ব্যাপার মশাই, আজ আপনারা স্বকর্ণে দুই প্রেতের ঝগড়া শুনেছেন। এর ফল বড় খারাপ, বাড়ি গিয়ে কানে একটু তুলসীপাতার রস দেবেন।

সভা ভেঙ্গে গেল।

যশোহরের বিখ্যাত শঙ্খ মার্কা চিরুনী

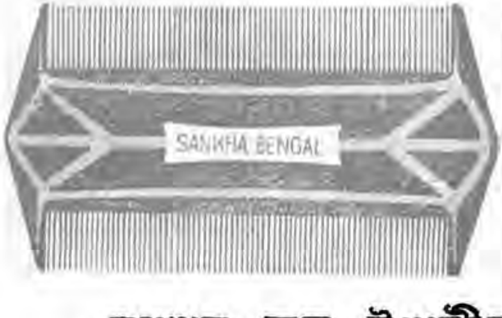

সেলুলয়েডে প্রস্তুত
ব্যবহারে ভাঙ্গে না

ভারতবর্ষেই
এমন তৈয়ারী হয়
এবং
সর্ব্বত্র পাওয়া যায়

যশোর কুম্ব ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং

১৭, বৈঠকখানা র'ড, কলিকাতা—৯

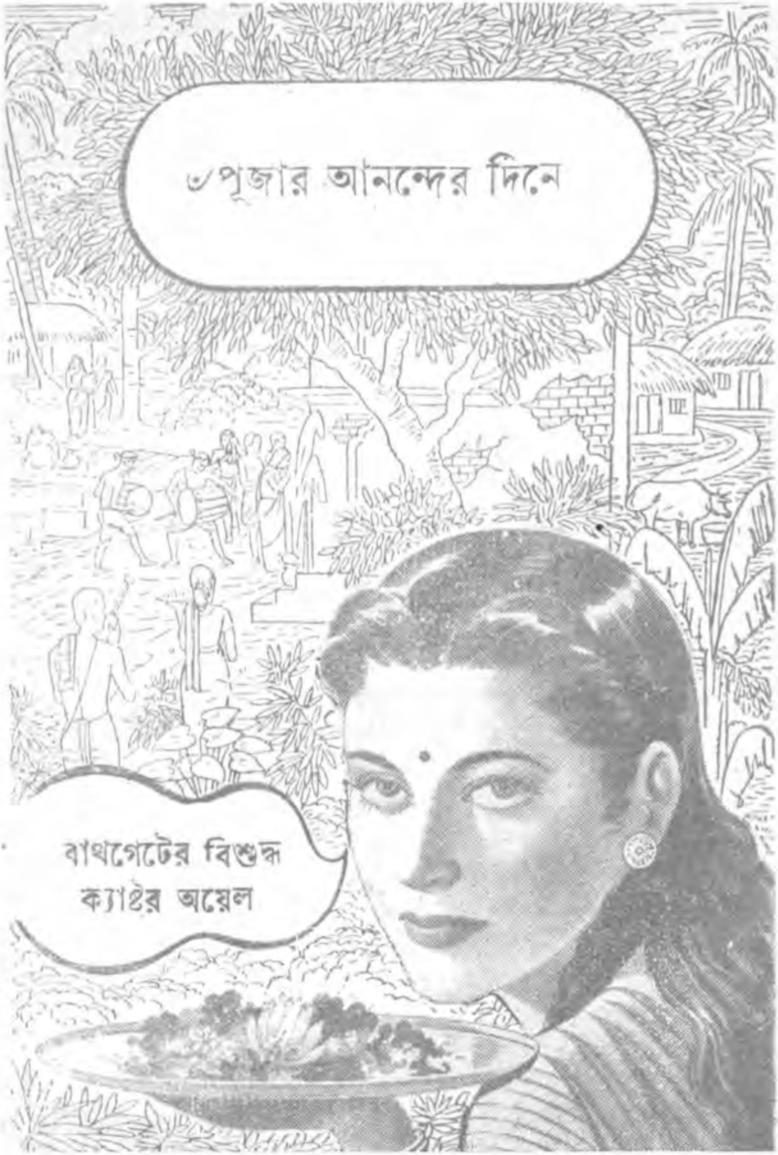

বাথগেট এণ্ড কোং লিঃ, ১৭, ১৮ ও ১৯, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

টোপ

'বনফুল'

মাছ ধরা সম্বন্ধে গল্প হচ্ছিল। রিমঝিম করে বৃষ্টি পড়ছিল বাইরে। এক প্রস্থ চা নিমকি হয়ে গেছে, প্রবীণ মৎস্য শিকারী বিপিন বোস তাঁর প্রাত্যহিক হুইস্কি-সোডাটি ধীরে ধীরে "সিপ" করছেন, গলির ভিতর লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, নিবিড় অন্ধকার থমথম করছে চতুর্দ্দিকে। গল্প জমবার মতো পারিপার্শ্বিক সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু গল্প জমছিল না ঠিক।

সান্ধ্য বৈঠকটি বসেছিল কানুবাবুকে কেন্দ্র ক'রে। কানুবাবু গয়া-নিবাসী এবং ও অঞ্চলের একজন নামজাদা মৎস্য-শিকারী। তিনি এসেছিলেন তাঁর ভগ্নী-পতি অতুলের কাছে। অতুল বিপিন বোসের সাকরেদ। বিপিন বোস যখনই মাছ ধরতে বেরোন অতুল তাঁর তল্পি-তল্পা বহন করে। তাঁর পাশে একটা ছিপ নিয়ে বসেও প্রত্যেকবার। পুটি মাছ, ন্যাটা মাছ, বাটা মাছ ধরেওছে অনেকবার। কিন্তু যা তার স্বপ্ন তা তখনও অগাধ জলের তলায়। বড় মাছ একটাও ধরতে পারেনি বেচারি।

এক্ষেত্রে যা চিরকাল হয় তাই হচ্ছিল। অতুলচন্দ্র তার নামজাদা ভগ্নীপতি কানুবাবুর কাছে সালঙ্কারে বর্ণনা করছিল কিভাবে একবার একটা দশ সেরি রুই 'একটু'র জন্যে ফসকে গিয়েছিল তার ছিপ থেকে।

"মাইরি বলছি, প্রায় টেনে তুলেছিলাম, পট করে সুতোটা গেল ছিঁড়ে। বিপিনদাকে জিগ্যেস করুন—" বিপিন বোস স্মিতমুখে মাথা নাড়লেন। বাইরের লোকের কাছে নিজের শিষ্যকে খেলো করবার লোক তিনি নন।

"প্রায় দশসের হবে মাছটা, নয় বিপিন দা?"

"বেশী"

কানুবাবু তাঁর কাঁচা-পাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ির সূচালো অংশটি পাকাতে পাকাতে বললেন, "আসল জিনিষ হচ্ছে টোপ। টোপটি যদি মুখরোচক হয় মাছ হ্যাঁচকা

টান মারবেই না। গলায় বঁড়শি বেঁধা সত্ত্বেও মারবে না, এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা।" বিপিন বোস খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন কানুবাবুর মুখের দিকে, তারপর একমুখ হেসে সমর্থন করলেন কথাটা।

"তাতে আর সন্দেহ আছে ? আমারও অভিজ্ঞতা তাই। কি ধরণের টোপ আপনি ব্যবহার করেন।"

"আমি নানারকম টোপ ব্যবহার করি। কেঁচো, গুগলি, ছোট কাঁকড়া বোলতার চাক। কিন্তু আমি আর একটি জিনিষ করি !..."

খুব রহস্যময়ভাবে দাড়ির ডগাটি পাকাতে লাগলেন কানুবাবু।

"আর কি করেন ?"

"আমি বেশ করে' আচার মাখিয়ে নি' তাতে ?"

"আচার ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। পুরোনো আমের আচার। ব্যবহার করে' দেখবেন, খুব ভাল ফল হয়।" বিপিন বোস গম্ভীর হয়ে গেলেন ক্ষণকালের জন্য। অতুল চকিতে একবার চেয়ে দেখলে তাঁর মুখের দিকে। মাছ-ধরা সম্বন্ধে বিপিন

—আচ্ছা, আচ্ছা', কবিতা, তাজা আছে সস্তা আছে—দো'আনেকা মাল ছেপয়সা···

বোসকে নূতন কথা শেখাবে এমন লোক জন্মায় নি, অতুলের এই ধারণা কান্নুবাবুর আচারের কথা শুনে বেচারা একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ল মনে মনে। বিপিন বোস কিন্তু সামলে নিলেন। বললেন, "খোট্টার দেশের মাছেরা আচার দেখে ভুলে যেতে পারে, এদেশের মাছেরা ভুলবে না। আমার একটা কি ধারণা হয়েছে জানেন? পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া অনুসারে মাছেদেরও স্বভাব বদলায়, রুচি বদলায়। আমার জীবনে একবার নয়, দু'দুবার প্রমাণ পেয়েছি এর।"

"কি রকম?"

"আমি তখন ইনকমট্যাক্স অফিসার। বরাবরই তো মাছধরার বাতিক, যেখানে যখন গেছি খবর নিয়েছি কোন্ পুকুরে মাছ আছে। একবার খবর পেলাম শ্রীকৃষ্ণপুরের জমিদার গোঁসাইজির পুকুরে মাছ আছে অনেক। কিন্তু কাউকে তিনি পুকুরে ছিপ ফেলতে দেন না। কিন্তু আমি তখন ইনকমট্যাক্স অফিসার আমাকে 'না' বলা শক্ত। খবর পাঠাতেই সাদরে আহ্বান করলেন। গেলাম এক রবিবারে। গিয়ে দেখি বিরাট পুকুর। পুকুর নয় তো যমুনা যেন। টলমল করছে কালো জল। পুকুরের পাড়েই রাধাবল্লভজীর প্রকাণ্ড মন্দির। নানারকম চার আর টোপ নিয়ে গিয়েছিলাম, বাগিয়ে ছিপটি ফেললাম। ও মশাই, আধঘণ্টা একঘণ্টা, দেড়ঘণ্টা কেটে গেল একটি মাছ ঠোকরাল না। আশেপাশে বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে বুঝতে পারছি, কিন্তু টোপের কাছাকাছি এসেই মুখ ঘুরিয়ে

আমাদের ঘরের সৌন্দর্য্য ইণ্ডিয়া লিনোলিয়াম দিয়ে অনেক বাড়ানো যায় !

ঘরের ভিতরে ব্যবহারের পক্ষে সেরা। বাড়ী, হাসপাতাল, স্কুল, হোটেল, সিনেমা, অপিস, লাইব্রেরী, বাস, রেলগাড়ী প্রভৃতিতে ব্যবহার করলে দেখতে সুন্দর হয় এবং অনেক বেশী আরামপ্রদ হয়।

- **ধুয়ে নেওয়া চলে**
- **অনেকদিন টেঁকে**
- **পাতা সহজ**
- **দাম কম**

ইণ্ডিয়া লিনোলিয়াম লিমিটেড
রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১

ইণ্ডিয়া লিনোলিয়াম
ঘরের মেঝে ঝকঝকে রাখতে হলে চাই

IL/G/1 1952

চলে যাচ্ছে। কেঁচো, কাঁকড়ার বাচ্ছা, মাছের নাড়িভুঁড়ি, মাংশের কিমা—সব আমার সঙ্গে ছিল। একের পর এক টোপ বদলাতে লাগলাম কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, একটি মাছ ঠোকরাল না। সমস্ত দুপুর রোদে ঠায় বসে রইলাম, কিছু হল না। অথচ মাছ প্রচুর। ঠিক করলাম আর একদিন আসব। মন্দিরের একটা রোগা গোছের চাকর ছিল। তাকে কিছু বখশিস দিলাম, আর বললাম—আসছে রবিবারে সকাল থেকেই চার ফেলে রাখিস। আমি দুপুরের দিকে আসব। চাকরটা এদিক ওদিক চেয়ে চুপি চুপি আমাকে বললে—হুজুর, এবার কিছু মালপো সঙ্গে করে আনবেন। এ পুকুরের মাছ কেঁচো টেঁচো খায় না, কোনরকম আমিষ খায় না। রাধাবল্লভজীর পুকুরের মাছ কি না। তাছাড়া এ বাড়ির সবাই বৈষ্ণব, মাছ মাংসের পাটই নেই—। অবাক হয়ে বললাম—মালপো খাবে? তুই জানলি কি করে? মুচকি হেসে সে বললে আমি মাঝে মাঝে রাত্রে লুকিয়ে

অনিল ব্রাদার্স

ব্লক ও ষ্টিরিও প্রস্তুতকারক

৪০, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

ধরি যে। কাউকে বলবেন না যেন হুজুর। আসছে রবিবার মালপো নিয়ে আসবেন গপগপ করে খাবে দেখবেন। তাই হল। পরের রবিবারে মালপো টোপ ফেলে চারটি বড় বড় বৈষ্ণব রুই কাৎলা গেঁথে নিয়ে এলাম।" এতক্ষণে গল্প জমল। কানু বাবু 'থ' হয়ে গেলেন। অতুলের চোখ দুটো জলজল করে উটল। বিপিন বোস হুইস্কি-সোডায় আর একটি 'সিপ' দিলেন। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে দ্বিতীয় গল্পটি বললেন তিনি।

"দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে লক্ষ্ণৌয়ে। লক্ষ্ণৌ শহর থেকে বেশ কিছু দূরে মফঃস্বলে ছিল পুকুরটা। কোন এক নবাবজাদার পুকুর। পুকুরের নাম বেগম তালাও। খোঁজ পেয়ে মোটরে করে' গেলাম এক-

একটি যুগান্তকারী উদ্যম

বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রম এবং অজস্র অর্থব্যয়ের পর অবশেষে ভারতে মোটর গাড়ী তৈয়ারীর স্বপ্ন উত্তরপাড়ায় হিন্দুস্তান মোটর ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠার দ্বারা সফল হইল।

যন্ত্রপাতি ক্রয় এবং মূল মেশিনারী বসাইবার খরচ ত্রিশ লক্ষ টাকারও বেশী এবং সর্ব্বসাকুল্যে এইখানে প্রায় সত্তরলক্ষ টাকার মূলধন বিনিয়োগিত হইয়াছে।

যদি পূর্ণোদ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ চলে তবে জাতীয় প্রয়োজন মিটাইতে সক্ষম হইবে।

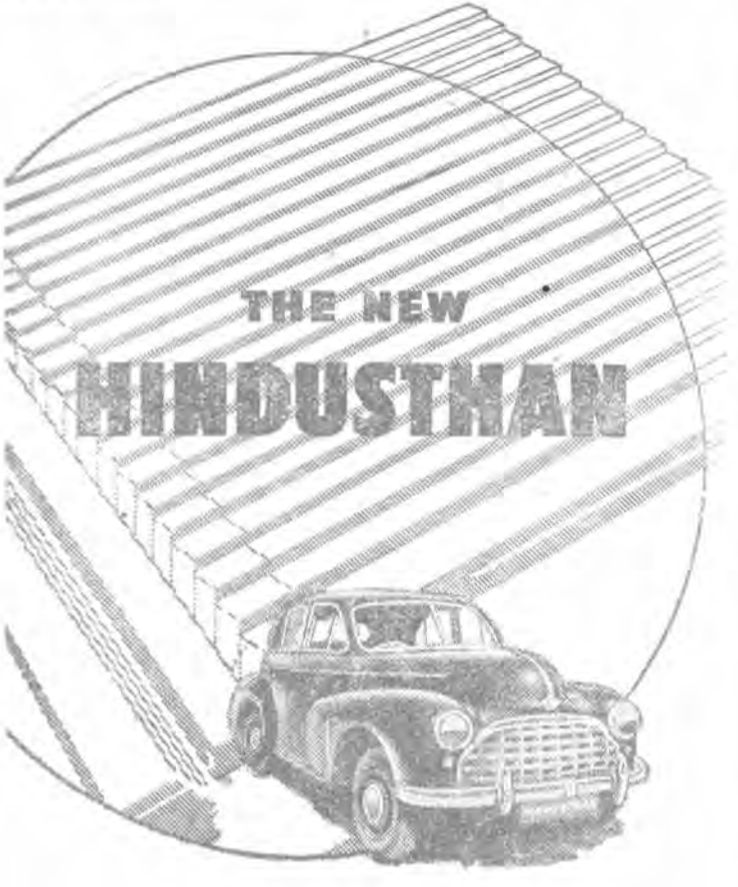

হিন্দুস্তান মোটরস্ লিঃ, কলিকাতা

অনুমোদিত ডীলার

কলিকাতা :—ইণ্ডিয়া অটো মোবাইলস্

১২, গভর্ণমেণ্ট প্লেস ইষ্ট।

—এবার বল খেলা ছেড়ে দে হাবু!
—কি যে বল পিসী। এইটে নিয়েই ত বেঁচে আছি।

দিন। দেখি বিরাট একটা পোড়ো বাগান বাড়ি। শ্বেতপাথরের তৈরি ভাঙ্গা মতি-মন্‌জিল্ আর তার সামনে শ্বেতপাথরে বাঁধানো প্রকাণ্ড বেগম তালাও। দেখলাম পুকুরের মাঝখান পর্যন্ত শ্বেতপাথরে বাঁধানো চমৎকার একটা প্ল্যাটফর্মের মত রয়েছে! তার উপর রয়েছে শ্বেতপাথরেরই ছত্র একটি। রোদ লাগবে না। জলের রংও অদ্ভুত—ঠিক ব্র্যাণ্ডির রঙের মতো। নবাবজাদারা অনেকদিন আগেই নির্ব্বংশ হয়েছেন। থাকবার মধ্যে ছিল একটি পুরানো চাকর। সেই এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল এবং আমার অভিপ্রায় শুনে বললে যে যেদিন খুশী যখন খুশী যতক্ষণ খুশী আমি এখানে এসে মাছ ধরতে পারি, সে আমার যথা- সাধ্য খিদমৎ করবে। তোড়-জোড় করে গেলাম একদিন। কিছুক্ষণ বসবার পর সেদিনও বেকুব হতে হোল মশাই। বড় বড় রুই কাৎলা ঘুরছে, কিন্তু কাছে আসে না কেউ। মালপো ইনসি-ডেণ্টটা মনে পড়ল, ভাবলাম এখানে পোলাও টোলাও আনতে হবে নাকি! ঘণ্টা দুই বেকার বসে থাকার পর সেই বুড়ো চাকরটাকে ডাকলাম। বললাম কি রকম চার, কি রকম টোপ দিলে মাছ আসবে বলতে পার? সে কুর্নিশ করে বললে, হুজুর যদি গোস্তাকি মাপ করেন তাহলে হদিস বাতলাতে পারি। বললাম, বাতলাও বখশিস করব তোমাকে। সে বললে, হুজুর, এ বেগম তালাওয়ের মাছ এমনিতে ধরা দেবে না। দুটি খপসুরৎ বাইজি আনতে হবে। তারা এসে আপনার দু'পাশে বসবে, তাদের ছায়া জলে পড়বে, তবে মাছ আসবে। বলাবাহুল্য, এতটা আমি প্রত্যাশা করি নি। অবাক হয়ে চেয়ে

"দিকে দিকে আজি টুটিল সকল বন্ধ
মূরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ ;
জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।"
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সেই মূর্ত্ত আনন্দের
প্রতীক হ'ল
"ন্যশনাল ইণ্ডিয়ানের"
একখানি বীমাপত্র

আজ থেকে ৪৬ বৎসর
পূর্বে সেই মহাপ্রাণ
স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কে, সি, আই, ই, ; কে, সি, ভি, ও,
এই কোম্পানী আপনাদের সেবার
জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আজও আমরা
আপনাদের সেবায় নিযুক্ত।

প্রস্পেকটাস্ কিম্বা এজেন্সির জন্য
আজই পত্র লিখুন : —

ম্যানেজার—

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান
লাইফ ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
মারকেণ্টাইল বিল্ডিংস, ৯, লালবাজার, কলিকাতা
শাখা অফিস ভারতের সর্ব্বত্রই আছে।

Downloaded by ... on 04 Jun 2018 at 17:20:27

রইলাম তার দিকে। সে আর একবার সেলাম করে বললে গরীব পরবর, যা বলছি তা করে দেখুন। আমি আপনার সঙ্গে কি দিল্লগি করতে পারি?"

বিপিন বোস হুইস্কি-সোডাতে আর এক সিপ দিয়ে চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো থেকে হাসি উপচে পড়তে লাগল কেবল।

"তারপর?"

পরের রবিবারে দুটো বাইজি নিয়েই গেলাম মশাই। বললে বিশ্বাস করবেন না ঝাঁকে ঝাকে মাছ আসতে লাগল। ময়দার টোপ দিয়েই ধরে ফেললাম গোটা আস্টেক কেঁদো কেঁদো মাছ। আমার বুইক গাড়ির কেরিয়ারটা ভরে গেল—"

বিপিন বোস চুপ করতেই কান্তবাবু ভক্তি ভরে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললেন, "রাত অনেক হল এবার উঠি—"

অতুলের মুখেরভাব যা হল তা অবর্ণনীয়।

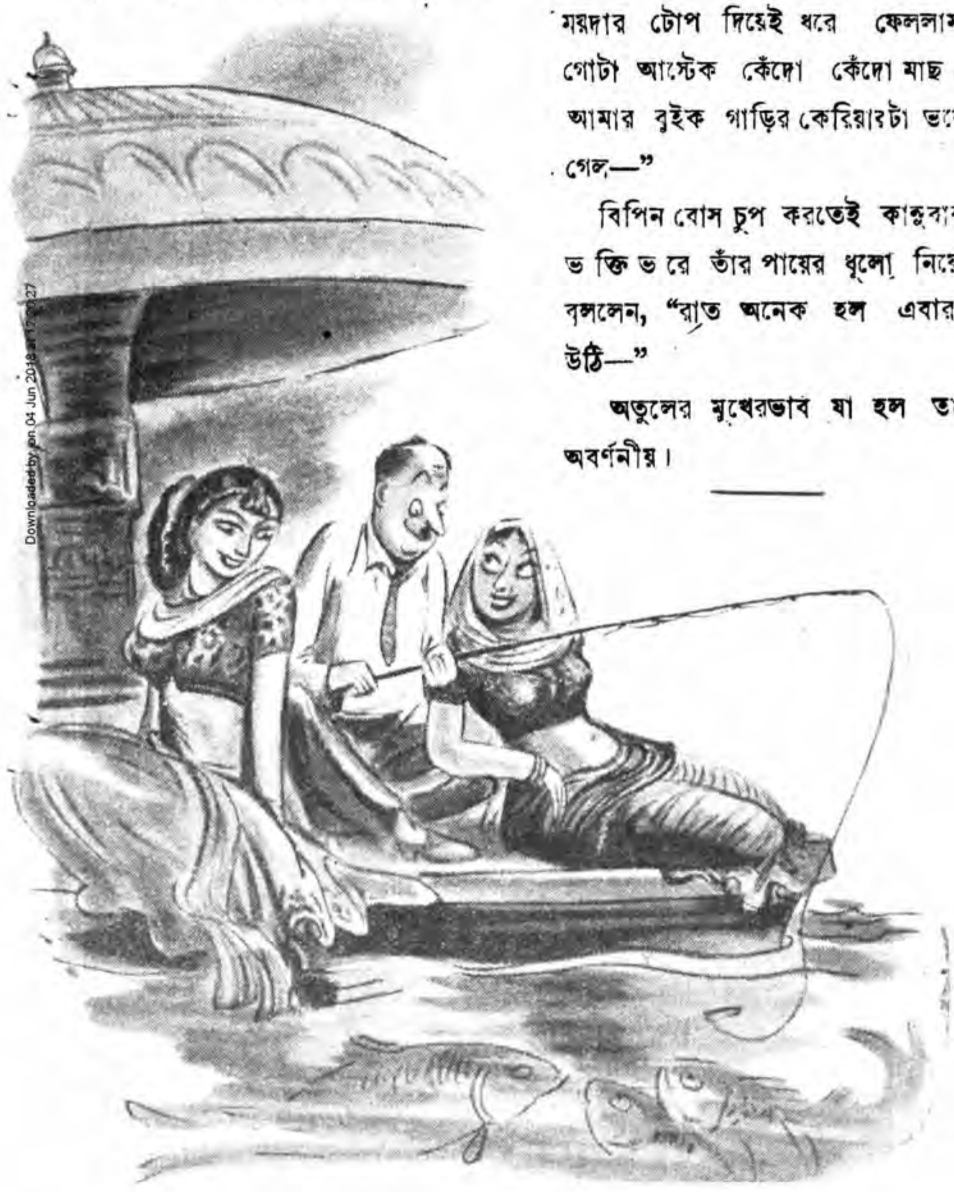

Downloaded by on 04 Jun 2018 at 17:00:27

বীজ, গাছ ও ফুল
গ্লোব নার্শারীতেই ভাল

কয়েকটি বাছাই সজী বীজ সবেমাত্র আমদানী হইয়াছে

প্রতি আউন্সের মুল্য

বাঁধাকপি গ্লোব গ্লোরী ২॥০, বাঁধাকপি একষ্ট্রাআর্লি এক্সপ্রেস ২॥০, বাঁধাকপি মাউণ্টেনহেড ড্রামহেড ২॥০, ফুলকপি আর্লি ও লেট স্নোবল ৯৲ ফুলকপি গ্লোব বেটার ৪৲, ওলকপি ১৲ বীট লাল গোল ১৲ (প্রতি পাউণ্ড ১৪৲), শালগম ১৲ (প্রতি পাউণ্ড ১৪৲) লেটুস ১৷৷৵ মুলা বোম্বাই ১নং লাল ॥০, (প্রতি পাউণ্ড ৬৲) মুলা লাল গোল ॥০ টম্যাটো পারফেকসন ২৲, পিঁয়াজ বোম্বাই ।৵০ (প্রতি পাউণ্ড ৪৲), গাজর আমেরিকান ১৲ (প্রতি পাউণ্ড ১২৲) ফ্রেঞ্চ বীন ৵০ (প্রতি পাউণ্ড ১॥০) সিলেরী ১৷০, বেগুন আমেরিকান ২৲, মটর আমেরিকান ৵০ (প্রতি পাউণ্ড ২॥০), শশা (শীতের) ৪৲, মরশুমী উৎকৃষ্ট ফুল বীজ প্রতি প্যাকেট ॥০।

চারা ও কলম প্রচুর মজুত আছে, ক্যাটালগের জন্য লিখুন

কৃষিলক্ষ্মী পত্রিকার সম্পাদক ও গ্লোব নার্শারীর স্বত্বাধিকারী
শ্রীঅমরনাথ রায় এফ্; আর. এইচ্, এস্ (লণ্ডন) প্রণীত
কয়েকখানি উৎকৃষ্ট কৃষিপুস্তক

১। বাংলার সজী	... ৩৲	৫। সরল পোল্ট্রি-পালন	৩৲
২। চাষীর ফসল	... ৩৲	৬। সরল সারের ব্যবহার	১॥০
৩। আদর্শ ফলকর	... ৩৲	৭। মাছের চাষ	... ৩৲
৪। পুষ্পোদ্যান	... ৩৲	৮। পশুখাদ্যের চাষ	... ১॥০

গ্লোব নার্শারী
নিউ মার্কেট, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, শিয়ালদহ ষ্টেশন
কলিকাতা

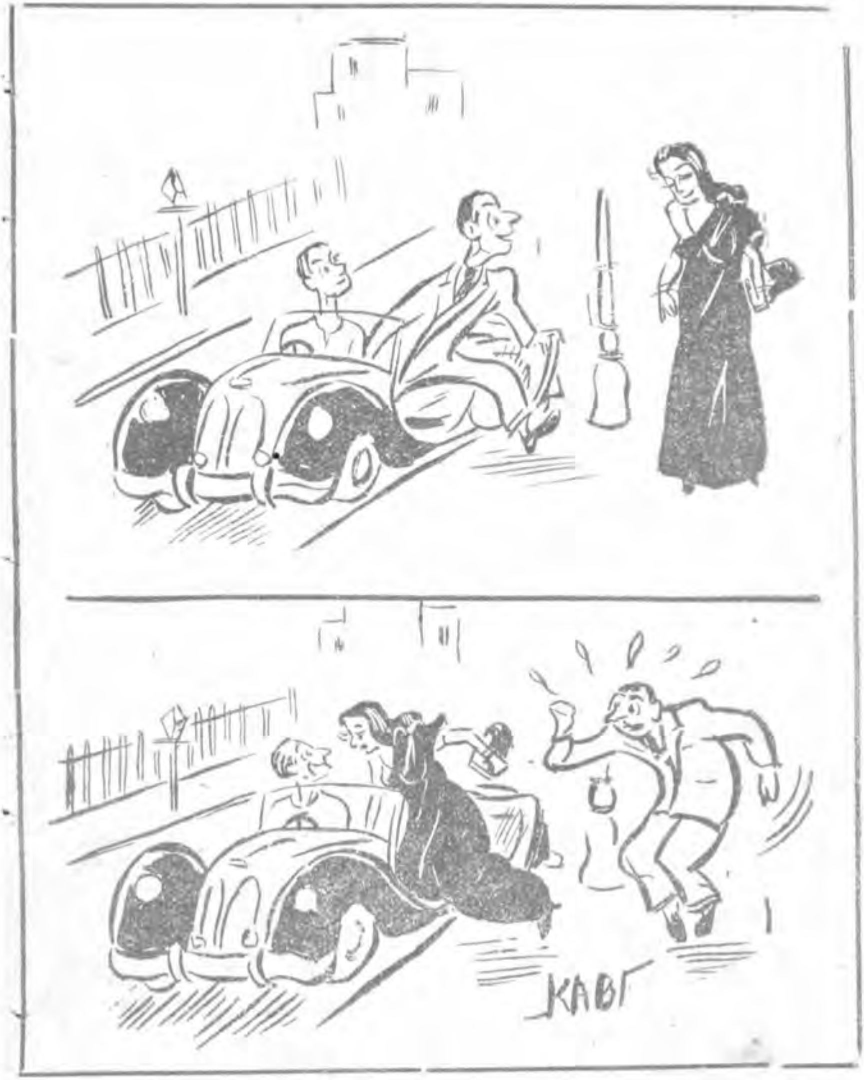
КАВГ

কার্টুন-পরিচয় প্রতিযোগিতা নং ২৮

পুরস্কার ঘোষণা

সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরিচয়ের (Caption) জন্য

ইনি প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন ১৫৲ টাকা

এই খেলার ফলও ১০-১ গোল হইবে।

শ্রীবাসুদেব মুখোপাধ্যায়

৩০-ডি, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ইনি দ্বিতীয় পুরস্কার পাইয়াছেন ১০৲ টাকা

প্রিয়া যায় প্লেনে চড়ে, মনে দেয় দোল

হঠাৎ শুনি মহারোল—হয়ে গেছে গোল।

কুমারী মিনতি সেনগুপ্তা

খগোল ঃ পাটনা।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া লিঃ

রেজিষ্টার্ড অফিস— ৪নং ক্লাইভ ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা

আদায়ীকৃত মূলধন ...
২,৬৭,০০,০০০৲ টাকার উপর

মজুত তহবিল ...
১,০০,০০,০০০৲ টাকার উপর

ভারতের সর্ব্বত্র শাখা অফিস এবং বিদেশীয় এজেন্সি মারফৎ যে কোনও দেশের সহিত যাবতীয় ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হইয়া থাকে।

আমাদের ৩ বৎসর মেয়াদী

ক্যাস সার্টিফিকেট খরিদ করিলে মেয়াদান্তে বার্ষিক শতকরা ৩৲ টাকা হিঃ সুদ পাওয়া যায় এবং ৬ মাসান্তে যে কোনও সময় টাকা তুলিতে পারা যায়।

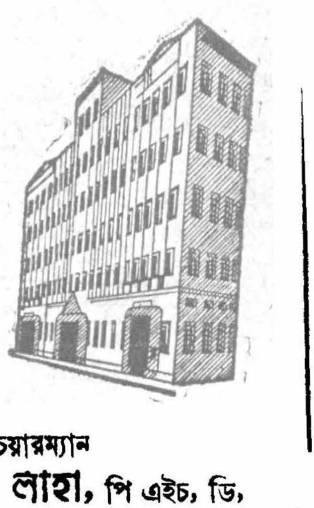

জেনারেল ম্যানেজার
শ্রীবি, কে, দত্ত

চেয়ারম্যান
ডাঃ এন, এন, লাহা, পি এইচ, ডি,

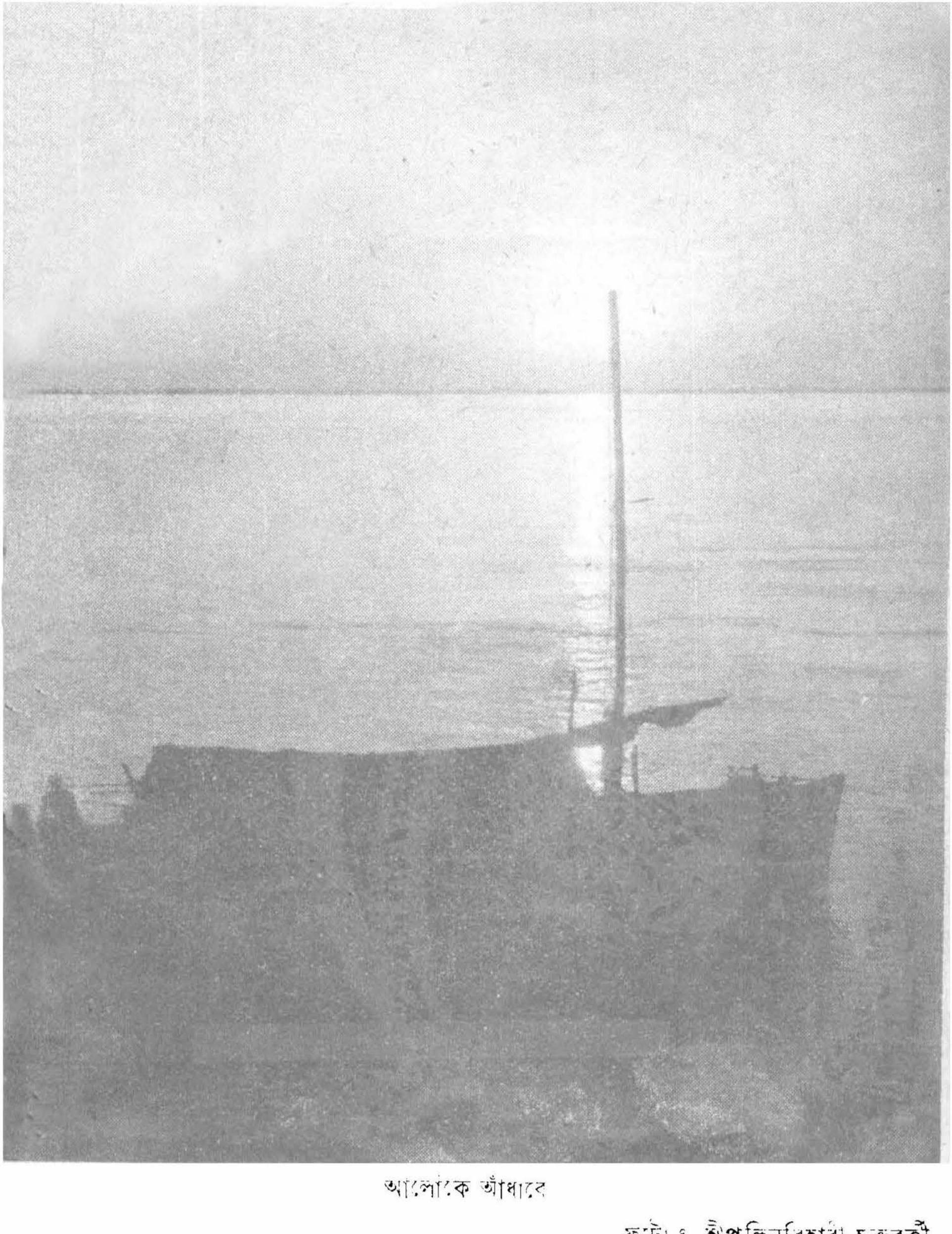

আলোকে আঁধারে

ফটো : শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

পূজার
প্রীতি-সম্ভাষণ
টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ

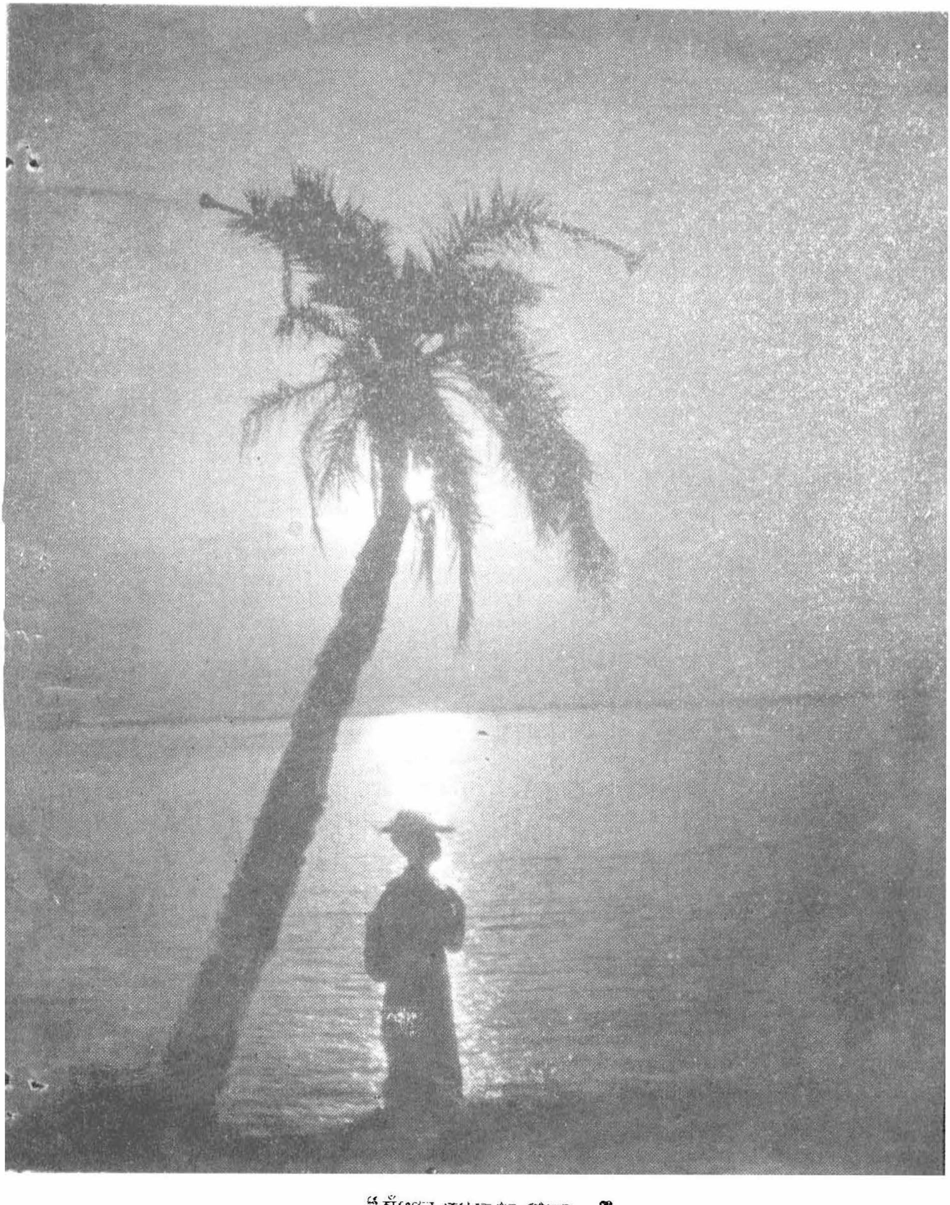

"আঁধার আলোর পারে…"

ফটো: শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী

একটি
মনোহর ভঙ্গিমায়
শ্রীমতী ভারতী দেবী

শ্রীকালীশ মুখো-
পাধ্যায়ের সৌজন্যে

"নবীন যাত্র
চিত্রের নায়ি
শ্রীমতী মায়া
মুখার্জী

শ্রীকালীশ মু
পাধ্যায়ের সৌজ

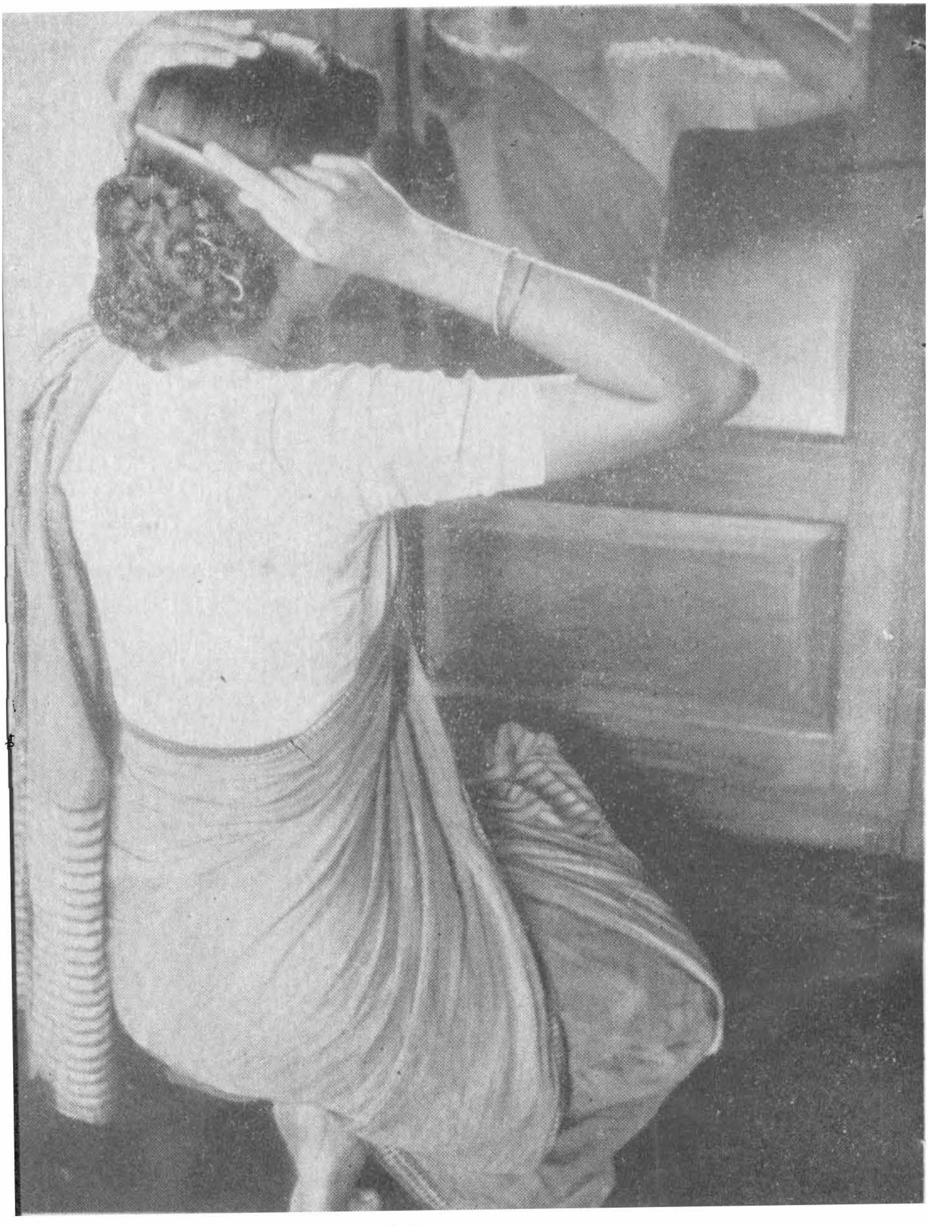

প্রসাধন

ফটো : শ্রীশক্তিনাথ মুখোপাধ্যায়

শঙ্খিনী

মনোজ বসু

মেয়ে-কামরায় উঠে থুনথুনে এক বুড়ি প্রশ্ন করলেন, দত্তপুকুরে তোমরা কেউ নামবে বাছা?

একটি দুটি নয়—দশ-বারো জন নানা দিক দিয়ে সাড়া দিল। বুড়ি একটা জায়গা নিয়ে বসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন, আঃ—বাঁচলাম। ভয় হয়েছিল, বুঝিবা একলাই আমাকে নামতে হয়! হিন্দুস্থান-পাকিস্থান হয়ে যা কাণ্ড চলছে—মেয়েমানুষের পথে বেরুনো দায়। তা অনেকেই নামছ তো তোমরা—বিস্তর বলভরসা।

কমবয়সি এক মেয়েকে লক্ষ্য করে বললেন, দত্তপুকুর পৌঁছাবে কখন?

মেয়েটি বলল, কেউ তা বলতে পারবে না দিদিমা। গার্ড-ড্রাইভারেও নয়। বনগাঁ বা বেনাপোলে হয়তো বা আটকে রাখবে পাঁচ ঘণ্টা দশ ঘণ্টা। সবই ওদের মরজি।

তবু?

এইটুকু বলা যেতে পারে, সন্ধ্যার পরে আর সকালের আগে কোন এক সময় পৌঁছবে।

বুড়ি সভয়ে বললেন, আরে সর্বনাশ! তবে আমার উপায় কি? জানাপোলের দিকে কেউ যাবে তোমরা বাছা? তা হলে সাথে সঙ্গে চলে যাবো। নয় তো পড়ে থাকবো স্টেশনে। মশা যা এক একটা—এক কাচ্চা করে রক্ত টানে। তা সে মশায় খাক আর বাঘেই টেনে নিক, রাত্তিরবেলা পাকাপোক্ত ছেড়ে নড়ছি নে। অত সাহস নেই বাছা। উঃ, পাকিস্তান-হিন্দুস্থান করে যা মুশকিল করেছে মানুষের!

ভাগ্যক্রমে জানাপোলের যাত্রীও পাওয়া গেল। দুটি মেয়ে—আর পুরুষ-গাড়িতে আছে তাদের সঙ্গী চার জন জোয়ান পুরুষ আর এক ইস্কুলের ছোঁড়া। অতএব নিশ্চিন্ত হয়ে ভূতের গল্প শুরু করলেন।

জানাপোলে একবার কি কাণ্ড হল শোন। অমাবস্যার রাত, আঁধার ঘুটঘুট করছে, আমরা গরীব-কালীবাড়ি থেকে ফিরে যাচ্ছি কালীপূজো দেখে। পাকিস্তান-হিন্দুস্থানের হাঙ্গামা ছিল না, ইচ্ছে মতো চলাফেরা করি—কথাবার্তায় বেশ শব্দসাড়া করে আসছি একটা দল। আমি সকলের আগে। হঠাৎ দেখি, পথের মাঝখানে এই উঁচু এক তাল-গাছ। এ গাছ তো আগে ছিল না, থাকতে পারে না। দু-পাশে গরুর গাড়ির চাকার দাগ পড়েছে—কত বোঝাই গাড়ি হাটে যায় এই পথে—সেই দু'দাগের মাঝামাঝি তালগাছ থাকে কি করে? যাই হোক, আছি দশ বারো জন তো—পাশ কাটিয়ে গেলাম। কিন্তু নাছোড়বান্দা উঁরা—ঝাকড়া ডালপালা মেলে আবার এক

বেঙ্গল কেমিক্যালের
কয়েকটি
সুবিখ্যাত গায়ে মাখা সাবান
সিপ্রা
গোল্ডেন স্যাণ্ডালউড
ট্রান্সপেরেন্ট গ্লিসারিন
মহুলা
আমাদের সাবান ব্যবহার করিয়া
আপনি লাভবান হইবেন।
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর

তেঁতুলগাছ পথ আটকে আছেন্। আমাদের পিছনে একটা দল আসছিল—মহাদেব ঠাকুর সেই দলে। মহাদেবের বিষম রাগ হয়ে গেল—সে আবার গুণীন লোক কিনা! বলল, ইয়াকি হচ্ছে ? সঙ্গে কে যাচ্ছে, হুস নেই ? রোস্—। বলে ঠাকুর পায়ের চটি না খুলে পটাপট ঘা দিচ্ছে তেঁতুলগাছের গায়ে। আর বললে বিশ্বাস করবে না দিদি-ভাইরা—অত বড় গাছ পড়পড় করে মাটি থেকে আকাশে উঠে মিত্তিরদের দোলমঞ্চ পেরিয়ে আমবাগান—বাঁশ-

ঝাড়ের উপর দিয়ে…

কমবয়সি সব ক'টি মেয়ে বুড়ির কাছ ঘেঁসে বসেছে। একটির দিকে নজর করে তিনি বলে উঠলেন, ভগবতীর মতো চেহারাখানা—এ কি তোমাদের ফ্যাসন হয়েছে আজকাল ? ন্যাড়া হাত কেন দিদি ? শাঁখাজোড়া পরো দিকি। আবার নিয়ে নেবো—আহা দেখিই না কেমন মানায়!

বোঁচকা খুলে বৃদ্ধা এক কৌটো বের করলেন। সোনা-বাঁধানো শাঁখা তার ভিতর। অনেক—দশ-বারো জোড়া তো হবেই। চমৎকার শাঁখাগুলো, আর কি মানান করে সোনায় মুড়েছে! চোখে পলক পড়ে না মেয়েদের।

এত শাঁখা নিয়ে যাচ্ছেন কোথা ?

জানাশোনা আমার রাবণের সংসার দিদি-ভাই। বেলায় ত্রিশ-চল্লিশখানা পাতা পড়ে। পাঁচ ছেলে, চার বউ। নাতি-নাতনিতে তেরোটি। তিন মেয়ে আছে, তাদের ছেলে-মেয়ে হয়েছে। মেয়ে-বউ-নাতনি—সকলের শাঁখার ফরমাস। কতগুলো লাগে, তাহলে হিসেব করে দেখ।

তার পর মুগ্ধ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ—কি সুন্দর দেখাচ্ছে!

হাতখানা তুলে ধরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখেন বৃদ্ধা।

তুমি এসো তো দিদি। কেমন নিটোল গড়ন তো মা র—আহা, লজ্জা কিসের? নিজের নাতনীরা আছে—তা বলে তোমরাও ভাই পর নও। সেকেলে মানুষ—অত আপন-পর বুঝিনে। শঙ্খ-হাতের শোভা দেখব, সেই জন্য বলছি।

একে একে অনেককে পরানো হল।

একটা মেয়ে খুলে রেখে দিতে যাচ্ছে, বুড়ি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন।

খুলো না দিদি, কি যে মানিয়েছে! গয়না তো কত জনে পরে থাকে, কিন্তু দেখে সুখ পাওয়া যায় না। মনে হয়, শ্যাওড়ার ডালে মুক্তো ঝুলিয়েছে। তা

বঙ্গলক্ষ্মীর অর্চনা ও গৃহলক্ষ্মীকে সন্তুষ্ট করিতে

ব ঙ্গ ল ক্ষ্মী র

ধুতি, সাড়ি, টুইল, লংক্লথই চাই

যেহেতু ইহা

- ব্যবহারে অনেক বেশী টেকসই।
- অন্য মিল হইতে দামে সস্তা।
- মোটা মিহি সব রকম পাওয়া যায়।
- পাড়ের ও রঙের বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ।

বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ

শ্রীরামপুর, হুগলী।

হেড অফিস—৭, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা—১৩

পরিয়ে একটু তৃপ্তি পাচ্ছি, মনে শান্তি-হচ্ছে—এতে বাদ সাধবে কেন দিদি ?

গদখালি ছাড়িয়ে বর্ডার-স্টেশন বেনা-পোলে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। ভূতের গল্প তখন আরো জমেছে। গদখালি জায়গাটার ভূতের জন্য প্রসিদ্ধিও আছে। ম্যালেরিয়া প্রথম দেখা দিয়েছিল এ অঞ্চলে, গ্রামকে-গ্রাম উজাড় হচ্ছে। জামাই এসেছে শ্বশুরবাড়ি—ইতিমধ্যে সে বাড়ির সবাই ফৌত। জামাই দরজা ঝাঁকাচ্ছে, ঝাঁকিয়েই চলেছে। তার পর ঝমাঝম মল বাজিয়ে বউ এসে দুয়োর খুলল।

জামাই বিষম চটে গেছে। বলে, না —আমি চলে যাবো।

এসো, এসো না গো ! অত রাগারাগি করে না। দেখ, অসুখ-গায়ে আমি উঠে এসেছি—

গেল কোথায় সব ?

যাত্রা শুনতে গেছে ও-পাড়ায়। তুমি খবর দিয়ে এসো নি তো ! জর-জর হয়েছে বলে আমিই কেবল যাই নি।

নির্জন বাড়ির মধ্যে ঢুকে নতুন জামাই খুশি হয়ে ওঠে।

তা ভালোই হয়েছে। তোমায় একটু একা-একা পাবো, এই কামনা করছিলাম ভগবানের কাছে।

ভগবানের নামে বউ কেঁপে ওঠে। সে-ও মরে গেছে কিনা, মরে পেত্নী হয়েছে। যা-ই হোক বসল গিয়ে জামাই। বলে,

—বললাম তো সরি, আবার দাঁড়িয়ে দেখছেন কি ?

ক্ষিদে পেয়েছে। শরীরের অবস্থা কেমন —রান্না করতে পারবে ?

বউ বলে, খুব—খুব। একটুখানি জর মতো হয়েছে—তা তুমি এসেছ, উপোস করে থাকবে নাকি ?

পেত্নী হলেও বউটা বড্ড ভালবাসে স্বামীকে। রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরাল। কিন্তু কাঠকুটো নেই—ইদানীং রাঁধাবাড়ার গরজ হয় না তো। কি করবে, এই

রাত্রে কোথায় এখন কাঠ যোগাড় করে বেড়াবে? এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিজেরই একখানা পা উনুনে ঢুকিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলছে। চিতের আগুনে একবার পুড়েছিল কিনা, আগুনে তার কিছু হয় না। পোড়ে না, জ্বালা করে না, কোন রকম যন্ত্রণা নেই।

শোবার ঘরে জামাই একা চুপচাপ বসে। শেষটা ভাবল, বাড়িতে কেউ যখন নেই—লাজলজ্জার কি আছে? যাওয়া যাক রান্নাঘরে, গল্পগুজব করিগে দু-জনে।

পা টিপে টিপে এসে বউকে চমকে দেবে—ঢুকে পড়ে দেখে এই তাজ্জব···

বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ,

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা।

ফোন : ব্যাঙ্ক ৫৩৮৯

ভ্যালুয়েশনে সন্তোষজনক উদ্বৃত্ত (Surplus) হইয়াছে।

কাস্টমসের মেয়ে-কর্ম্মচারী রেখেছে—হুড়মুড় করে তারা উঠে পড়ল। কীর্তিবাসের রামায়ণে চেড়ির কথা আছে—সেই বর্ণনা মিলিয়ে মিলিয়ে বোধকরি লোক রেখেছে। না দেখা যায় এমন কিম্ভূতকিমাকার চেহারা, না বোঝা যায় মুখের কিচির-মিচির এক বর্ণ। মেয়েরা গল্পে মজে আছে, একজন ইংরেজিতে বলল, আপত্তিকর জিনিষ কিছু নেই। আমাদের গল্প মাটি করবেন না—কাজ সেরে চলে যান তাড়াতাড়ি।

হেসে ফেলে তারাও রীত-রক্ষার মতো দু'টো-একটা প্রশ্ন করে নেমে গেল।

গাড়ি ছাড়ো-ছাড়ো, এমনি সময় জন তিনেক এসে সেই কামরায় উঠল। কলকণ্ঠে মেয়েরা আহ্বান করে, রাবেয়া—তুই কোত্থেকে রে?

রাবেয়াও উল্লসিত হয়ে বলে, দল বেঁধে চলেছিস—দেশে এসেছিলি বুঝি আম-কাঁঠাল খেতে? আমি, চাচীআম্মা আর বাড়ির অনেকে এসেছিলাম এখানে এক সাদির ব্যাপারে।

বর্ষীয়সী সহযাত্রিণীকে দেখিয়ে বলে, এই যে—ইনি চাচী আমার। এই রেবা আর তপতী—এদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তাম চাচী, পাকিস্তান হবার পর এরা কলকাতায় পালিয়েছে।

বৃদ্ধা একটু সরে গিয়ে চুপচাপ এদের পরিচয়-পর্ব্ব দেখছিলেন। চাচী সাহেবা হঠাৎ তাঁর দিকে চেয়ে বললেন, চিনতে পারেন?

বৃদ্ধা দৃষ্টি কুঞ্চিত করে বললেন, না তো—চোখে বড্ড কম দেখি।

গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে ততক্ষণে।

চাচী বললেন, মনে পড়ছে না? এই তো পরশুদিনের কথা। ছাপা শাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন মেয়ে-বউ-নাতনী-দের জন্য।

আমি? না মা, তোমার ভুল হচ্ছে—

অতক্ষণ ধরে কথাবার্ত্তা হল, ভুল কেন হবে? যশোরের কাছে ঝমঝমপুরে বাড়ি আপনার। মস্ত বড় সংসার—ছয় ছেলে, দুই মেয়ে, পাঁচ বউ। মেয়ে বউর ফরমায়েসি কাপড় নিয়ে যাচ্ছিলেন। একসঙ্গে অত শাড়ি দেখলে আটক করে ফেলবে—আমাদের সকলের কাছে তাই এক একখানা করে গছালেন। আজকে বিলকুল ভুলে যাচ্ছেন।

রেবার কাপড়ের দিকে নজর করে চাচী বললেন, এই তো—এই জিনিষ। ঠিক এইরকম ছাপ।

রেবা বলে, যশোরে তাজুল মিঞার দোকানে কিনলাম। সেও বলল বটে, টাটকা চালান এসেছে কলকাতা থেকে—

মুখ কালো করে বৃদ্ধা বললেন, তা বউ-মেয়েরা যদি আমার আহ্লাদের জিনিষ বেচে দেয়—আমি তার কি করতে পারি? পাকিস্তানে সোনার দর কম এই দেখ, শাঁখা বাঁধিয়ে নিয়ে যাচ্ছি তাদের জন্য। কিন্তু তবু বলব, ভুল হচ্ছে তোমার মা—বাড়ি ঝুমঝুম-পুর হবে কেন? জানাপোল, দত্তপুকুরের কাছে। পাঁচ ছেলে, চার বউ, তিন মেয়ে।

তারপর মেয়েদের দিকে চেয়ে বলে উঠলেন, বর্ডার পার হতে চলল—শাঁখা গুলো খোল এবার দিদিরা।

মুখ-ফোঁড় রেবা বলে, দিদিমা, দত্তপুকুরের কোন্ দোকানে আপনার বউ-মেয়েরা শাঁখা বেচেন, ঠিকানাটা বলে দিন। সেইখানে চলে যাবো। শাঁখা খুলতে মায়া হচ্ছে, খাসা মানিয়েছে—

সিটিজেন্স অব ইণ্ডিয়া
মিউচুয়াল ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ
পলিসী হোল্ডারগণের একটী প্রগতিশীল নিজস্ব জীবন বীমা প্রতিষ্ঠান

পেট্রন
রায়বাহাদুর রামেশ্বর নাথানী

চেয়ারম্যান
কুমার শ্রীমহাবীরপ্রসাদ নাথানী

শ্রীএইচ, চক্রবর্ত্তী, বি-এল
সেক্রেটারী

শ্রীপি, চক্রবর্ত্তী, বি-এ
এজেন্সী ম্যানেজার

প্রধান অফিস: ১৭৭-এ, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

মা এবং আমি দু'জনেই একমত...

আমরা দু'জনেই ল্যাক্টোজেন পছন্দ করি, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শিশু-খাদ্য বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান নেস্‌লস্‌ কর্তৃক বিশেষভাবে তৈরী এই ল্যাক্টোজেন। মা ল্যাক্টোজেন পছন্দ করেন কারণ ইহা একটি পূর্ণ খাদ্য, সুসম পুষ্টির পক্ষে এর জুড়ি নেই, এতে লোহা এবং ভিটামিন যেশান থাকে।

ভিটামিন 'এ' থাকে শরীরে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বাড়াতে, ভিটামিন 'ডি' থাকে হাড় মজবুত এবং ভাল দাঁত তৈরী করতে আর লোহা থাকে আমাকে রক্তাল্পতা থেকে বাঁচাতে। আমি ইহা পছন্দ করি কারণ এ খেতে সত্যিই চমৎকার, আর এতে বদহজম হয় না বা পেট খারাপ করে না। তৈরী করাও খুব সোজা আর হয়ও খুব তাড়াতাড়ি, তাই ক্ষিধে পেলে আমাকে অপেক্ষা করতে হয় না! আমার প্রায় সব বন্ধুরাই বলে যে তারা ল্যাক্টোজেন পছন্দ করে—আর এক্ষেত্রে তাদের মায়েরাও তাদের সঙ্গে এক মত! তুমি কি বল?

LACTOGEN

বিনামূল্যে আমাদের ল্যাক্টোজেন পুস্তিকা পড়ুন। আজই আপনার নাম এবং ঠিকানা এই কুপনে লিখে ডাকে নীচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

নেস্‌লস্‌ প্রডাক্টস (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড
পোষ্ট বক্স নং ৩৯৬, কলকাতা

নাম ....
ঠিকানা ....

বাজীকরণ

প্র. না. বি.

একদিন প্রাতঃকালে একটি শিশু তাহার পিতার সহিত মাঠে বেড়াইতেছিল। সেই মাঠে একটি গাধা চরিতেছিল। শিশু-টির বয়স তিন বছরের বেশী নয়। গাধা-টিকে দেখিয়া সেই শিশুটি খুব কৌতূহল অনুভব করিল। বইয়ের পাতায় সে ঘোড়ার ছবি দেখিয়াছিল, সেই স্মৃতির প্রেরণায় সে বলিল—বাবা, ঐ যে ঘোড়া।

বাবা বলিল—না, ওটা গাধা। শিশুটি বলিল—না বাবা ঘোড়া। পিতা যতই বলে, না ওটা গাধা, শিশুর ততই জেদ চাপিয়া যায়, সে বলে, না বাবা, ঘোড়া।

শেষে তাহার পিতা বিরক্ত হইয়া বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা, ওটা ঘোড়াই বটে, হ'ল তো!

শিশুটি জয়লাভ করিয়া খুশী হইল এবং বলিতে লাগিল—ও ঘোড়া, ঘোড়া একবার ডাকোতো!

শিশুটিকে দোষ দেওয়া যায় না, কারণ সংসারে অনেক বয়স্ক লোকও গাধায় ও ঘোড়ায় প্রভেদ করিতে পারে না, ও তো নিতান্ত শিশু।

পিতা ও পুত্রের কথোপকথন গাধাটির কানে প্রবেশ করিয়া তাহার জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটাইল তাহারই বিবরণ এই গল্প।

গাধাটি ভাবিল—তাই বলো, আমি তাহা হইলে গাধা নই, লোকে নিতান্ত হিংসায় আমাকে গাধা বলিয়া থাকে। ঐ শিশুটির সরল মন, সংসারের হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা এখনো তাহার বুদ্ধিকে আবিল করে নাই, তাই সে আমার স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছে। এতদিন আমার মনে যে সন্দেহ ছিল তাহা দূর হইয়া গেল—এখন হইতে আমি স্থির জানিলাম যে আমি গাধা নই, আমি ঘোড়া বা অশ্ব বা বাজী।

অতঃপর সে মাঠ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

২

ঘরে ফিরিবার পর হইতে গাধাটি যথাসম্ভব ঘোড়ার মতো আচরণ করিতে লাগিল। সেই আ চ র ণে সে কতদূর সাফল্য লাভ করিল বর্ণনা করিবার আগে তাহার কিছু বিবরণ দেওয়া দরকার।

সহরে বৈজু নামে এক ধোপা ছিল। তাহার অনেকগুলি গাধা ছিল। উক্ত গাধাটি সেই রাসভ-বাহিনীর অন্যতম জীব। অন্যান্য গাধার মতো সে বৈজুর বস্ত্র-সম্ভার বহন করিত, আর অবসর সময়ে মাঠে চরিয়া ঘাস খাইত, কখনো কখনো বা

বৈজুর কনিষ্ঠ পুত্র মোতিয়াকে পিঠে বহন করিত। বলা বাহুল্য শেষোক্ত কাজটা স্বেচ্ছায় করিত না, মোতিয়ার এবং তাহার মাতার তাড়নায় করিত; তাহার প্রধান আনন্দ ও গৌরব ছিল বস্ত্র সম্ভার বহনে, কারণ এ কথা মানুষের বিদিত না থাকিলেও গর্দ্দভ সমাজে সুবিদিত যে বস্ত্রস্তূপের ওজনেই গাধার কৌলিন্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। উক্ত গাধাটির মতো দ্বারা আঘাত করিত এবং বলা বাহুল্য সে জন্য বংশখণ্ডের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইত। কিন্তু তাহাতে সে দমিত না, কারণ একটা আদর্শবাদ তাহার মাথায় চাপিয়াছে এবং সেই আদর্শবাদকে সফল করিবার উদ্দেশ্যে সে সকল প্রকার পীড়ন সানন্দে সহ্য করিত। এ বিষয়ে ঘোড়া বা অন্যান্য ইতর প্রাণীর চেয়ে মানুষের সঙ্গেই তাহার মিল বেশি দেখা যাইত। কাপড়

এত কাপড় বহিতে আর কেহ পারিত না। কাজের সুবিধার জন্য এখন হইতে আমরা তাহাকে বৈজু ধোপার গাধা বলিয়া উল্লেখ করিব।

৩

বৈজু ধোপার গাধা এখন আর পিঠে কাপড়ের বস্তা তুলিতে দিত না, কাপড় চাপাইতে আসিলে পিছনের পদদ্বয় বহনে তাহার আপত্তি যত বাড়িল, মোতিয়াকে বহনে তাহার আসক্তি বাড়িল ততোধিক। সে এখন সুযোগ পাইলেই মোতিয়াকে পিঠে তুলিয়া লইয়া মাঠের মধ্যে ছুটাছুটি করে। কারণ সে দেখিয়াছিল যে ঘোড়াতে পিঠে সোয়ার লইয়া চলাফেরা করে, সেই বা না করিবে কেন, সে তো নিশ্চয় জানিয়াছে যে সে গাধা নয়, সে ঘোড়া।

ক্রমে ক্রমে সে মোতিয়ার প্রিয়পাত্র

হইয়া উঠিল। এখন তাহার পিঠে মোট চাপাইতে গেলে মোতিয়াই আপত্তি করে —বলে ওটা আমার ঘোড়া। মোতিয়ার কথায় বৈজুর গাধা আবার তাহার বিশ্বাসের সমর্থন পাইল। সে বুঝিল যে সংসারে শিশু ও বালকেরাই সত্যসন্ধ, তাহাদের দৃষ্টিই বাস্তব সম্মত।

একদিন বৈজু বলিল, গাধাটা খচ্চর হয়ে উঠেছে, কোন কাজ করে না, ওটাকে বেচে দি।

শুনিয়া গাধাটি ও মোতিয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল। পুত্রের চোখে অশ্রু দেখিয়া বৈজুর স্ত্রী বলিল, তোমার তো আরও কত গাধা রয়েছে; ওটা থাক্ ওটা মোতিয়ার ঘোড়া।

গাধাটি আবার একবার নিজ বিশ্বাসের সমর্থন পাইল। এবারে আর শিশু বা বালকের অনভিজ্ঞ দৃষ্টি নয়, একজন প্রবীনার দৃষ্টি।

যাই হোক্, সে বস্তুতঃ ঘোড়া বলিয়াই হোক কিম্বা মোতিয়া ও তাহার মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যেই হোক অতঃপর বস্ত্রবহন কর্ত্তব্য হইতে সে মুক্তি পাইল।

এখন সে সকাল বিকাল মোতিয়াকে পিঠে তুলিয়া দৌড়ায়, তাহার বিশ্বাস ঘোড়ার মতো দৌড়ায়, যদিচ পরশ্রীকাতর লোকেরা বলে—দেখো, দেখো, গাধাটা কেমন ছুটছে।

একদিন বৈজুর গাধা নিকটবর্ত্তী এক জলাশয়ের ধারে গেল। সে দেখিতে পাইল যে জলাশয়ের অপর তীরে একটি ঘোড়া চরিতেছে। সে ভাবিল এই অবসর, ঘোড়ার সঙ্গে তাহার অবয়বের মিলটা ভালো করিয়া দেখিয়া লইতে হইবে। সে জলের ধারে দাঁড়াইয়া নিজের ছায়া দেখিতে লাগিল এবং ঘোড়ার সঙ্গে নিজ অবয়বের কোন বৈষম্য খুজিয়া পাইল না। নিজের ছায়া ও ঘোড়াটির কায়া গবেষণা করিয়া উভয়ের মধ্যে সে হুবহু মিল আবিষ্কার করিল। কেবল মুস্কিলে পড়িল কণ্ঠস্বর লইয়া। ঘোড়ার কণ্ঠস্বর কেমন মিহি আর তাহার নিজেরটা!

* চিত্তাকর্ষক ডিজাইন
* নিখুঁত ব্লক
* অভিজাত মুদ্রণ

এইগুলির জন্যই রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

৭-১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন বি বি ৬০১

আমার শিশুর জন্যেই এই বার্লি

আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার মা একথাই বলতেন। সেরা শস্য থেকে, স্বাস্থ্য-সম্মত উপায়ে এবং দেড়শো বছরের পেষাইয়ের অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'পিউরিটি' বার্লি তৈরি। এই বার্লি যেমন চমৎকার, তেমন এতে খরচও কম।

পিউরিটি বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ইস্ট) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

না,ঃ বর্ণনা করিতেও লজ্জা বোধ করে। তারপরে ভাবিল ওখানে একটু খুৎ থাকিলেও ঘোড়ার উপরে তাহার অন্য জায়গায় জিৎ। ঘোড়ার লেজের চেয়ে তাহার লেজটি সুশ্রী। সে ভাবিল ঘোড়ার লেজের শ্রী নাই, কেমন একটা সস্তা দামের চামরের মতো—আর তাহার, আহা কি সুন্দর, যেন একটি ছড়ির আগায় কিছু লোম জড়ানো। এমনিটি তো হওয়া দরকার। এই বলিয়া বার কয়েক লেজটি নাড়িয়া জলের মধ্যে তাহার দোদুল্যমান ছায়া দেখিয়া অভূতপূর্ব্ব গৌরব ও আনন্দ অনুভব করিল।

এই সময়ে সে একদিন পথে বিজ্ঞাপন দেখিল যে শীঘ্রই সহরে ঘোড়দৌড় হইবে। সে স্থির করিল যে ঘোড়দৌড়ে নামিবে—আর, একবার ঘোড়দৌড়ে নামিতে পারিলে তাহার ঘোড়াত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইবে। তখন আসন্ন ঘোড়দৌড়ের মহলার উদ্দেশ্যে সকাল বিকাল মোতিয়াকে পিঠে লইয়া মাঠের মধ্যে সে ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

৪

ঘোড়দৌড় সুরু হইয়াছে। অনেকগুলি ঘোড়া ছুটিতেছে। এমন সময়ে সকলে আবিষ্কার করিল যে একটা গাধাও ছুটিতেছে।

কেহ কেহ চীৎকার করিয়া উঠিল—ওটাকে বের করে দাও।

অনেকে বলিল—এখন বের করা অন্যায় হবে, ঢোকালে কেন?

অধিকাংশ লোকে গাধার দৌড় দেখে নাই, বিশেষ ঘোড়ায় গাধায় প্রতিযোগিতা কে কবে দেখিয়াছে! তাহারা বলিল—না, না, থাক্, বেশ হচ্ছে।

জনতার নানা জনে নানা মন্তব্য করিতে লাগিল।

—আরে আবার একটা শোয়ার পিঠে নিয়েছে, দেখোনা।

—বেশ ছুটছে তো।

—হয় তো গাধা নয়, অন্য কোন জাতের ঘোড়া।

সেদিনের সেই শিশুটি পিতার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল—বাবা, ঘোড়া, ঘোড়া।

বৈজুর গাধার কানে উক্ত বাক্য

গেল, সে আরও উৎসাহিত হইয়া ছুটিতে লাগিল।

সকলে হাততালি দিয়া বলিতে লাগিল—বেড়ে ভাই বেড়ে! দাওতো ঘোড়াগুলোকে হারিয়ে।

এমন সময়ে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল। ঘোড়াগুলা এতক্ষণ প্রতিযোগিতাতেই ব্যস্ত ছিল, গাধাটাকে দেখিতে পায় নাই, এবারে গাধাটাকে দেখিতে পাইল এবং দেখিতে পাইবামাত্র সকলে হী হী চিঁহি চিঁহি রবে হাসিয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কয়েকটা ঘোড়ার তো পেট ফাটিয়া গেল, বাকী সবগুলা মাটিতে শুইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া হাসিতে লাগিল—'রেস' মাথায় উঠিল!

ওদিকে কর্ত্তব্যপরায়ণ বৈজুর গাধা মোতিয়াকে পিঠে লইয়া যথারীতি ছুটিতে লাগিল এবং জনতার করতালি ও উল্লাসধ্বনির দ্বারা উৎসাহিত হইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই লক্ষ্যস্থলে আসিয়া পৌঁছিল। সে কেবল প্রথম হয় নাই, একাকী লক্ষ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে!

তখন জনতার সে কি উল্লাস! সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ মুখের কাছে একমুঠা ঘাস ধরে, কেহ লেজটি নাড়িয়া দেয়, কেহ বলে, এ কখনও গাধা নয়। কাছেই একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ ছিল, সে বলিল, না, না, গাধা নয়, এ এক শ্রেণীর ঘোড়া, প্রাচীন কালে অনেক দেখতে পাওয়া যেতো, এখন খুব 'রেয়ার' বা বিরল হ'য়ে পড়েছে। সরকারে লিখে এটি আমি চিড়িয়াখানার জন্য কিনে নেবো।

টাকা পয়সার ব্যাপার আছে বুঝিতে পারিয়া বৈজু ধোপা অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল—আজ্ঞে ওটি আমার গাধা। সকলে

দেবীর দোলায় আগমন। ফলঃ মড়ক

তাহাকে ঠগ ধাপ্পাবাজ বলিয়া মারিয়া তাড়াইয়া দিল।

তখন প্রশ্ন উঠিল ঘোড়দৌড়ের 'কাপটি' কাহাকে দেওয়া হইবে।

অনেকে বলিল—এটি ইহারই প্রাপ্য, গাধা হইলে না দিলেও চলিত, কিন্তু প্রাণীতত্ত্ববিদ্ স্বয়ং ইহাকে একশ্রেণীর ঘোড়া বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তারপরে জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে উহার গলায় 'কাপটি' বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইল।

অতঃপর কি হইল? উক্ত প্রাণী-তত্ত্ববিদের পরামর্শে বৈজুর গাধা (এখন আর উহাকে গাধা বলা উচিত নয়) সরকার কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া চিড়িয়াখানায় নীত হইয়া একটি ঘরে স্থান পাইল। পাছে অজ্ঞ দর্শক উহাকে গাধা বলিয়া অবজ্ঞা করে সেইজন্য তাহার খাঁচার কাছে একজন অফিসার প্রহরায় নিযুক্ত থাকে, দর্শকদের সমঝাইয়া দেয়—"প্রাণীটাকে দেখিতে গাধা বলিয়া মনে হইলেও উহা গাধা নয়, একশ্রেণীর ঘোড়া, প্রাচীন কালে অনেক দেখিতে পাওয়া যাইত, এখন খুব বিরল, বস্তুতঃ এ পর্যন্ত এই একটি মাত্র নমুনাই পাওয়া গিয়াছে।" দর্শকে সেই বিরল নমুনা দেখিয়া বলাবলি করে বাগানে প্রবেশের দক্ষিণাটা বৃথা যায় নাই।

মোতিয়া মাঝে মাঝে গিয়া তাহাকে তৃণমুষ্ঠি দিয়া আসে। উক্ত প্রাণী (এখন আর গাধা বলিবার উপায় নাই) তাহার দিকে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে। একদিন সেই শিশুটি (এখন কিছু বড় হইয়াছে) পিতার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় গিয়াছিল। প্রাণীটাকে দেখিয়া সে বলিল—বাবা, একটা গাধাকে এত যত্ন করে রেখেছে কেন?

বাবা বলিল—না, না, গাধা নয়, শুনলে না, সরকারী লোক বলল, যে এক শ্রেণীর ঘোড়া, এখন খুব বিরল। এর খুব দাম।

একদিন বৈজু ধোপা তাহাকে দেখিতে গিয়াছিল।

ভূতপূর্ব্ব গাধা, এখন বিরল শ্রেণীর অশ্ব তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

বৈজু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিল—নেমকহারাম!

ROHTAS Brand
PORTLAND
CEMENT

has gone into the making of hundreds of famous buildings all over India, including the Chittaranjan Cancer Hospital, Calcutta.

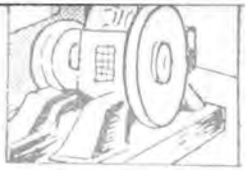

ROHTACRETE
for heavy machinery foundation work.

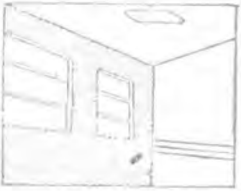

ROHTAS LIME
for whitewashing walls.

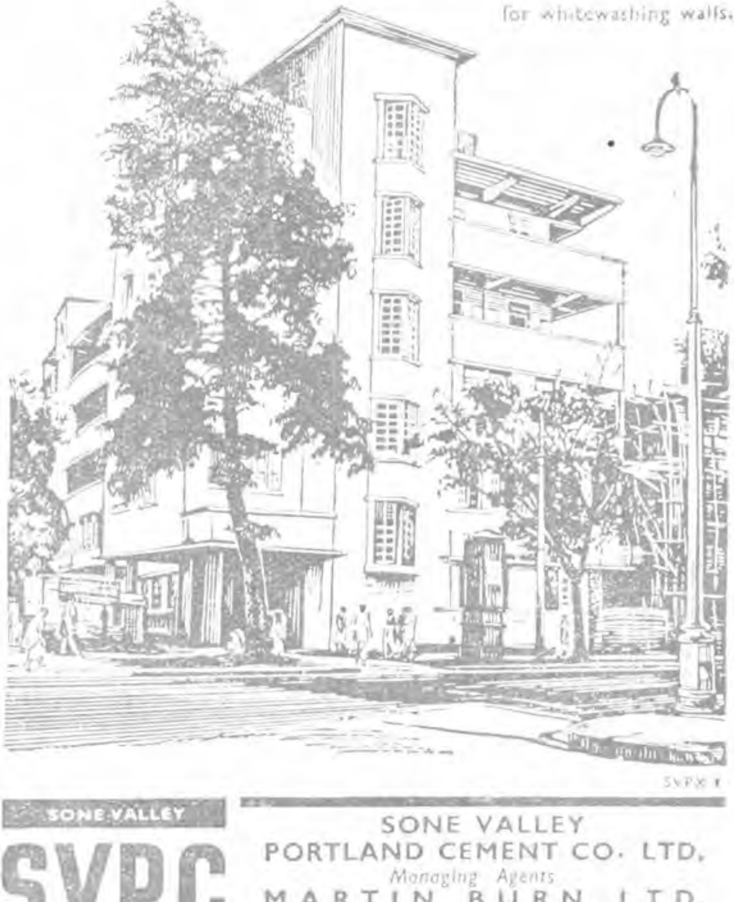

SONE VALLEY
SVPC
PORTLAND CEMENT

SONE VALLEY
PORTLAND CEMENT CO. LTD.
Managing Agents
MARTIN BURN LTD.
12 Mission Row, Calcutta 1
Branches: BOMBAY NEW DELHI KANPUR

সরস্বতী — ডিক্সনার আর টেনিস র‍্যাকেট না হলে মর্ত্যে যাব না….
লক্ষ্মী — একটা টাইপিস্টের চাকরী যোগাড় না হলে, মর্ত্যে ফিরে যাব কি। ….
কার্তিক — এ্যাটম্ বোম না পেলে স্যাঙ্গ যাব না মা …..
গণেশ — একটা খাদি পার্লার পেলে কিন্তু আবার চাই-ই …….

বাঃ, কি
চমৎকার
হয়েছে!

সাটনের বীজকে ধন্যবাদ!

ফুল এবং তরীতরকারীর সেরা বীজ পাবেন
এঁদের কাছ থেকে।

সাটন এ্যাণ্ড সন্স লিমিটেড

১৩ ডি, রাসেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৮০৬ সাল থেকে জগৎ বিখ্যাত।

রাত্রে

লীলা মজুমদার

নীলডাঙ্গার জমিদার বাড়ীতে চুরী হ'বার দু'মাস পরে বিশে গিয়ে নিজে ধরা দিল। ততদিনে খোঁজ খোঁজ রব অনেক কমে এসেছে, কেন যে বিশে ধরা দিল কেউ ভেবেই পায় না।

বাবু, আমাকে এখন থেকেই গারদে পূরে রাখুন। অতগুলো গয়নাগাঁটি চুরি করেছি, আমাকে ছেড়ে রাখা ঠিক হবে না।

থানার ইন্‌স্পেক্টরবাবু ওকে পাগল ঠাওরালেন। এক সঙ্গে অত সোনাদানা পেয়ে ব্যাটার চোখ ঝলসে নিশ্চয় মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, নইলে গামছায় বাঁধা অমন রাশি রাশি হীরে মণি দেখে ইন্‌স্পেক্টার বাবুর নিজেরই সৎজীবনের উপর ঘেন্না ধরে যাচ্ছিল, আর এ লোকটা বলে কি?

বাবু, আমি কিচ্ছু চাই না, খালি আমাকে এখুনি ফাটকে দিন। অনুতাপ? না বাবু, অনুতাপটাপ আমার হয় নি। আমার এখনও মনে হয় যারা ঐরকম অসাবধান ক'রে জিনিষপত্র রাখে তাদের জিনিষ সরিয়ে ফেলাই উচিত। তা'ছাড়া আমরা যদি চুরিচামারিই না করব তবে

আপনাদের চাকুরীরই বা কি অবস্থা হবে? সেজন্য নয় বাবু; আমার উপর দয়া করে আমাকে হাজতে দিন। দেখুন আমি মোটেই ভালো লোক নই। তাছাড়া কী আর বলব বলুন, এরপর আমি কখনও একা একা অন্ধকার রাতে ঘুরে বেড়াতে পারব না, এখানে ওখানে নির্জ্জন জায়গা দেখে গা ঢাকা দিতে পারব না, খালি বাড়িতে রাত কাটাতে পারব না।

ইনস্পেক্টর বাবু অবাক হয়ে দেখলেন বিশের সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিচ্ছে, কপাল দিয়ে ঘাম ঝরছে। একটা টুলে তাকে বসিয়ে বারবার বল্লেন, তোমার কোনও ভয় নেই। সমস্ত ব্যাপারখানি আমাকে খুলে বল দিকি? কোনও ভয়ের কারণ নেই।

কাষ্ঠ হেসে বিশে বল্লে ভয়? ইনস্পেক্টরবাবু ভয়ের কথা বলছেন? তবে শুনুন।

ঠিক দু'মাস হ'ল গয়নাগুলো নিয়েছিলাম। একা হাতেই কাজ সেরেছিলাম। একতলায় গয়না গাঁঠি রেখে কেউ দোতলায় ঘুমোয় ব'লে শুনেছেন? তায় আবার বাজে তালা দেওয়া সস্তা খেলো একটা লোহার সিন্দুক। ওঁদের

—কি দেখছো বাবা হাঁ করে···বলি চোর্ টোর্ কি কখনও দেখনি···

একটু দয়া করে বলে দেবেন ত, গয়নাগাঁঠিতে কিছু কম পয়সা খরচ ক'রে, সিন্দুক একটা ভালো দেখে কিনতে।

পরের জিনিষ কখনও চুরি করেছেন ? পালিয়ে বেড়ান কাকে বলে জানেন ? যা'কে দেখি তাকেই মনে হয় শত্রু, বন্ধু বান্ধবকেও মনে হয় বিশ্বাসঘাতক, কোথাও নিশ্চিন্ত হ'বার যো থাকে না, নিরাপদ একটি জায়গা খুজে পাওয়া দায় হয়ে ওঠে। যাই হোক, একদিন এখানে দু'দিন ওখানে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। উঃ, বলিহারি আপনাদের পুলিশদের বুদ্ধি! কতবার যে তাদের নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে এসেছি, একবার পথ বাৎলে দিয়েছিলাম পর্য্যন্ত। বয়সও হচ্ছে আজকাল, ক্লান্তও হয়ে পড়েছি। একদিন দুপুররাতে আমাকে ধরে ফেলেছিল আরকি। ছুটতে ছুটতে আমার দম বেরিয়ে গেছে, বুকের ভিতর হাতুড়ি পিটছে, চোখে অন্ধকার দেখছি। কোথায় যাই ? সাম্‌নে দেখি একটা প্রকাণ্ড বাড়ি, তার সদর দরজা একটুখানি খোলা।

ঢুকে পড়ে সেটাকে ঠেলে বন্ধ করে তাতেই ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি। ভাঙ্গা জান্‌লা দিয়ে একটু একটু রাস্তার আলো আসছে। এখুনি ঝড় উঠবে, বৃষ্টি পড়বে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। অন্ধকারে যখন চোখ অভ্যাস হয়ে গেল, বুঝতে পারলাম এটা খালি বাড়ি। আঃ। কি আরাম যে লাগল বাবু, সে আর কি বলব। একটি রাত অন্ততঃ নিশ্চিন্তে ঘুমোন যাবে, কে জানে হয় ত' দু'চারদিন

এখানে এই খালি বাড়িতে লুকিয়ে থাকাও যাবে। এখানে আবার কে আমার খোঁজ করবে, আমি নিজেই আবার ও জায়গাটা খুঁজে পাব কিনা সন্দেহ। হেঁটে হেঁটে পালিয়ে পালিয়ে পায়ের গুলিদুটো দড়ির মত পাকিয়ে উঠেছে, দুটো দিন একটু বিশ্রাম পাওয়া যাবে। একটু নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে।

আস্তে আস্তে দরজার খিল তুলে দিলাম। দেশলাই জালতে সাহস হ'ল না, যদি ভাঙ্গা জানলা দিয়ে দেখা যায়। হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠলাম। কেউ কোথাও নেই। বহুদিন কেউ এখানে থাকে নি, চারদিক ধূলোয় ধূসর। আশ্চর্য হলাম ভেবে রেফিউজিরা কেন এটাকে দখল করে নি। বোধ হয় খুঁজে পায় নি। কোথাও কিচ্ছু নেই। একেবারে খালি বাড়ি।

দার্জ্জিলিং

চা

সুবোধ ব্রাদার্স

কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা—১২

কাঠের সিঁড়ি মাঝে মাঝে ক্যাঁচ কোঁচ করে ওঠে, তা ছাড়া চারদিক একেবারে নিঝুম। তিনতলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে ঘুরঘুটে অন্ধকার, জানলার খড়খড়ি সব এঁটে বন্ধ করা, একটুও আলো আসে না। সাহস করে দেশলাই জেলে সামনের বড় ঘরটাতে ঢুকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে বাইরে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি এল শুনতে পেলাম। পকেট থেকে মোমবাতির টুকরো বের করে জাললাম। মস্ত খালি ঘরে শুধু একটা বড় তক্তপোষ। বিশাল উঁচু ছাদ। কাঠের জানলাগুলো ভাল করে বন্ধ করা। মোমবাতিটা তক্তপোষের উপর নামিয়ে, গামছা দিয়ে তক্তপোষটা ভালো করে ঝেড়ে নিলাম।

তারপর পা দুখানি মেলে তার উপর বসে পড়লাম। সে যে কি আরাম সে আর আপনি কি বুঝবেন!

গামছায় বাঁধা পুঁটুলিটি খুলে ফেলে তক্তপোষের উপর গয়নাগুলো ঢেলে ফেললাম। মোমবাতির আলোতে সেগুলো চিকমিক করতে লাগল। এই আমার এত দুঃখের কারণ। এমন সময় পষ্ট শুনলাম পায়ের শব্দ! পুলিসের লোক? কি বলব বাবু, বুকটা এমন জোরে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল যে নিজের কানে সে শব্দ শুনতে পেলাম। সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে কে উঠে আসছে। সামনের

দরজায় আগল দিয়ে এসেছি। তবে কি পিছনে কোনও দরজা খোলা ছিল? সত্যি বলছি, যে উঠছে সে যে বাইরে থেকে নাও আসতে পারে একথা আমার একবারও মনে হয় নি।

কাঠ হয়ে বসে রইলাম। গয়নাগুলো লুকিয়ে ফেলতেও ভুলে গেলাম।

মত মুখখানি, টানা টানা চোখ দুটি হীরের মত জলজল করছে, চাঁপাফুলের মত হাত দিয়ে গায়ের উপর সাদা কাপড়-খানিকে জড়িয়ে ধরছে। বিধবা মনে হল। মাথায় সিঁদুর নেই, গায়ে গয়না নেই, খালি রূপ দিয়ে, ঘর আলো করে দাঁড়িয়ে রইল।

পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে তিনতলায় এসে পৌঁছল, তারপরই ঘরের দরজার সামনে তাকে দেখতে পেলাম। সে যে কীরকম রূপসী, আমি মুখ্যু মানুষ, কথায় বোঝাতে পারব না। এই এক হাঁটু কালো কোঁকড়া চুল, সাদা পদ্মফুলের

আমি তাকে দেখে একেবারে হাঁ ক'রে চেয়ে রইলাম, মুখে কথাটি সরল না। তা'র চোখ দু'খানি আমার কোলের কাছের গয়নার ঢিপির উপর পড়ল। অমনি তার মুখখানি ছলছলিয়ে উঠল, কাছে এসে আমাকে বললে

ফোন ঃ বড়বাজার ৬০৫২

কবিরাজ রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরত্নের

মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

১৪৪।১, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা—৫

স্বর্ণঘটিত

অমৃত সালসা

নীরোগ দেহ ও অটুট স্বাস্থ্য নির্ভর করে সতেজ ও বিশুদ্ধ রক্তের উপর। ভারতীয় ভেষজ সমন্বয়ে প্রস্তুত স্বর্ণঘটিত অমৃত সালসা আজ ৬০ বৎসর যাবৎ আধিব্যাধি প্রপীড়িত মানবসমাজের কল্যাণ করে এসেছে—হতাশ জীবনে আশার আলো ফুটিয়েছে।

রক্তদুষ্টি, রক্তহীনতা, বাতবেদনা ও যাবতীয় চর্ম্মরোগ ও দুর্ব্বলতার একমাত্র নির্ভরযোগ্য টনিক। মূল্য ১ শিশি—১।০ ৩ শিশি—৩।৵০।

মধুপর্ণা

মহিলাদের পরম বন্ধু। নানা প্রকার শারীরিক ধর্ম্মের অনিয়ম, হাত, পা, চক্ষুজ্বালা, রক্তাল্পতা, প্রসবের পর দুর্ব্বলতা ও সূতিকা আরোগ্য করিয়া সুস্থ মাতৃজীবন দান করে।

বিশুদ্ধ পদ্মমধু

চোখের ছানির ও চক্ষুরোগের মহৌষধ। প্রতি শিশি—১।০।

চ্যবন প্রাশ

প্রতি সের—২৲

প্রায় ৬০ বৎসর যাবৎ সুনামের সহিত পরিচালিত বৃহৎ
আয়ুর্বেবদীয় প্রতিষ্ঠান

"ওমা! এত গয়না কোথায় পেলে?" দু'খানি ফর্সা হাত বাড়িয়ে গোছা গোছা গয়না তুলে ধরে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল। "এর জন্য মানুষ খুন করে, পাপ করে, প্রাণ দেয়। ঈশ, এত গয়না কারো থাকতে পারে আমি জানতাম না। দেখি, দেখি, এ যেন চুনী পান্না গজমতি মনে হচ্ছে।"

আস্তে আস্তে দু'গাছা লম্বা মালা নিজের গলায় পরিয়ে দিল। দু'হাতে হাঙ্গরের মুখ দেওয়া বালা পরল, চুড় পরল, আঙুলে আংটি পরল। সেইখানে তক্তপোষের উপর হাঁটুগেড়ে ব'সে প'ড়ে গা ভরে গয়না পরল। আমার কেমন যেন দশার মত হ'ল কিচ্ছু বলতে পারলাম না। ভাবছিলাম যদি বাইরে থেকেই এল ত' ওর চুল কাপড় চোপড় ভেজে নি কেন?

তারপর আস্তে আস্তে যখন উঠে দাঁড়াল ঠিক যেন দুগ্গো ঠাকরুণ। আমায় বললে "একটি আয়না দিতে পার?" আমি মাথা নাড়লাম। "আয়না নেই? সে কি কথা! তবে আমি কোথায় আয়না পাব?" চারদিকে একবার তাকাল, তারপর দরজার দিকে চলল। তখন আমার চৈতন্য হল। ছুটে গেলাম তার পিছন পিছন "কোথায় যাচ্ছেন মা-ঠাকরুন আমার গয়না নিয়ে?" সেও ছুটে দরজা দিয়ে বেরোল, আমিও তার পিছন পিছন দৌড়লাম। সিঁড়ির মাথায় ধরে ফেলি আর কি। এমন সময় মাথা ফিরিয়ে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখল। মুখখানি যে কি হতাশায় ভরা! তারপর সেইখান থেকে সিঁড়ির নীচু রেলিংএর উপর দিয়ে এক লাফ দিল।

ফাউল? শা— তোমাকে মাটন বানিয়ে ছাড়ব।

নৈরাশ্যের
কারণ
নাই!
অসুস্থ লিভারের জন্যই এইরূপ
নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়।
বাইকোলেটস্ ব্যবহারে
সেই লিভার আবার
সজীব ও সতেজ
হইবে এবং পুনরায়
উৎসাহ,
স্ফূর্তি ও
সজীবতা
আনয়ন
করিবে।
BI-COLATES

বিশে দু' হাতে নিজের কান ঢেকে বল্‌ল, বাবু, সে পড়ার শব্দ এখনও আমার কানে লেগে আছে। তারপর সব যখন চুপ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে পুঁটলিটা বেঁধে মোমবাতি হাতে করে নীচে নামলাম। এখানে আর নয়, শেষে কি খুনের দায়ে পড়ব!

নীচে এসে দেখলাম চারদিকে গয়না-গুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে, সে মেয়েটির চিহ্নমাত্র নেই। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাগলের মত সব দকে চেয়ে দেখলাম, ধুলোর উপর আমার ছাড়া কারো পায়ের ছাপ পর্য্যন্ত নেই। এতক্ষণে আমার প্রাণে ভয় ঢুকল, আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। গয়না যেমন তেমন পড়ে রইল, কোনও রকমে দরজার আগল খুলে ছুটে জল ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বাবু, এই নিন বাকি গয়নাগুলো, আর আমাকে আরও চার পাঁচজন দুষ্টলোকের সঙ্গে এক ঘরে বন্ধ করে রাখুন।

খদ্দরের টুপি

কংগ্রেসীদের আসরে
যদি কখন যাস্ ওরে,
মাথায় যে নেই টিকি, সেটার
দিবি না আভাসও রে।

মাথাতে তোর কি আছে, নেই,
জানবে কেন অন্যে?
খদ্দরের ঐ টুপির সৃষ্টি
হ'ল ত সেই জন্যে।

—শ্রীসুধীর চৌধুরী

বিশে দু' হাতে নিজের কান ঢেকে বল্‌ল, বাবু, সে পড়ার শব্দ এখনও আমার কানে লেগে আছে। তারপর সব যখন চুপ হয়ে গেল, ধীরে ধীরে পুঁটলিটা বেঁধে মোমবাতি হাতে করে নীচে নামলাম। এখানে আর নয়, শেষে কি খুনের দায়ে পড়ব!

নীচে এসে দেখলাম চারদিকে গয়না-গুলো ছড়িয়ে পড়ে আছে, সে মেয়েটির চিহ্নমাত্র নেই। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাগলের মত সব দিকে চেয়ে দেখলাম, ধুলোর উপর আমার ছাড়া কারো পায়ের ছাপ পর্য্যন্ত নেই। এতক্ষণে আমার প্রাণে ভয় ঢুকল, আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। গয়না যেমন তেমন পড়ে রইল, কোনও রকমে দরজার আগল খুলে ছুটে জল ঝড়ের মধ্যে বেরিয়ে পড়লাম। বাবু, এই নিন বাকি গয়নাগুলো, আর আমাকে আরও চার পাঁচজন দুষ্টলোকের সঙ্গে এক ঘরে বন্ধ করে রাখুন।

খদ্দরের টুপি

কংগ্রেসীদের আসরে
যদি কখন যাস্ ওরে,
মাথায় যে নেই টিকি, সেটার
দিবি না আভাসও রে।

মাথাতে তোর কি আছে, নেই,
জানবে কেন অন্যে?
খদ্দরের ঐ টুপির সৃষ্টি
হ'ল ত সেই জন্যে।

—শ্রীসুধীর চৌধুরী

—তোমাকে কতবার বলেছিলাম গিন্নী চল হিন্দুস্থানের কোন জঙ্গলে চলে যাই। তাতো গেলে না। এখানে এসে ধরাও পড়লে। এখন নাও, ব্যাটারা মাংসগুলো নিজেদের খাবার জন্য রেখে হাড়গুলি আমাদের দিচ্ছে!

অ্যামেচার

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাঙাঠাকুরুন দত্তবাড়ির উঠানে পা দিয়ে হাঁকলেন—"কৈগো, কোথায় সব?"

খেয়েদেয়ে শীতের দ্বিপ্রাহরিক অবসর বিনোদন করছিল সবাই, কেউ ছাতের রৌদ্রে, কেউ ঘরের লেপের মধ্যে; তাড়াতাড়ি এসে পৌঁছুল। গিন্নি, পুত্রবধূ, মেয়েরা।

"রাঙাখুড়িমা যে! কবে এলে?"

"এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে রাঙা-ঠাকু'মা!"

"বেশ করেছ ফিরেছ বাপু; দু'বছর পরে কটাদিনের জন্যে যদি এলাম বাপের বাড়ি, ওমা, রাঙা-ঠাকুমাই নেই—ঠাকুর্দাকে নিয়ে তীর্থ করতে গেছেন!...ভাবছিলাম ফিরেই যাই তাহলে..."

"হ্যাঁ, এখানে রাঙা-ঠাকুর্দা আর সেখানে বর—আর কার সঙ্গে সম্বন্ধ দুনিয়ায়?"

—হাসি আরম্ভ হয়ে গেল, গিন্নি হাসিতেই মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন —"জল নিয়ে আসি, তীর্থ করে ফিরলেন

খুড়িমা ; বড় কম্বলটা বুকে বিছো রমা…”

রমা নতুন রসিকতা করতে শিখেছে, যেতে যেতে ঘুরে বললে, “আমাদের ভয়েই গেলেন রাঙা ঠাকু'মা—নিলে বুঝি কেড়ে !”

সরমা বললে—“মায়ের সামনে আর কি করে মুখ খুলতাম ? আমি কিন্তু সেখানেরটিক তোমার মতন আঁচলে বেঁধে ঘুরে নিয়ে বেড়াই না রাঙাঠা'কুমা, এই তো এসেছি দিব্যি ঝাড়া হাত পা ।”

“ওমা, তা কেউ আনে ! বুড়োয় সুবোয় লাঠালাঠি বেধে যেতো না !”

তিনজনে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল। বধূ মলিনা বললে—“মস্করা রাখো। তোমার তীর্থের গল্প বলো রাঙা ঠাকু'মা, কোথায় কোথায় গেলে, কীসব…”

রাঙাঠাকরুণ একেবারে গম্ভীর হয়ে

বিপজ্জনক ইনফ্লুয়েঞ্জা ও বুকের ব্যথা দূর করুন

নিম্নলিখিতক্ষেত্রে পেপস্ আশ্চর্য ফলপ্রদ বলে ডাক্তারেরা ব্যবস্থা দেন :

কাশি
সর্দি
ঠাণ্ডালাগা
গলা খুসখুস
ইনফ্লুয়েঞ্জা
ব্রঙ্কাইটিস
বা অন্যান্য বুক বা
ফুসফুসের অসুখ

PEPS

যত সহজ মনে করেন ইনফ্লুয়েঞ্জা তত সহজ নয়।

ইনফ্লুয়েঞ্জা হলে দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে পেপস্ খেতে আরম্ভ করুন—পেপস্ চুষে চুষে খেতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে পেপসের ভেষজ বাষ্প শ্বাসনালী দিয়ে সোজা আপনার ফুসফুসে গিয়ে বীজাণু ধ্বংস করে। পেপস্ গলার খুসখুসানি ও ব্যথায় আরাম আনে। গলার ভিতরের ফোলা সারিয়ে পেপস্ শ্বাস-প্রশ্বাস সরল করে। পেপস্ শ্বাসযন্ত্রকে সুস্থ ও সরল রাখে। পেপস্ বাস্তবিকই একটি আশ্চর্য ওষুধ।

গলা ও বুকের অসুখে বীজাণুনাশক পেপস্ খান।

Advt No FPY-2 Beng

গেলেন—"তীর্থ! তীর্থে যাবে ঐ সরী, বিবাগী হয়ে; কর্তা নেই ঘরে···"

"যাওনি! তবে?"

"বুড়োকে নিয়ে হনিমুন করে এলাম একটু।"

—অল্পতেও হেসে ঘাড়টা লুটিয়ে পড়ে, মোটা শরীর দুলে দুলে ওঠে; যারা কাছে থাকে তাদেরও না ছোঁয়াচ লেগে উপায় থাকেনা। ঝোকটা একটু কমলে গিন্নি এলেন, পা দুটো ধুইয়ে আঁচল দিয়ে মুছতে মুছতে বললেন—"রাঙা-খুড়িমা ছিলেনা, সত্যিই যেন ভালো লাগছিল না বাপু; তবু সরমাটা এয়েছে, নৈলে···"

"সরমার নিজেরই মনে সুখ নেই, এই যা···"

গিন্নি আবার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সরমা ঘাড় বেঁকিয়ে চোখ পাকিয়ে বললে "না, নেই! হোল আরম্ভ আবার!"

কম্বলের ওপর আড্ডা বসল। পান দোক্তা এল। সরমা বললে—"রোসো ঠাকুরমা, চিরুনিটা নিয়ে আসি, আমি বিনুনি করি, তুমি গল্প বলতে থাকো।"

"তাই আন্, কতদিন যে চুলের পাট হয়নি! বৃন্দাবনে গেলাম, মনে করলাম, রাধাবিনোদকে দিয়ে করিয়ে নিই তোয়াজ একটু, তা যা বুড়ো পাহারাদার সঙ্গে!"

রমা টিপ্পনি কাটলে—"আর রাধারাণী ছেড়ে কথা কইত!"

রাঙাঠাকুরুণ একবার চেয়ে নিয়ে বললেন—"ঠিক কথা, বলি হ্যাঁ বৌমা,

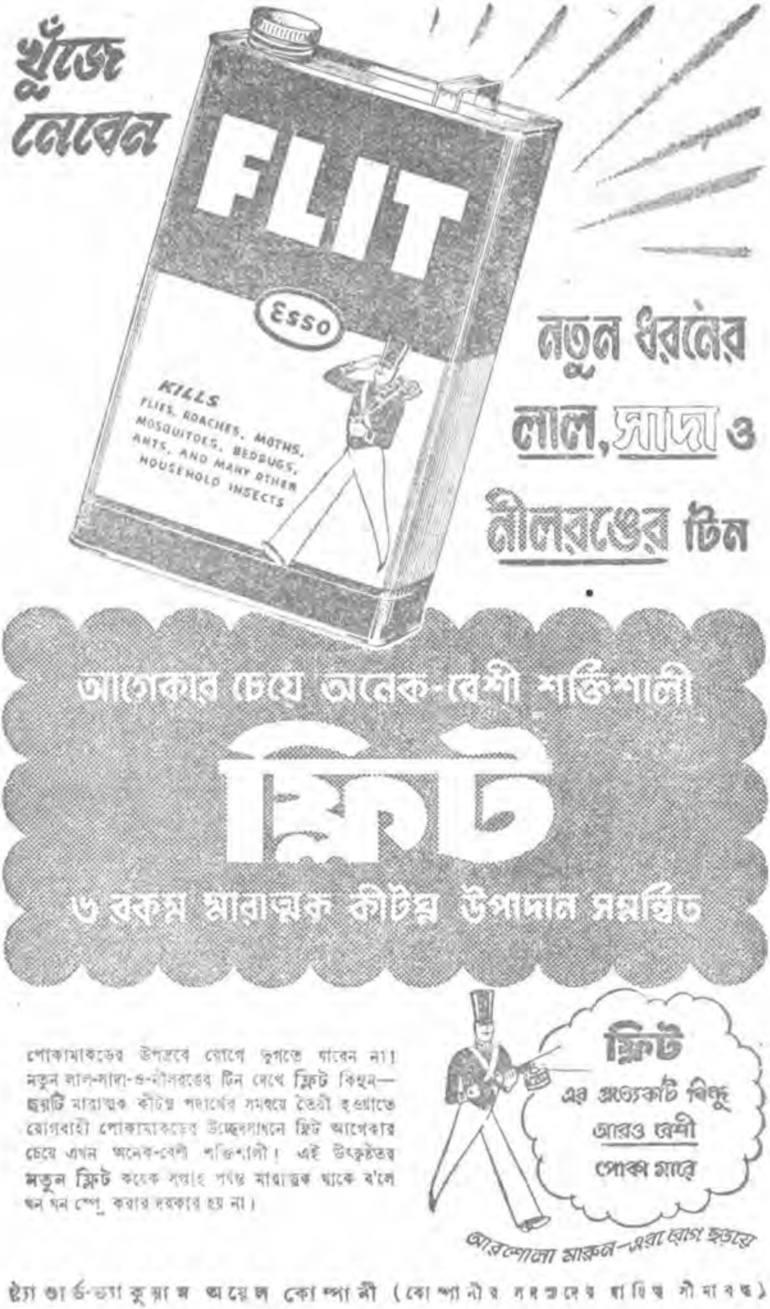

খুঁজে নেবেন
FLIT
ESSO
KILLS FLIES, ROACHES, MOTHS, MOSQUITOES, BEDBUGS, ANTS, AND MANY OTHER HOUSEHOLD INSECTS
নতুন ধরনের লাল, সাদা ও নীলরঙের টিন
আগেকার চেয়ে অনেক-বেশী শক্তিশালী
ফ্লিট
৬ রকম মারাত্মক কীটঘ্ন উপাদান সমন্বিত
পোকামাকড়ের উপদ্রবে রোগে ভুগতে পারেন না! নতুন লাল-সাদা-ও-নীলরঙের টিন দেখে ফ্লিট কিনুন—ছয়টি মারাত্মক কীটঘ্ন পদার্থের সমন্বয়ে তৈরী হওয়াতে রোগবাহী পোকামাকড়ের উচ্ছেদসাধনে ফ্লিট আগেকার চেয়ে এখন অনেক-বেশী শক্তিশালী! এই উৎকৃষ্টতর নতুন ফ্লিট কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত মারাত্মক থাকে ব'লে ঘন ঘন স্প্রে করার দরকার হয় না।
ফ্লিট
এর প্রত্যেকটি বিন্দু
আরও বেশী
পোকা মারে
আরশোলা মারুন—এরা রোগ ছড়ায়
ষ্ট্যাণ্ডার্ড-ভ্যাকুয়াম অয়েল কোম্পানী (কোম্পানীর সদস্যদের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ)

মোহমুদ্গর
(জটিল সংস্করণ)
শ্রীশৈল চক্রবর্তী
পত্নী প্রেমে কন্টকিত আমি —— ডবল সেট গয়না কোথায় পাই ?!
সাধুর কাছে ধনরত্ন তুচ্ছ! এইত, যে কোন জিনিষকে ডবল করতে পারি আমি ; দাও দেখি একটা টাকা!
যোগবলে কি না হয়? এই দেখ দুটো টাকা হয়ে গেল!
বড় মজা!! আচ্ছা, দেখিতো সাধুবাবা, এই দশ টাকার নোট ডবল করতো!
অং বং অং অং বং
এই নাও, দুখানা দশ টাকার নোট!

টাকার প্রয়োজন আমার নেই! তোমার যদি বাসনা থাকে, তাহলে **সোনা দানা** যা তোমার আছে, সব নিয়ে এস! আর একটা কথা — বার বার এই ক্রিয়া করা সম্ভব নয়!
স্ত্রীর গয়নার বাক্সগুলো সব হাজির করি — **লাগে যদি একটা দাও, সেন্ট পার সেন্ট!** মা কালি, একটু মুখ তুলে চা মা!
কিন্তু, পালাবার পথ বন্ধ করে রাখি। আমিও **পাকা লোক** বাবা! ওদের ভেল্কি বুঝি!
অং বং
কং
অং
সহজে হবে না! বড় হুঁসিয়ার··· সবুজ ধোঁওয়া চাই!

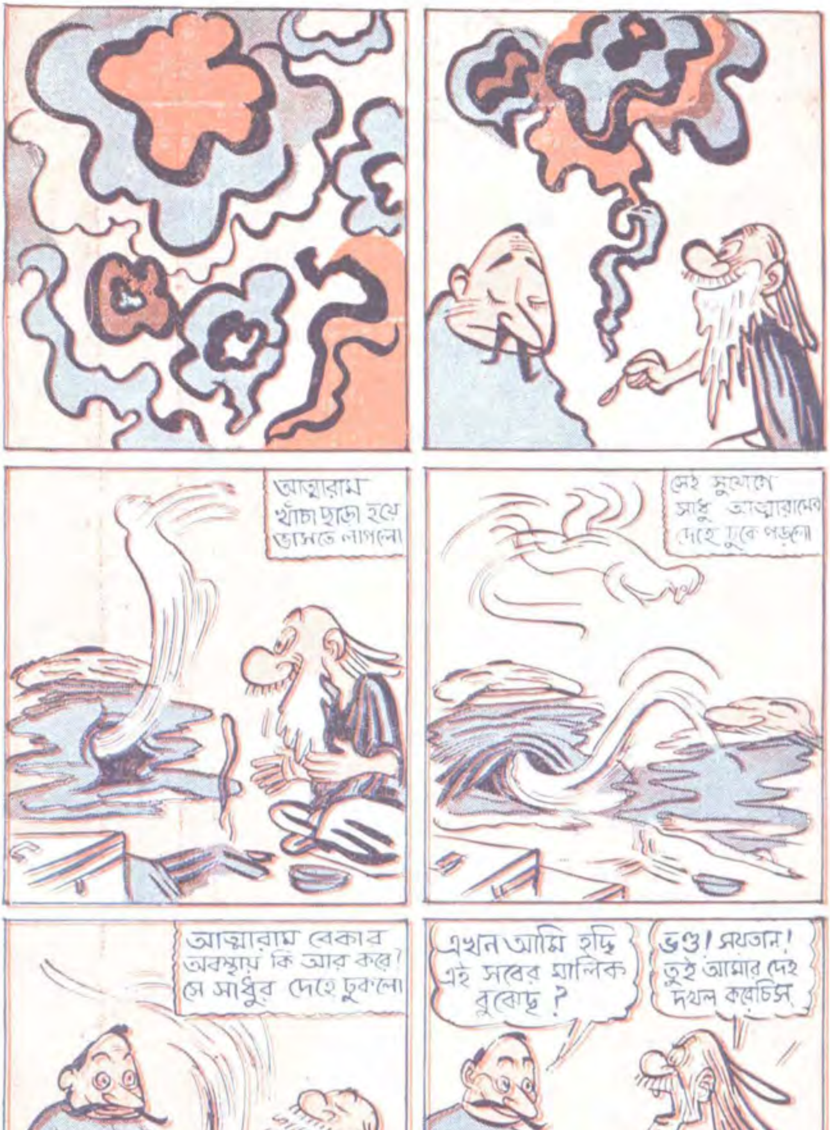
আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হয়ে ভাসতে লাগলো।
সেই সুযোগে সাধু আত্মারামের দেহে ঢুকে পড়লো।
আত্মারাম বেকার অবস্থায় কি আর করে! সে সাধুর দেহে ঢুকলো।
এখন আমি হচ্ছি এই সবের মালিক বুঝেছ ?
ভণ্ড! সয়তান! তুই আমার দেহ দখল করেছিস

ডমরু চরিতের ছায়া অবলম্বনে

মেয়ের বিয়ের কি করছ ? এখন মিষ্টি মিষ্টি বুলিগুলো এই বুড়ির ওপরই যদি খরচ হয়ে যায়...”

রমা হুড়হুড় করে ছুটে ছাতের ওপর চলে গেল। হাসির মধ্যেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে রাঙাঠাকরুণ বললেন, “দেখো ! মনে পড়ে গেল, রমা ঘাটালে তাই তো, বিমল নাকি বিয়ে করতে চাইছে না ! সে কি রকম কথা !”

গিন্নিই উত্তর করলেন “সে দুঃখের কথা আর বোল না খুড়িমা। ঠিক সে চাইছে না তা নয়, মেয়েই পছন্দ হচ্ছে না। কী যে হয়েছে, কত মেয়ে দেখা হোল, এক-সে-এক সুন্দরী—দেনা পা ও না র কথাও ভাবছিনা, কিন্তু...”

সরমা মুখটি ঘুরিয়ে সামনে এনে বললে “চ ম ৎ কা র চমৎকার মেয়ে সব রাঙাঠাকুরমা, ফটোগুলো প্রায় সবই রয়েছে এখনও—”

মলিনা বললে “বিধু ঘটকিনী হার মানলে, তখন বাবা মাঝের পাড়ার যদু ঘটককে লাগালেন। বেটাছেলে, ঘোরে বেশি, হাতে অনেক পাত্রী। তা সত্যি আছে পাত্রী অনেক, এটা পছন্দ হচ্ছে না তো সঙ্গে সঙ্গে আর একটা দেখাচ্ছে, সেটা নয় তো সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা—আরও ভালো—ফটো আ না চ্ছে, বাবা দেখে আসছেন—এক মুখে প্রশংসা ধরে না—তারপর ঠাকুরপো যাচ্ছে...”

গিন্নি বললেন—“হাঁড়িপানা মুখ করে বাড়ি ঢুকছে।...কী রে ?...না, বৌদিকে বলব।”

মলিনা বললে—“কী যে বলে তারও তো হ দি স পাই না রাঙাঠাকুমা... আদর্শের সঙ্গে মিলছে না। তোমার আর্শটা কি ? না, সে দেখলে বুঝতেই পারব আমি। বলি এদের, বাবা যদু ঘটককে আবার ডাকান—য দু ঘ ট ক মোশড়ায় না, বলে—আমি হচ্ছি...কি কথাটা ঠাকুরঝি—পেশাদারের ইংরাজীটা ? ওর আবার এক আধটা ইংরিজী বুকনি ছাড়া অবোধ তো...”

রাঙাঠাকরুণ বললেন- "ওর চেয়ে আমি কম জানিনা—নাতি আর নাৎবৌ বেঁচে থাক আমার—পেশাদার হোল প্রফেসার, আর পেশাদার নয় সে হোল আরমচেয়ার..."

সরমা পেছন থেকে মুখ টিপে বললে "প্রফেশন্যাল্ আর অ্যামেচার।"

"ঐ হোল, তোকে আর খোদার ওপর খোদকারি করতে হবে না। তা পাঠিয়ে দে তোর প্রফেসারকে আমার কাছে শিখে যাক। ঐ করে ও ঐ ছেলের বিয়ে দেবে? ও যত আবদার ধরবে তত ওকে ঠেলে মটকায় তুলতে হবে? আবদারের অন্ত আছে নাকি বেটাছেলেদের? কৈ, নিয়ে আয় দিকিন ফটোগুলো একবার দেখি।"

মল্লিনা গিয়ে নিয়ে এল। সাতখানি ফটো। পেছনে কোণের কাছে এক দুই নম্বর দিয়ে রাখা সাত পর্যন্ত। প্রত্যেকটিই সুন্দর তবু মিলিয়ে দেখলে সত্যিই মনে হয় আগের চেয়ে পরেরটি যেন আরও নিখুৎ। কয়েকবার উলটে পালটে দেখলেন রাঙাঠাকরুণ, তারপর প্রশ্ন করলেন "তা তোদের কোনটে পছন্দ?"

"তোমার কোনটে রাঙা খুড়ি?... আবার তাও বলি—পছন্দ হয়েই বা কি হবে বলো..."

"সে পরের কথা, তবু বল্ না।"

"তোমার কোনটে?"

"তোরা আনবি বউ..."

—আপনারাও গগল্‌স্‌ চোখে দিয়ে হাত দেখতে সুরু করে দিলেন ?
—কি করব বলুন ? আপনারে দঅন্ধকার ভবিষ্যত দেখতে দেখতে-
অন্ধকারটা গা সওয়া হয়ে গেছে।

"তোমার নাৎবৌ, আরও আদরের···"

রাঙাঠাকরুণ একটু হাসলেন, আর কিছু বললেন না; তারপর আর একবার ভালো করে দেখে শুনে দুই থেকে নিয়ে সাত পর্যন্ত সমস্তগুলি আলাদা করে রাখলেন; ওরা সবাই নিঃশ্বাস বন্ধ করে রয়েছে।

মলিনার দিকে চেয়ে ব ল লে ন— "এগুলো বড্ড সুন্দর, গাঁয়ে এলে তোদের রাঙাঠাকুরমার দেমাক যাবে; হিংসে হয় না ? যদি করলিই জিজ্ঞেস তো— আমার পছন্দ এইটি—এক নম্বর।"

তিনজনেই একবার একটু বিস্মিত-ভাবে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে একসঙ্গে বলে উঠল—আ মা দে র ও তাই সত্যি বলছি···"

"কারণটাও তাহলে বলি, মিলিয়ে দেখ—কারুর দেমাক ধরেনা, কারুর ইস্‌টাইলে অন্ধকার দেখিয়ে দিচ্ছে··· একজনকে তো বাপু কোনদিন "রূপালী পর্দ্দায়" না দেখে বসলে বাঁচি···দেখ, শুধু ইংরিজীই জানিনা, বাংলারও বটা দেখ!"

সরমা কাঁচা-পাকা চুলে চিরুনির টান দিতে দিতে বললে—"এখন আসল ঘটার ব্যবস্থা করতে পার তবে তো বুঝি। ঘটক মশাই বলছেন তো যদি হারি তো নাক কেটে পাঁশ গাদায় ফেলব; কিন্তু···"

"আলাস নি সরী! বৌমা রয়েছেন, আমার আর মুখ খোলাস নি। আজ চল্লিশ বছর একটা ঐরকম জাদরেল পুরুষ মানুষের নাকে দড়ি দিয়ে···"

"ঐ রে, রেড়ালটা বুঝি রান্নাঘরে

পূজা-মাঙ্গলিক

সব চাইতে আজকের দিনে সকলের অন্তর ছাপিয়ে উঠছে কাউকে কিছু দেওয়ার আনন্দ। সকল দেওয়ার শ্রেষ্ঠ দেওয়া,— শত্রুকে ক্ষমা, প্রতিপক্ষকে সহিষ্ণুতা, বন্ধুকে হৃদয়ের প্রীতি, সন্তানকে সদ্দৃষ্টান্ত, পিতাকে শ্রদ্ধা, মাতাকে সন্তানের চরিত্র-গৌরব, নিজেকে সম্মান এবং মানুষ মাত্রকেই ভালবাসা,— আর প্রিয়পরিজনকে পূজার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপহার হিন্দুস্থানের বীমাপত্র।

দানের আনন্দ একান্তভাবেই আপনার, আর আপনাকে সেবা করবার আনন্দ আমাদের

হিন্দুস্থান

কো-অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স
সোসাইটি, লিমিটেড,
৪নং, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা

ঢুকল !"—বলে গিন্নি মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন।

"—জাদরেল পুরুষ মানুষের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরালুম, আর ঐ এক ফোঁটা ছেলে পার পেয়ে যাবে ; গেছি আর কি। আর···বউমা কোথায় গেলে, শোন'। কেস্ এবার আরম্‌চেয়ারের হাতে এল ; যেমন বলে যাব ঠিক সেইরকম করে যেতে হবে। বরং যদু ঘটককে দেবে আমার কাছে পাঠিয়ে, বলবে নাক যদি কাটতে হয় তো আমার কাছে এসে কাটাক। ···শুধু বাছাবাছা মেয়ে দেখালেই বিয়ে দেওয়া হয়ে গেল ! কিনা আমি হলাম প্রফেসার !"

মল্লিনা প্রশ্ন করলে—"ঠাকুরপোকেও নয় পাঠিয়ে দোব রাঙাঠাকুমা ! বুঝিয়ে সুজিয়ে···তোমার কথায় যদি···"

"খবরদার ! ঘুণাক্ষরেও যেন টের না পায় রাঙাঠাকুমা নেমেছে এর মধ্যে।··· একটা কথা, ঝোক আছে তো বিয়ের দিকে ?"

সরমা মুখটা সামনে নিয়ে এল, চোখ দু'টো বড় বড় করে বললে—"ক্রমাগত কবিতা লিখছে ঠাকুমা, হাতে কলম, আকাশের দিকে চোখ···"

"কি বলছে তাতে খোঁজ রাখিস ?"

"দেখতে দেয় নাকি ?"

মল্লিনা বললে—"একটা, খালি একটা পাৎলা কাগজে ছেপে বেরিয়েছে, হঠাৎ চোখে পড়ে গেছল···তা···সে···" চোখ নামিয়ে নিলে।

রাঙাঠাকুরুণ বললেন—"বৌমা, তুমি

নিজের হাতে ছুটী পান সেজে আনো বাছা। সখী সেজেছে বুঝি ? বদ অভ্যেস হয়ে গেছে—শৈলেনকে সেখানে ঘাসপাতা যা দেবে তাইতেই তো সন্তুষ্ট…”

— গিন্নি ততক্ষণে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

যদু ঘটক ভাটপাড়ার একটি মেয়ের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিল। কর্তা দেখে এসেছেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ওঁর সবার বেলাই, ফটো ছিল না, আনতে পারেন নি

বিমল দেখে এসে সোজা খট খট করে ওপরে নিজের ঘরে চলে গেল।

লিণ্ডন কেমিক্যাল
ইণ্ডাষ্ট্রীস লিঃ
পি-১৫।১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার,
কলিকাতা—১

সবাই আড়চোখে চেয়ে দেখলে। এবার মুখের ভাবটা একটু অন্য রকম। যারা বোঝে তারা ঐটুকুর মধ্যেই বুঝে নিলে আগেকার মতো সেরকম নিরাশার এলানো ভাব নয়; মুখটা বেশ কঠিন।…গিন্নি মনের আশঙ্কাটা ব্যক্ত করেও ফেললেন—“উল্টো ফল হবে না তো বৌমা ?”

মল্লিনা একটু শুষ্ক কণ্ঠেই বললে—“রাঙা-ঠাকু'মা কিন্তু বড্ড ঘাঘি মেয়েছেলে মা।”

“দেখো, কি বলে।” একটু সন্দিগ্ধ কণ্ঠেই টেনে টেনে বললেন কর্তা।

হাতপা ধুয়ে একটু জিরুবার সময় দিয়ে মল্লিনা চা আর জলখাবারের প্লেট নিয়ে উপস্থিত হোল

“এটি কেমন ঠাকুরপো ? তোর পছন্দ ? আমরা আবার ফটোও দেখিনি ”

“আট নম্বর একেবারে।”

“সেতো নম্বর হিসেবে; আমি চেহারার দিক দিয়ে জিজ্ঞেস করছি।”

“চেহারার কথাই বলছি আমি। পাঁচের চেয়ে ছয়, তারপর ছ'য়ের চেয়ে সাত সেরা ছিল তো—তোমাদের হিসেবে, এ সে হিসেবেই আট পৃথিবী ছেড়ে এবার আকাশ ধরেছে তোমাদের ঘটক—এ হচ্ছে মেনকা, কি রম্ভা।”

“তা'হলে ?”

“তা'হলে আর কি ? এত বুদ্ধি সব এটুকুও বুঝতে পারলে না ? নম্বরের সঙ্গে মিলিয়ে নাও না।”

বেশ রাগ। খাবার ক'টা খাওয়াতে দিব্যি বেগ পেতে হোল। মল্লিনা এসে

শাশুড়ীর কাছে রিপোর্ট দিলে—"নাঃ, অষ্টরম্ভা হ'য়ে গেল।"

একটু হাসবার চেষ্টা করলে, কিন্তু দুশ্চিন্তাই ঘেরে বসল সব ক'জনকে।

মাঝের পাড়ায় আবার খবর পাঠানো হোল। দু'দিন পরে যদু ঘটক এসে খুব হাঁকডাক করে গেল—এবার যা মেয়ে দেখাবে, যদি পছন্দ না হয় তো ঘটকালি পেশাই ছেড়ে দেবে।

পরের দিনই সম্বন্ধটা নিয়ে এল। বৈদ্যবাটির মেয়ে, একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে দেখে আসতে হবে; কেষ্টনগরে মামার বাড়ি চলে যাবে, সেখানে আবার এক পাত্রপক্ষ থেকে দেখতে চাইছে; সুন্দরী মেয়ে বেশ একটু টানাটানি পড়ে গেল।

সময় অল্প বলে কর্তা আর গেলেন না। বিমল দেখে এসে সেইরকম গটগট করে ওপরে চলে গেল। মাথাটা গোঁজা, খটা মনে হোল আরও অন্ধকার।

মল্লিনা এক সময় ভয়ে ভয়ে গিয়ে উপস্থিত হোল।...খুব চমৎকার মেয়ে, কেষ্টনগরের পুতুলটি; কিন্তু সাজানোই থাকুন মামার বাড়ির আলমারিতে।

তৃতীয় চতুর্থ পর্যন্ত এইভাবেই চলল, তবে ক্রমেই বেড়ে চলল! সত্যিই দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিমল যখন বাড়ি থাকে না, রাঙাঠাকরুণকে ডেকে পাঠানো হয়। সবটা শোনেন, ঘাড় উল্‌টে উল্‌টে দোক্তা খান আর হাসেন, বলেন—"ঠিক আছে, শুধু পদ্য লিখছে কিনা সেইটে তোরা দেখবি।

চলে নাগরী কাঁখে গাগরী....

যদি বিয়ে একেবারেই করব না বলে বেঁকে বসে তখন আমার আমায় পেস্‌কিপসন বদলাতে হবে।"

তা লিখছে বিমল। সেদিকে একেবারেই কামাই নেই, বরং বেড়েছেই। তবে একেবারেই আত্মগত। সেই কাগজটাও তার আসেনি।

যাবার সময় রাঙাঠাকরুণ যদু ঘটককে একবার পাঠিয়ে দিতে বলে গেলেন।

পঞ্চম পাত্রীটি খুজে বের করতে একটু বিলম্ব হোল। যদু ঘটক প্রায়

অস্বস্তিকর
দিনগুলি...
সারিডন বিশ্ববিখ্যাত বেদনানাশক ঔষুধ। আপনার সেই অস্বস্তি ও যন্ত্রণা-ভরা দিন কয়টিতে, অথবা মাথাধরা কি গায়ে ব্যথায় যখন শান্তি পেতে চান, সারিডন আপনাকে আশ্চর্য আরাম দেবে। ১০ ট্যাবলেটের ছোট্ট টিউবে সারিডন পাওয়া যায়। আজই সারিডন কিনুন এবং হাত ব্যাগে সব সময়ের জন্য রেখে দিন।
10 Saridon
BRAND ANALGESIC TABLETS
'রুচি'
সারিডন ব্যথা দূর করে

রোজই এসে দস্তু করে যাচ্ছে, বিমলের ঘর থেকে শোনা যায়,—যাতে যায় শোনা এমনই জোর গলায় করাও দস্তু; কিন্তু একথা বেশ স্পষ্টই হ'য়ে আসছে যে গলা চড়া হলেও সুর আসছে নেমে। তবু পাত্রীটি যখন পাওয়া গেল ভালোই পাওয়া গেল ; অন্তত ফটোতে তাই মনে হয়।

কর্তা আর যান না। বাড়ির মধ্যে যে কূটনীতি চলছে রাণ্ঠাকরুণের নেতৃত্বে তার বাইরে বলে সব না জানায় বেশ একটু বিরক্তও হয়ে উঠেছেন ; নিতান্তই থাকতে হয় তাই রয়েছেন বিয়ের কথায়।

বিমল এবার দেখে যে ফিরে এল একেবারে অন্তরকম। রাগের ভাবটা একটু যে না রয়েছে এমন নয়, সেই নৈরাশ্যটাও, কিন্তু তার সঙ্গে এবার যেন একটা আতঙ্ক মেশানো রয়েছে। যেন কী একটা নূতন আবিষ্কার করেছে।

ফল জানাই, প্রত্যেকবারে প্রথম ঝোঁকটা মল্লিনাকেই সামলাতে হচ্ছে,

এবার আবার ভাব গতিকটা অন্যরকম দেখে নিজে আর সাহস করলে না যেতে, সরমাকে চা জলখাবার নিয়ে পাঠিয়ে দিলে।

বিছানায় শুয়ে ছিল বিমল, বললে—"রেখে দে টেবিলে, বৌদি কোথায় ?"

"পান সাজছেন।" বানিয়েই বললে সরমা।

"তাঁকে পাঠিয়ে দে।"

মলিনা এসে প্রশ্ন করলে—"সেই তোমার নম্বর দেওয়া ফটোগুলো আছে ?"

"আছে। কেন বলতো ?"

বিমল বেশ রেগেই উঠে বসল বিছানার ওপর।

"একি ব্যাপার বলো দিকিন! ওর হাতে যদি তেমন সন্ধান না থাকে, বলতে কি ? এই যে যোগাচ্ছে আমায়—একটার পর একটা, ওগুলোতে যেমন একটু একটু করে খুৎ কমছিল, এগুলোতে কি ঠিক তার উল্টো! প্রথমটা কালো তার ওপর খাঁদা, তার পরেরটা আরও কালো, আরও খাঁদা; তার পরেরটা রংটা যদিক একটু মাজা হোল, নাকটা আরও খাঁদা —ভেবে দেখো, এই করে করে যদি বেড়েই যায়..."

"মানে, কমে যায়..."

"তোমার বোধ হয় ঠাট্টা বোধ হচ্ছে!"

ঠাট্টাই বেরোয় এমন অবস্থায় তবু মলিনা সামলে নিলে নিজেকে, বললে—"এই দেখো!...বেশ, আমি চুপ করলাম।"

"ওর হাতে না থাকে, ছেড়ে দিলেই পারে, এ তঞ্চকতার দরকার কি ? সবচেয়ে তঞ্চকত—এই যে ফটো সেটা এ মেয়ের ফটোই নয়।"

"সে কি!"

"একেবারে তাই। না বিশ্বাস হয় বাবাকে দেখে আসতে বলো নিজের

চোখে। ওর না সন্ধানে থাকে ছেড়ে দিক; দেশে পাত্রী নেই, না ঘটক নেই ?"

ঘটক আছে বৈকি, তবে পাত্রী নেই, সেই কথাই যদু ঘটক এসে আপশোষ করে বলতে লাগল যখন তাকে ডেকে পাঠানো হোল। খুব দুঃখ করেই কাঁদুনি গাইতে লাগল—বংশগত পেশা, ছেড়ে দোব বললেই তো ছেড়ে দেওয়া যায় না, খাবে কি ? সত্যিই আর ভালো মেয়ে নেই, নৈলে ফটো এক দেখিয়ে মেয়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে ! ঐ ক'টি ভালো মেয়ে ছিল ; এখন যত ঘাঁটা যাচ্ছে ততই যেন গাৎ বেরিয়ে আসছে নিচে থেকে। দিব্যি করেছিল সত্যি, কিন্তু নিজের নাক কেটে করেই বা কি ? খাঁদা মেয়ের তো তাতে উপকার নেই কিছু।

কাঁদুনি গাওয়া জোর গলায় চলে না ; তবে বিমলের কানে গেল প্রত্যেকটি কথা ; নেমে এসে পাশের ঘরে বসে বই পড়ছিল।

রাঙাঠাকরুণ এসে সব শুনলেন, বললেন—"ঠিক আছে, ঘটককে পাঠিয়ে দিবি, পেসকিপশনটা আবার বদলাতে হবে একটু।"

মেয়েদেখার পাট উঠে গেছে। বাড়িতেও যেন সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন ; যদু ঘটকও আসে না। আজকাল ঐ খানসাতেক ফটো নিয়ে নাড়াছাড়া করছে বিমল। দিনতিনেক পরে কতকটা যেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই মল্লিনা ওকে বললে—"তোমাদের সাতনম্বরের কথা ভাবছিলাম—না হয় দেখবে ? জানি, তোমাদের জিদই থাকবে শেষ পর্যন্ত, পছন্দ অপছন্দের কথা তো আর রইল না…"

রাজি হওয়াতে—নিমরাজি বলাই

সাবধান—নকল হইতেছে।
সোলিং এজেন্ট—লিটন এণ্ড কোং, কলিকাতা-১৩

পূজার

অভিনন্দন

এই পূজার দিনে আমাদের

শুভানুধ্যায়ীরা স্ব বাসে বা

প্রবাসে যে যেখানেই থাকুন

আমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা

পাঠাই তাঁদের উদ্দেশে

ইস্টার্ণ রেলওয়ে

আঞ্চলিক জনসম্পর্ক অফিসার
কর্তৃক প্রচারিত

—আশুদা আর শ্যামলী লুকোচুরি খেলতে খেলতে কোথায় লুকোলরে ?—বড্ড দেরী হচ্ছে না ?

ভালো—বাড়িতে একটু সাড়াই পড়ে গেল বেশ। ডেকে পাঠানো হোল যদু ঘটককে। যদু ঘটকের উৎসাহ গেল আর সবাইয়ের উৎসাহকে ছাড়িয়ে। একটু দূরের পাল্লা, সেই দিনই বেরিয়ে গেল ঠিকঠাক করে আসতে।

দুদিন পরে একেবারে মনমরা হয়ে ফিরে এল।…সে মেয়ের বিয়ের ঠিকঠাক হয়ে গেছে, সামনের ফাল্গুনেই; পড়ে থাকে কখনও ? —লাখের মধ্যে একখানা মেয়ে !

শুকনো মুখে যতটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফোটানো যায় ততটা ফুটিয়ে বিমল বললে —"নিশ্চিন্দি !…ঐ একটা ছিল একটু তবু চলনসই।"

সকাল বেলা পাওয়া খবরটা। বিকেল বেলা মল্লিনাকে ডেকে প্রশ্ন করলে—"তোমাদের তো ছ' নম্বরও পছন্দ।"

"দেখতে বলব ?"

"আমায় জিগ্যেস করাই বৃথা, তোমাদের খুশি।"

যদু ঘটক ছুটল। এসে খবর দিলে —এ মেয়ের বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে মাঘেই; পড়ে থাকে কখনও ? এবার লগ্নও জোর। আবার ভালো মেয়ে পেতে বছর তিন চার,—যেগুলি ছোট, এখনও ফ্রক পরছে, সেগুলি ডাগর হয়ে উঠলে।

খবরটা পেলে বিকেলে বিমল। আর দেরী করলে না, গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল, ঢোক গিলে ভিজিয়ে নিতে যা একটু দেরী হয়ে গেল, বললে—"তোমাদের দয়ে মজাবে ঘটক, বৌদি, আমার কথা ছেড়ে দাও, মানুষের মধ্যেই নয়, তোমাদের তো এক থেকে নিয়ে সাত পর্যন্ত সবগুলিই

ছিল পছন্দ। পাঠাও না হয় ঘটককে, কোন্‌টে আছে টেকে এখনও এক বোকেই দেখে আসুক এবার,—আমায় জিগেস করলে বলতাম বিয়ের পাটই তুলে দিতে, তা তো হবে না—অষ্টপ্রহর তোমাদের ঘ্যানর ঘ্যানর…"

মন্থু ঘটক আবার ছুটল।

* * *

দুপুরে চারজনে বসেছে আবার, পান দোক্তা চলছে, সরমা চুল আঁচড়াচ্ছে রাঙা ঠাকরুণের। চুলের গোছা এক একবার আলগা হয়ে যাচ্ছে, হাসিতে মাথাটা লুটিয়ে পড়ছে পেছন দিকে। একটা পান আর একটা দোক্তার টিপ মুখে ফেলে দিয়ে বললেন—"আস্পদ্দা, হবে না পছন্দ মেয়ে! ডানাকাটা পরী চাই সবার, —খেঁদী বুচিগুলো তো মানুষ নয়!"

মলিনা বলল—"এক নম্বর ফটোটা তো খেঁদাও নয়, বোঁচাও নয় রাঙাঠাকুমা —না হয় ছ'সাত নম্বরের মতন অত…"

"কিন্তু তাকেই বা পাচ্ছে কোথায়—যা লগনসাই পড়েছে এবার…ঘটক এলেই টের পাবে।"—হাসি চলেছে সেইরকম।

সরমা পেছন থেকে মুখটা একবার ঘুরিয়ে নিয়ে এল; ব্যাকুলভাবে বলছে— "ও রাঙাঠাকুমা, অমন অলুক্ষুণে কথা বোল না…তোমারও তো পছন্দ ঐ মেয়েটি …এটাও বাদ পড়লে দাদা ঐ খেঁদিদের দিকেই ঝুঁকবে—না ঠাকুমা, তোমার পায়ে পড়ি।"—রীতিমত কেঁদিয়ে পড়ল।

—তা ভায়া পূজোর বাজারে 'লাউড-স্পীকারের' কল্যাণে, তুলোর ব্যবসাটা ভালই চলছে।

রাঙাঠাকরুণ হাসিতে দুলে দুলে উঠতে লাগলেন, বললেন—"একটু আরও খেলিয়ে তুলতে দিবি নি? ইচ্ছে ছিল নতুন পেসকিপশনের পাঁচ নম্বরের কথা পর্যন্ত পাড়াতাম বাছাধনের মুখ দিয়ে।"

মলিনা বললে—"তা তুমি পার রাঙা ঠাকুমা, কিন্তু রোগ যখন সেরেছেই, আর প্রেসক্রিপশন কেন? বলে পাঠাচ্ছি, ঘটক ঠাকুর এখানে আসবার আগে যেন তোমার সঙ্গে দেখা করে তবে আসেন।"

বাকি তিনটে সম্বন্ধের খবর নিয়ে আসতে পুরো দুটো দিন লাগল যদু ঘটকের। তৃতীয় দিন বিকেলে এসে খবর দিলে বাকি আছে শুধু এক নম্বর মেয়েটি, তাও তরশু সকালেই তাকে দেখতে আসছে পাটনা থেকে। তাড়াতাড়ি ঠিক করে টেলিগ্রাম করে দিতে হবে নৈলে এও গেল।

বিমল ওপরেই ছিল, বই পড়ছিল একটা। রমাকে ডেকে হাতে একখানা টেলিগ্রামের ফর্ম দিয়ে বললে—"দেখতো, মনে হোল কে যেন চাইচে নিচে, দিয়ে আয় এটা শীগগির।"

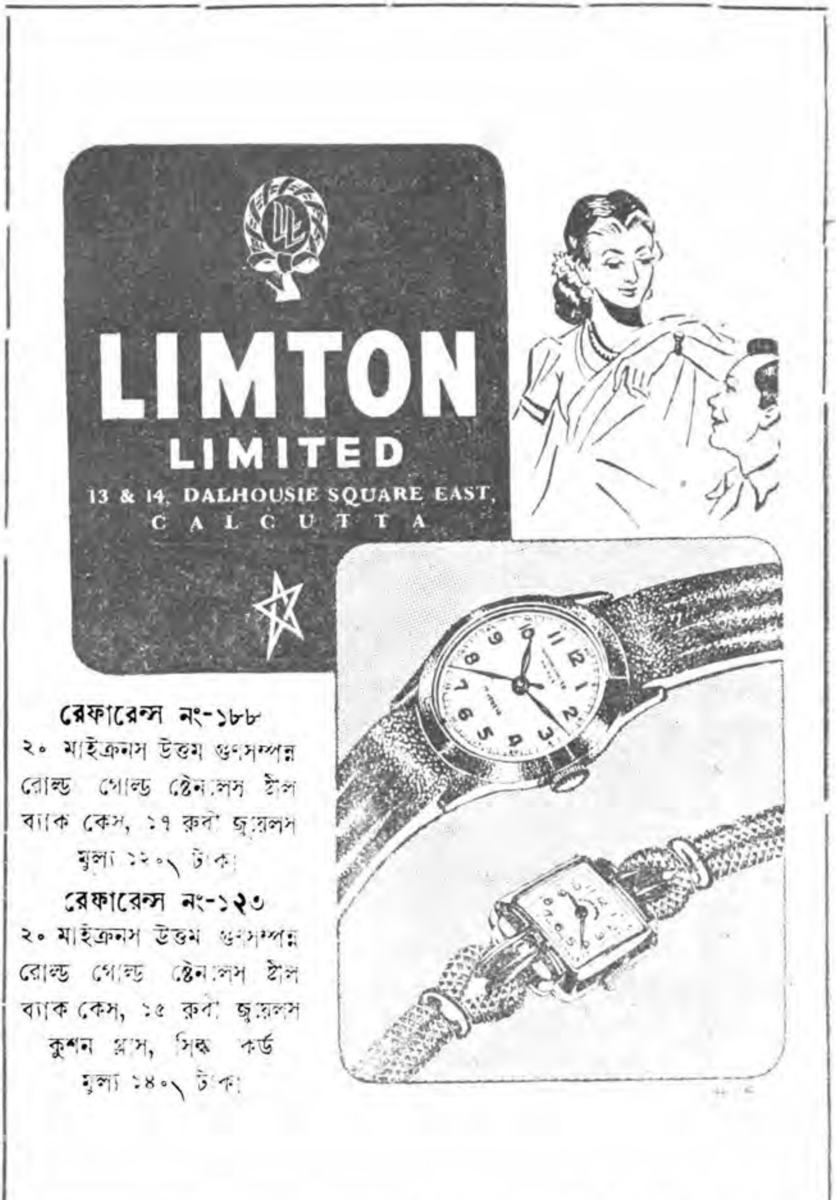

LIMTON
LIMITED
13 & 14, DALHOUSIE SQUARE EAST,
CALCUTTA
রেফারেন্স নং-১৮৮
২০ মাইক্রনস উত্তম গুণসম্পন্ন রোল্ড গোল্ড ষ্টেনলেস ষ্টীল ব্যাক কেস, ১৭ রুবী জুয়েলস
মূল্য ১২০৲ টাকা
রেফারেন্স নং-১২৩
২০ মাইক্রনস উত্তম গুণসম্পন্ন রোল্ড গোল্ড ষ্টেনলেস ষ্টীল ব্যাক কেস, ১৫ রুবী জুয়েলস কুশন গ্লাস, সিল্ক কর্ড
মূল্য ১৪০৲ টাকা

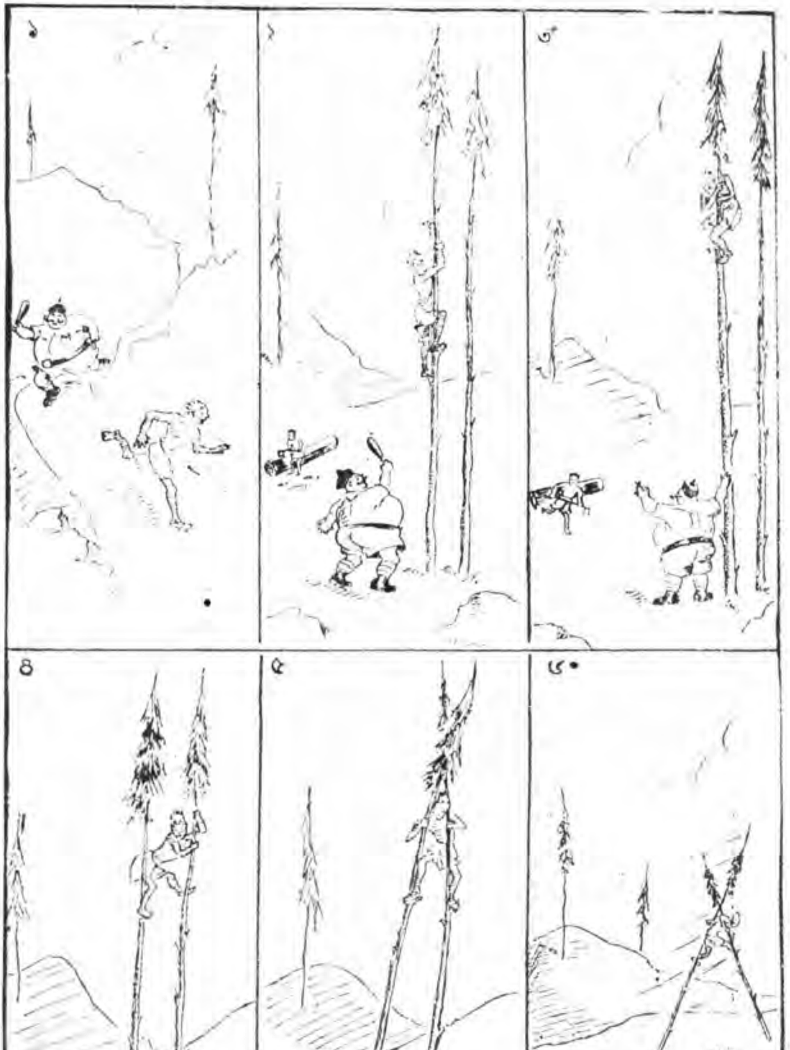
১
২
৩
৪
৫
৬

প্রসাধনে সৌকুমার্য এনে দেয়...
মার্গোসোপ
নিমের সুগন্ধি
টয়লেট সাবান।
দেহের মালিন্য মুক্ত করে;
বর্ণ উজ্জ্বল করে।
ভৃঙ্গল...
সুগন্ধি মহাভৃঙ্গরাজ
কেশ তৈল। কেশ
ভ্রমরকৃষ্ণ ও
কুঞ্চিত হয়। মাথা
ঠাণ্ডা রাখে।
লাবণি স্নো ও ক্রীম
মুখশ্রীর সৌন্দর্য ও
লালিত্য বৃদ্ধি
করে।
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ
কলিকাতা - ২৯

রোমান্স !

(একাঙ্কিকা)

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সুসজ্জিত বসবার ঘর।

ত্রিদিব ও শ্রীলা।

শ্রীলা। মেজমামা, এখনো কি আমি বড় হইনি? শাড়ি পরচি আমি এখন।

ত্রিদিব। এই সেদিন তো ফ্রক ছাড়লি!

শ্রীলা। সেদিন? তিন বছর আগে। মাঝে মাঝে সখ করে পরি বটে ফ্রক, কিন্তু সে খালি বাড়িতেই! বাইরে বেরুলে তো আমি—

ত্রিদিব। এসব ছবি তো মা দে র দেখবার মতো নয় শ্রীলা। হলে কি আমি আর নিয়ে যেতুম না? টার্জ্জানের কি লরেল-হাডির ছবি হলেতো—

শ্রীলা। আমার কেলাসের সব মেয়েই তো অ্যাডল্‌টস ওনলি ছবি দ্যাখে—

ত্রিদিব। ছেলেরা কি লেডিজ্‌ওনলি সীটে গিয়ে বসে না? কিন্তু সেটা কি উচিৎ? এসব রোমান্টিক ছবি তোমাদের দেখতে নেই—

[ব্যস্তভাবে কৃষ্ণার প্রবেশ]

বাববাঃ, এত্ত দেরি হোলো তোমার আসতে? পাঁচটা যে বাজে! ভেবে-ছিলাম কোনো রেস্তরায় কিছু খেয়ে নিয়ে তারপরে আমরা সিনেমায় যাবো।

কৃষ্ণা। তুমি তৈরী তো ত্রিদিবদা? তাহলে আর দেরি কিসের? বেরিয়ে পড়া যাক্।

শ্রীলা। মেজমামা, আমিও যাবো তোমাদের সঙ্গে—

ত্রিদিব (একটু কঠোর ভাবে) ছিঃ শ্রীলু! অমন করে না।

[ত্রিদিব ও কৃষ্ণার প্রস্থান]

শ্রীলা। আমাকে নিয়ে যা ও য়া হোলো না সিনেমায়। বেশ! আমি যেন আর বড়ো হইনি! বড় হতে কী বাকী আছে আমার? সব জানি, বুঝি সব। আমি এখনো কচি খুকীটি আছি নাকি? রোমান্টিক বই বুঝি দেখতে নেই আমাদের। রোমান্স কাকে বলে জানিনে যেন আমি। কৃষ্ণাকে নিয়ে সেজেগুজে যাওয়া হোলো সিনেমায়—এটা বুঝি রোমান্স নয়? নিজেরা দুটিতে হাতধরাধরি করে বেরুলেন—

ওপরেরটা আমারই নাম ছিল, তবে দ্বিতীয়বার বিয়ে করিনি তখন।

মজা করে ছবি দেখবেন, পটাটো চিপস খাবেন, হেসে গড়িয়ে পড়বেন—এসব বুঝি রোমান্স নয় ? আমি বুঝি আর বুঝতে পারিনে ? কেবল আমার বেলাতেই— !

[জানালার কাছে গিয়ে]

ঐ যে যাওয়া হচ্ছে হেলতে দুলতে। পাশাপাশি—একেবারে ঘেঁষাঘেঁষি। এই —এ যদি রোমান্স না হয় তবে রোমান্স বলে কাকে ?

আচ্ছা, ঐ ভদ্রলোকটি কে ? রোজ এই সময়ে ওভারকোট গায়ে এই রাস্তা দিয়ে বেড়াতে যান। কি রকম লম্বা চৌড়া—আর কী চমৎকার দেখতে। কোথায় থাকেন উনি ? মনে হচ্ছে এই রাস্তার কোণের এই গলির মধ্যেকার হলদে বাড়িটাতেই ! পাশের বাড়ির মেয়ের কাছে খবর নিতে হবে। ওর সঙ্গে কেউ আমায় আলাপ করিয়ে দেয় না ?

সেনোলা রেডিও

পুজায় শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ !

সুরে, স্থায়ীত্বে ও গঠন পারিপাট্যে "সেনোলা রেডিও" আজ শীর্ষস্থানীয়। বিগত ২০ বৎসরের উপর সর্ব্বত্র সমাদৃত। কেবলমাত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট পার্টস্ সংযোগে প্রস্তুত এবং গ্যারাণ্টিযুক্ত। পৃথিবীর যে কোন ষ্টেশনের বেতার-বার্ত্তা অতি সহজে পাওয়া যায়।

সহরে বাজিবে—৫ ভাল্‌ভ অলওয়েভ এ,সি,ডি,সি, মূল্য ৩২৫৲ টাকা।

বাহিরে বাজিবে—৫টি শক্তিশালী ভাল্‌ভে তৈয়ারী অলওয়েভ ড্রাই ব্যাটারী রেডিও, মূল্য ৩৬০৲ টাকা, ব্যাটারী স্বতন্ত্র ৩৫৲।

(উভয় সেটেই পিক-আপ ও অতিরিক্ত লাউড স্পীকারের ব্যবস্থা আছে।

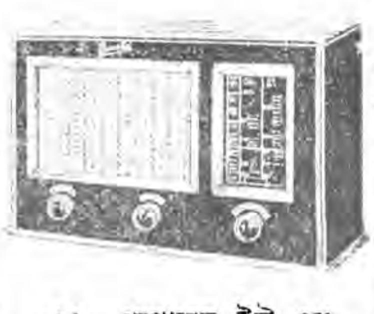

এন,বি,সেন এণ্ড ব্রাদার্স

২১নং চৌরঙ্গী রোড (লিণ্ডসে ষ্ট্রীট মোড়)

১১, এসপ্ল্যানেড ইষ্ট এবং ৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ, কলিকাতা

—মেয়েলী স্বরে কথা বলছিলে কার সঙ্গে ?
—কেন ? তোমার সেই শিশিরদার সঙ্গে।

[শ্রীলা একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেললে।]

কেন, আমি নিজেই তো আলাপ করতে পারি। গায়ে পড়ে আলাপ করলে মান যায় নাকি ! পারিনে ? অচেনা যুবকের সঙ্গে মিশতে নেইকি মেয়েদের ?

দাঁড়াও করছি আলাপ— এইতো, আমাদের বাড়ির তলা দিয়েই যাচ্ছেন এখন—

(তারস্বরে) হেল্প হেল্প ! খুন—জখম—রাহাজানি ! কে আছো রক্ষা করো !

[তারপরে নিজের পরণের শাড়িটা অবিন্যস্ত করে ব্লাউজের খানিকটা ছড়লো আর চুলাগুলো এলোমেলো করে দিল।]

এবার ? এবার কি ? রোমান্টিক বই দেখতে নেই আমাদের। এখন ? এখন যে আমি ঘরে বসে রোমান্স করছি —চাইকি, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটা সিনেমা দেখতেও যেতে পারি আজ—যদি তেমনধারা আলাপ জমে···জমাতে পারি যদি—

[নেপথ্যে পদশব্দ শুনে অসহায়ের মত সোফায় এলিয়ে পড়লে। ওভারকোট গায়ে একটি ভদ্র যুবকের প্রবেশ]

যুবক। কই ? খুনে ডাকাতরা সব গেল কোথায় ?

শ্রীলা। আপনার পায়ের আওয়াজ পেয়েই পালিয়ে গেল এইমাত্র।

যুবক। কি করে পালাবে ? সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে দেখলাম না তো কাউকে !

কারণ ...

- রসুই সর্বদা টাটকা কিনতে পাওয়া যায় এবং সম্পূর্ণ খাঁটি বলে গ্যারান্টী দেওয়া।
- রসুই দিয়ে সহজে ভালো রান্না হয়।
- রসুই-এ তৈরি খাবার পুষ্টিকর ও মুখরোচক।

আপনি একবার রসুই ব্যবহার করলে আর কখনো ছাড়তে চাইবেন না।

প্রস্তুতকারক
হিন্দুস্থান ডিভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ
ম্যানেজিং এজেন্ট: এন আর সরকার অ্যাণ্ড কোং লিঃ
হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা

HDX 21 BEN

শ্রীলা। বোধহয় ওধারের পাইপ বেয়ে নেমে গিয়েছে।

যুবক। কজনা ছিলো? নিতে পেরেছে কিছু?

শ্রীলা। একজন মোটে! নিত হয়তো কিন্তু নেবার সময় পেল কই, আপনি এসে পড়লেন—

যুবক। তবু ভালো। কিছু না বলে—না নিয়েই পালিয়েছে। মনে হচ্ছে, খুন খারাপির তার মৎলব ছিল না—

শ্রীলা। না, আমাকে খুন করার তার উদ্দেশ্য ছিল না। এখন তাই মনে হচ্ছে! খুন করার চেয়েও খারাপ কোনো মৎলব ছিলো আমার মনে হয়। আপনি এসে আমাকে—আমাকে উদ্ধার করেছেন। লাঞ্ছনার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন আমায়। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।

যুবক (একটা আরাম কৌচে আসন নিয়ে) ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি আসবার আগেই বদমাসটা পালিয়েছে—নইলে—

শ্রীলা। নইলে আপনার হাতে নিশ্চয় তার রক্ষা ছিল না।

যুবক। নইলে কী হোতো তা কে জানে! ভাবতেও আমি শিউরে উঠছি। বদ্‌লোকের সঙ্গে হাতাহাতি করতে আমি পারিনা। একটুও ভালো লাগে না আমার।

শ্রীলা। কার বা ভালো লাগে। আপনাকে এক পেয়ালা চা করে দিই—[ইলেকৃট্রিক ষ্টোভে চায়ের জল চাপিয়ে] আপনার ওভারকোটটা খুলে আরাম করে বসুন। ঘরের মধ্যে তো তেমন ঠাণ্ডা নেই

যুবক। তা নেই, কিন্তু থাক। ওটা গায় থাকলে একটু স্বস্তিতে থাকা যায়।

শ্রীলা। সঙ্কোচের আপনার কোনো কারণ নেই। বাড়িতে এখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই। একলা আমি। মামা

অসিতবরণ

এঁরা বলেন

স্বরভংগ, ফেরিঞ্জাইটিস, সর্দি-কাসি, গলা ধরা প্রভৃতি সত্বর সারাতে "স্বরোবিন"-এর চেয়ে ভাল আর কিছু নেই

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

গলা ও ফুস্‌ফুসের জন্য।

স্বরোবিন

সব জায়গায় পাওয়া যায়

রয়েল্স ল্যাবরেটরী—৭, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৯

তাঁর এক বন্ধুকে নিয়ে সিনেমায় গেছেন। বাচ্চা চাকরটাও টোটো করতে বেরিয়েছে রাস্তায়।

যুবক। রবিবারের ছুটির দিন তো, কাজের তাড়া নেই কারো!

শীলা। রোজ বিকেলে আপনাকে আমি দেখি এই পথ দিয়ে যেতে—ওভারকোট গায়ে দিয়ে

যুবক। বেশিদিন তো আসিনি এ পাড়ায়। এই জানুয়ারির গোড়ার থেকেই আছি। বার্মার থেকে সেদিন তো এলাম—

শীলা। বার্মা! বার্মায় আপনি কি করতেন?

যুবক। বার্মিজ সৈন্য বিভাগে ডাক্তারির চাকরি। সেখানে কমিউনিষ্টদের সঙ্গে এখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছে জানেন

দাম : ৪ ভালভ অলওয়েভ - ২৯৫৲

'নিউট্রন' স্বয়ংক্রিয় কৃস্ট্যাল সেট—'সিমেন্স' এসি-ডিসি ও এসি রেডিও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। যাবতীয় রেডিও মেরামত করা হয়।

কি মুস্কিল! ও প্রিয়দা, প্লাগ বলে তুমি যে আমার পা ধরেছো!

বোধ হয়? ইস্—এই যুদ্ধের কাজ! এত বিচ্ছিরি যে বলা যায় না। জীবন বরবাদ করে দেয়।

শ্রীলা (দু চোখ বড়ো করে)। আপনি—আপনি ডাক্তার? ডাক্তারদের আমি খুব ভালোবাসি!

যুবক (ভালোবাসার কথাটায় একটু সচকিত হয়ে) কী কী বল্লেন?

শ্রীলা। মানে, একবার এক ডাক্তার আমাকে টাইফয়েড থেকে বাঁচিয়েছিলেন কিনা—আর আজ—আজ আ প নি বাঁচালেন। তাই ডাক্তারদের আমার খুব ভালো লাগে! তারা ভারী ভালো।

যুবক। ধন্যবাদ। সমগ্র ডাক্তার জাতির পক্ষ থেকেই ধন্যবাদ আপনাকে।

শ্রীলা। আ প না কে ও আমার ধন্যবাদ, সমগ্র নারীজাতির পক্ষ থেকেই।

যুবক। নাড়ি নিয়েই তো কারবার আমাদের। মানে, ডাক্তারদের। তবে ও-কাজ এখন আমার হাতছাড়া হয়ে গেছে।

শ্রীলা। নিন, চা খান। [চা দিতে গিয়ে, কৌচের হাতলের উপর বসলো] আপনার চুলগুলি তো বেশ—দিব্যি কোঁকড়ানো। হাত দিতে লোভ হয়।

যুবক। দিতে পারেন হাত। লোভ সম্বরণের দরকার নেই। এ মাথা এখন বেওয়ারিশ। যে কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে।

শ্রীলা। দেব—দেব একটু হাত?

একটী সাইকেল

দুই মিনিটে

১৯৪১ সালে হিন্দ সাইকেল কারখানায় কাজ চালু হয়। এই বৎসরে মাত্র ২০,০০০ সাইকেল তৈয়ারী করা সম্ভব হয়েছিল।

১৯৫২ সালে আমরা ১০০,০০০ এরও উপর সাইকেল তৈয়ারী করেছি। এই গতিতে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্যই চমকপ্রদ এবং এর জন্য আমাদের গর্ববোধ যুক্তিসঙ্গত।

১৯৫২ সালে আমাদের কারখানায় প্রতিদিন ৫০০ এর উপর সাইকেল তৈয়ারী হচ্ছে; এতে উৎপাদনের হার প্রতি দুই মিনিটে একটি সাইকেল দাঁড়ায়।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে এই গতিতে উৎপাদনের হার বাড়াতে পারলে বিদেশ থেকে সাইকেলের আমদানী অনেক কমে যাবে এবং অতি প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচান সম্ভব হবে।

হিন্দ — ভারতের জন্য ভারতে তৈয়ারী

হিন্দ সাইকেলস্ লিমিটেড, ২৫০ ওর্য়ার্লি বোম্বাই ১৮

যুবক। স্বচ্ছন্দে। মেয়েদের হাত তো মাথায় করে রাখবারই জিনিষ। আর, সত্যি বলতে, ছেলেদের মাথায় হাত বোলাবার জন্যই তো মেয়েরা।

শ্রীলা (যুবকের চুলগুলি এলোমেলো করে দিতে দিতে—হঠাৎ) আচ্ছা আজ একটা সিনেমায় গেলে হোতো না? আপনি আর আমি—দুজনে?

যুবক। সিনেমা? সে কি করে হয়? আমি আপনার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

শ্রীলা। এই যে আমাদের আলাপ হোলো। এখনো কি অপরিচিত? তা-ছাড়া, আপনি তো আমাদের পাড়ারই একজন।

যুবক। তা বটে। কিন্তু তাহলেও আপনার মামার সঙ্গে আলাপ হওয়া দরকার। তাঁর অনুমতি নেয়ার দরকার আগে।

শ্রীলা। মামা টেরও পেলে তো? তিনি ঘুণাক্ষরেও জানতে প্বাবেন না। তাঁদের আগেই আমরা বাড়িতে এসে যাবো।

যুবক। যদি তা না হয়? দেরী হয়ে যায় যদি? এক সঙ্গেই সব সিনেমা ভাঙবে তো?

শ্রীলা। তাহলে চলুন, এমনিই সাদার্ণ এভিনিউ ধরে একটু বেড়ানো যাক—

যুবক। আর বাড়ি? এই বাড়ি আগলাবে কে? খালি পড়ে থাকবে এমনি? যদি চুরি ডাকাতি কিছু হয়ে যায়? সেই বদমায়েস লোকটা যদি ফের ঘুরে আসে?

শ্রীলা। তা হলে—তা হলে এই বাড়িতেই বেশ। বসে বসে গল্প করা যাক। কেমন? মামার না আসা পর্য্যন্ত। আপনার হাতঘড়িতে—কটা এখন, দেখি-তো? আপনার রিস্ট নিশ্চয়ই খুব চওড়া?

যুবক। (একটু সঙ্কুচিত হয়ে) হাতঘড়ি? হাতঘড়ি আমার নেই। কবে যে বেহাত হয়ে গেছে।

শ্রীলা। (স্বগত) অদ্ভুত লোক তো! হাতঘড়ি না থাক হাত তো রয়েছে?

"ভালোয়-মন্দয়" মানুষের জীবন, জ্যোতিষ শাস্ত্র তার সময় নির্ণয় করে—পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত থাকলে কোন সময়ের জন্যই পরে অনুতাপ করতে হয় না। দুর্দৈব প্রশমনের উপায়ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের অন্তর্গত। একথা-গুলি বহু-পরীক্ষিত সত্য।

কৌতূহলীদের সকাল ১০টা হতে ১১টা ও সন্ধ্যায় ৬টা হতে ৯টার মধ্যে এবং রবিবার বেলা ১০টা হতে ১টার মধ্যে নিমন্ত্রণ করছি।

শ্রীমণি মজুমদার

৯, কাশী ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

(ছাতুবাবুর বাজারের খুব কাছে)

একটি তরুণী গায়ে পড়ে যদি কৌচের হাতলে, পাশটিতে এসে বসে তাহলে তাকে যে তখন জড়িয়ে ধরতে হয় তাও কি জানা নেই লোকটার ? বইয়ে আর ছবিতে যে এত রোমান্সের গল্প থাকে তার একটাও কি পড়েননি না দ্যাখেননি ইনি ?

(নেপথ্যে কতকগুলি ভারী পায়ের আওয়াজ হতেই শ্রীলা চট করে উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়ায়, যুবকটিও খাড়া হয়। পুলিস কনষ্টেবল আর দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে পাশের বাড়ির ভদ্রলোক প্রবেশ করেন)

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। এই মেয়েটির চীৎকার পাশের বাড়ি থেকে শুনেই আমি লালবাজারে ফোন করেছিলাম—খুন, জখম, রাহাজানি বলে চেঁচাচ্ছিল মেয়েটি। ঠিক সময়েই আপনারা এসে পড়েছেন।

দারোগা। এই কি সেই দুর্বৃত্ত ? কিন্তু ভদ্রলোকের মতন চেহারা দেখছি ! অবিশ্যি, চেহারা আর পোষাক দেখে কিছুই আজকাল মালুম হবার যো নেই। (মেয়েটিকে শুধান) এই—এই লোকটি কি আপনাকে খুন করতে এসেছিলো ?

[শ্রীলা ব্যাপার দেখে একেবারে থ। তার মুখে কোনো কথা নেই।]

পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। খুন করতে কেন মশাই, অন্য মৎলবে। কুমৎলবেই দেখছেন না মেয়েটি লজ্জায় কথা বলতে পারছে না। কিন্তু ওর অবস্থা চেয়ে দেখুন। আলুথালু চুল, কাপড় অগোছালো, ব্লাউজ ছেঁড়া—

দারোগা। বুঝেচি। (যুবকের প্রতি) এ বিষয়ে আপনার কিছু বলবার আছে ?

যুবক। এ ব্যাপারের কোনোখানেই আমার কোনো হাত ছিল না এইটুকুই শুধু আমার বলবার।

দারোগা। হাত ছিলনা ? বটে, ছিল কিনা তা এখুনি টের পাবে। কিষণ সিং, লাগাও হাতকড়ি। উতারো ইসকা কোট।

[ওভার কোট খুলে ফেললেই—দেখা গেল যে যুবকের দুটি হাতই কাঁধ থেকে কাটা ! সেই দৃশ্য দেখে শ্রীলা চীৎকার করে মুর্চ্ছিতা হয়ে পড়লো]

যুবক (দারোগাকে)। দেখুন, যা বল্লাম সত্যি কিনা ? এমন কি ওঁর এই মূর্চ্ছাতেও আমার কোনো হাত নেই।

চিকিৎসা

শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটপাথের ধার ঘেঁষে মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। দেখেই টের পাওয়া যায় সহুরে মেয়ে। অর্থাৎ মফস্বল থেকে সহরে নতুন আমদানী নয়। রাজপথে চলার তার অভ্যাস নেই, খুব অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেও অবচেতনা তাকে আপনা থেকে কতগুলি সতর্কতা পালন করায় না, এটা বিশ্বাস করাও কঠিন।

অথচ বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সে কোনদিকে না তাকিয়ে হঠাৎ রাস্তায় নেমে কয়েক পা এগিয়ে যায়।

স্কুল কলেজ আপিস যাবার সময় রাজপথে দ্রুতগামী গাড়ীর যে দুমুখী স্রোত চলছিল একেবারে তারই একটা ধারার মধ্যে!

মস্ত সেলুন গাড়ীটা তাকে চাপা দিয়ে আহত বা নিহত করলে কারো কিছু বলার থাকত না। এমন ভাবে সে চলন্ত গাড়ীর সামনে এসে পড়ে, প্রাণপণে ব্রেক কষেও বাঁচাবার সময় বা ফাঁক রাখে না, সোজাসুজি তাকে চাপা দেবার অধিকার নিশ্চয় সে গাড়ীর চালকের আছে।

কিন্তু গাড়ীও মানুষ চালায় কিনা এবং জগতে এত সমারোহের সঙ্গে ছোট ও বিরাট স্কেলে মানুষ মারা হয়ে থাকলেও মানুষকে বাঁচাতে চাওয়াটাই মানুষের ধাত কি না, দুর্ঘটনাটা তাই হয়ে যায় একটু অন্যরকম।

ভাবনা চিন্তার তো সময় ছিল না, সেলুন গাড়ীর মোটা সোটা বেঁটে ড্রাইভারটির যা করে তার পিছনে নিজেকে বিপন্ন করেও মানুষকে বাঁচাবার প্রকৃতিগত ঝোঁকটাই ছিল বলতে হবে।

তা ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যাই হয় না তার কাজের। দাঁতে দাঁত চেপে ব্রেক কষার সঙ্গে সে ডাইনে হুইল ঘুরিয়ে দেয়। বাঁয়ে ফুটপাতে মানুষের ভিড়। একজনকে বাঁচাতে গিয়ে দশজনকে মারা বা জখম করার মানে হয় না। মেয়েটি ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়ে। গাড়ীটা ধাক্কা দেয় চলন্ত ট্রামটার গায়ে।

অদ্ভুত একটা আর্তনাদের মত আওয়াজ ওঠে একসঙ্গে অনেকগুলি গাড়ীর ব্রেক কষায়।

সেলুন গাড়ীটার পিছনে আসছিল লম্বাটে পুরাণো বড় একটা গাড়ী। ব্রেক

আধুনিক যন্ত্রে প্রস্তুত
নিখুঁত ব্লক
সুন্দর ও
অভিজাত মুদ্রণ
নির্ভুল সময়নিষ্ঠা
এগুলির জন্য আমাদের ওপর নিশ্চিন্তে নির্ভর করতে পারেন
ষ্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোং
১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট • কলিকাতা – ৯

—অ ছকা, ইনি হইছেন তোমার ভাগ দাদু !.........হাত তুইল্যা নমস্কার করসি না ?

কষেও সেটা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেলুনটার উপরে।

পিছনের সিটের এদিকের কোণে যে প্রৌঢ় বয়সী ভদ্রলোকটি বসেছিল, চোট লেগে সে অজ্ঞান হয়ে পাশের সুন্দরী মেয়েটির কোলে ঢলে পড়ে—সিনেমার চমকপ্রদ ঘটনার মধ্যে আসল রসালো দৃশ্যটির মতই।

কী বিরাট ছন্দে কী গতিতে শহরের এই একটি রাজপথে জীবনের স্রোত বয়ে চলেছিল, কী বিচিত্র অদ্ভুত ছিল হেঁটে চলা ট্রামে বাসে গাদাগাদি করা নানা আকারের নানা ধরণের ছোট বড় নতুন পুরাণো মোটর গাড়ীতে চাপা রিক্সা সাইকেলে বসা মানুষগুলির বিভেদ আর সামঞ্জস্য—ব্যাঘাত ঘটে থেমে যেতেই যেন সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ট্র্যাফিক বন্ধ।

পুলিশ আসে নি, অ্যাম্বুলেন্স আসে নি কিন্তু লোকারণ্য সৃষ্টি হয়ে গেছে। সে অরণ্য ভেদ করে সাইকেলটিরও এগিয়ে যাবার সাধ্য নেই।

বাসের ড্রাইভার কণ্ডাক্টর নিতাই দেখছে এরকম দুর্ঘটনা। একটু ফাঁক পেলেই হুস করে বেরিয়ে যেত ঘটনাস্থল পিছনে ফেলে। তাদের টাইমের সার্ভিস। দেরী হলে জরিমানা—কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। আপিস টাইমে আধঘণ্টা রোজগার বন্ধ থাকলে মালিক বড় চটে যায়। বলে, চোখ কাণ নেই ? সেন্স নেই ? অ্যাকসিডেণ্ট ঘটলে ট্র্যাফিক বন্ধ হলে আধঘণ্টা একঘণ্টা কাবার হয়ে

PUJA
GREETINGS

AUTO FRIENDS LTD.

P74, BENTINCK STREET : CALCUTTA - 1

FRIENDS OF MOTORISTS

Gram : "FRENDSAUTO" Phone : CITY 2470

লাস্যময়ী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী নীলিমা দাস

ফটো: বেঙ্গল ষ্টুডিও লিঃ

হাস্যময়ী চিত্রতারকা শ্রীমতী অরুন্ধতী মুখার্জ্জী

ফটো : শ্রীআলোক সরকার

"তোমার পরশ আমার মাঝে…"

ফটো : শ্রীপুলিনবিহারী

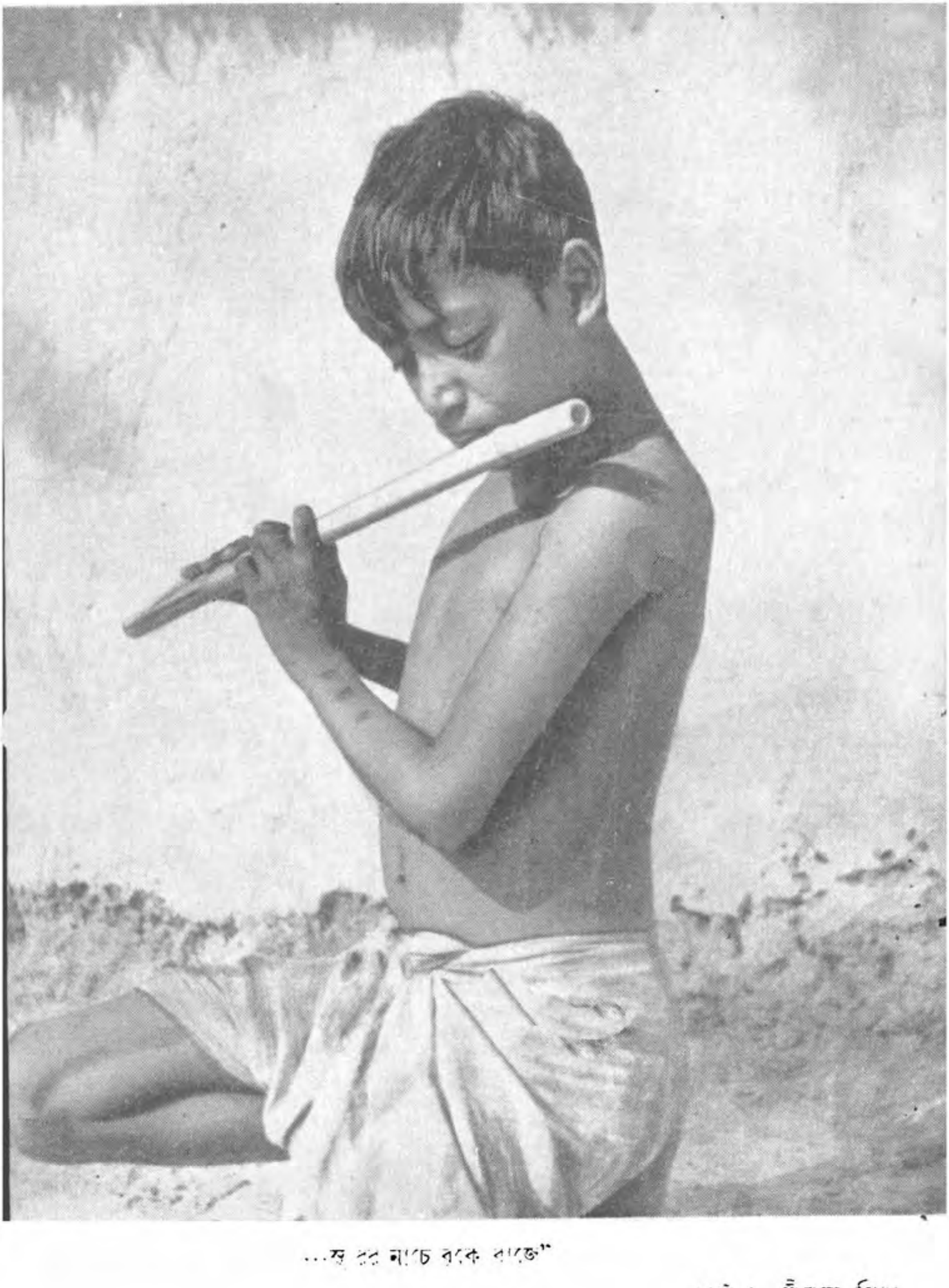

…সুর ওর নাচে বুকে বাজে”

ফটো : শ্রীমান মিত্র

যাবে খেয়াল নেই? হুস্‌ করে বেরিয়ে যেতে পারলে না? পাশের রাস্তায় ঢুকে একটু ঘুরে আসতে পারলে না? বাস কিনে হয়েছে ঝকমারি। তোমাদের পেটেই সব যায়!

বোঝাই বাস, মাল বোঝাই লরী, মাল বোঝাই নিতে যাবার খালি লরী, উগ্র অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। পারলে যেন জনতাকে পিষে বেরিয়ে চলে যাবে।

পুলিশ না এলে তো আর সে সাহস সম্ভব নয়। শুধু ফোঁসে আর গর্জ্জায়। জনতা রাস্তা ছাড়ে না।

তারপর পুলিশ আসে। অ্যাম্বুলেন্স আসে।

সামান্য ব্যাপার। শুধু একটু ঠোকা-ঠুকি হয়েছে চলতি কয়েকটা গাড়ীর।

কেউ মরেনি।

দুর্ঘটনার কারণ। সেই মেয়েটার বাঁ হাতটা শুধু গুড়ো হয়ে গেছে আর ভেঙ্গেছে দুটো একটা পাঁজরার হাড়। সেলুন গাড়ীর মোটাসোটা বেঁটে ড্রাইভারের ঘাড়টা শুধু মুচড়ে গেছে। বেশীরকম মুচড়ে গেছে বলেই জ্ঞান হারিয়েছে, নইলে আঘাত তার তেমন বিশেষ কিছু লাগেনি। কোথাও কাটেনি, রক্তপাত ঘটেনি।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি কেন জ্ঞান হারিয়েছেন বোঝাই যায় না। বোধ হয় ব্লাড প্রেসার আছে। অ্যাকসিডেন্টে কেউ এভাবে অচেতন হয় না।

রক্ত পড়া চাই। মাথার পিছন দিকটা অবশ্য দেখতে দেখতে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে ভদ্রলোকের। কিন্তু একফোঁটা রক্তপাত যার ঘটেনি তাকে আহত বলা যায় কোন যুক্তিতে!

কেউ মরে নি, রক্তপাত হয় নি, সুতরাং সামান্য দুর্ঘটনাই বলতে হবে।

মিনিট কুড়িও লাগে না রাজপথটির ধাতস্থ হতে।

তারপর ঠিক আগের মতই অবিরাম গতিতে মানুষ ও গাড়ীর চলাচল দেখে মনে হয়, দুর্ঘটনার চিহ্ন কেন, স্মৃতি পর্য্যন্ত যেন উপে গিয়েছে।

সেলুন গাড়ীটার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল যে লম্বাটে পুরাণো গাড়ীটা তার

বাংলা ও বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হোক
কুইন ষ্টেশনারী ষ্টোর্স লিঃ
৬৩ই রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ড্রাইভার জীবন ফুটপাথে চুপচাপ দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে।

একটার পর একটা।

ভূপেশ বলে, দাঁড়িয়ে রইলে। যে জীবন? গাড়ীতে ষ্টার্ট দাও, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

জীবন একটা ঢোঁক গেলে।

সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করে, তোমার মুখ এরকম শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

প্রাণপণ চেষ্টায় মুখের ভাব স্বাভাবিক রাখবার চেষ্টা করতে করতে জীবন বলে, ও কিছু নয়। শরীরটা আজ ভাল নেই।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে সে গাড়ীতে ওঠে। ভেতরে তার যে কি ব্যাপার চলেছে, মাথা ঘুরছে বুক ধড়ফড় করছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, এটা ওদের জানতে দেওয়া যায় না।

একটা দুর্ঘটনা ঘটবার এতক্ষণ পরেও যার ভেতরে এমন ব্যাপার চলে, তাকে গাড়ী চালাবার ভার দিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন করতে ওরা সাহস পাবে না, আজকেই মাইনে হাতে দিয়ে বলবে, তুমি যাও!

এমনি ওরা তাকে পছন্দই করে ড্রাইভার হিসাবে, তার সাধারণ কথাবার্তা চালচলনও ওদের অপছন্দ নয়। কিন্তু সে জানে মাঝে মাঝে তার মুখ যে খুব শুকনো আর বিষণ্ণ দেখায়, অত্যন্ত অন্যমনস্ক হয়ে থাকে, ডাকলে কখনো কখনো চমকে উঠে খানিকক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে— সব লক্ষ্য করে ওদের মনে একটা খটকা লেগেছে।

একবার যদি টের পায় তার সত্যিকারের অবস্থা আর একদিনও ওরা তাকে রাখবে না।

ভূপেশ আর সন্ধ্যাকে আপিসে পৌঁছে

লাভলি—

দিলে ভূপেশ বলে, আজ আর আমাদের গাড়ীর দরকার নেই। বাড়ীতে ওরা কোথায় যাবে বলছিল, গাড়ী নিয়ে যাও। গাড়ী নিয়ে ফিরে গিয়ে জীবন অনেকক্ষণ শুয়ে থাকে। খেয়ে দেয়ে আবার বিছানা নেয়, কিছুক্ষণের জন্য একটু তন্দ্রাও আসে, তবু বাড়ীর মেয়েদের সিনেমায় নেবার জন্য গাড়ী বার করার সময় তার বুক কাঁপে দাঁতে দাঁত লাগিয়ে গ্যারেজে গিয়ে গাড়ীতে উঠতে হয়।

সন্ধ্যার বাড়ীতে আসে অতিথি, হাসি গল্প গানে ড্রয়িং রুমটা যেন আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে। বাইরে বাগানে দাঁড়িয়ে জীবন ভাবে, চোরাবাজারে টাকা করেও জীবনটা ওরা হাসি আনন্দে ভরে তুলতে পারে? কারও কিছু চুরি না করেও তার জীবনটা এমন দুঃখময় কেন!

শাড়ী গয়নায় চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে মেয়েরা বেরিয়ে আসে। ভূপেশের স্ত্রী সুপ্রিয়াও যেন নিজের মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেজেছে।

তার দিকে চেয়ে জীবন কিছুক্ষণের জন্য তার নিজের চিন্তা ভুলে যায়। ভাবে, ভূপেশ যে সন্ধ্যাকে শুধু বাড়ী থেকে তুলে নিজের সঙ্গে আপিসে নিয়ে যায় না, ভাড়া বাড়ীতে সিনেমা হোটেলেও নিয়ে যায়, এটা জানলেও কি তুমি এরকম সেজেগুজে হাসিমুখে সিনেমায় যেতে পারতে?

প্রায়ই কেশবের মাথা ঘোরে। বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করে। হঠাৎ ধড়াস করে ওঠে। হাত পা কাঁপে। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে থাকে। জল খেয়ে লাভ হয় না। জলে গলাও ভেজে না, তৃষ্ণাও মেটে না।

—লিফট

শাশ্বত সম্পদ
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সকল রূপ মহাকাব্যের কায়া ধারণ ক'রে সত্য ও প্রত্যক্ষ হয়ে রয়েছে রামায়ণ ও মহাভারতের মধ্যে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই মহাকাব্য দুইখানিই ভারতীয় মনীষার শাশ্বত সম্পদ হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনকে আজও অনুপ্রাণিত ও সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছে। তেমনি, কেশচর্চায় শতবর্ষকাল ধ'রে সকলের চিত্ত জয় ক'রে প্রসাধনের চিরন্তন সম্পদ ব'লে সমাদৃত হয়ে এসেছে লক্ষ্মীবিলাস। রূপসৃষ্টির আবেদনে ইহা আজও অপরাজেয়।
শতবর্ষের সুপরিচিত
লক্ষ্মীবিলাস
তৈল
এম. এল. বসু য়্যাণ্ড কোং লিঃ
লক্ষ্মীবিলাস হাউস :: কলিকাতা—৯

বেশী জল খাওয়ার দরুণ শুধু আরেকটা অস্বস্তি বাড়ে।

খিদে পায় এলোমেলোভাবে। কখনো অসহ্য চনচনে খিদে পায়, কখনো খিদে ভোঁতা হয়ে যায়। ভাল হজম হয় না। আর হয় না ঘুম।

নিয়মিত ভাবে নয় কিন্তু পালা করেই তার দুঃখের দিনগুলি আসে।

কদিন ভালই আছে, শরীরটা তাজা বোধ করছে, মনে অনুভব করছে ফুর্তির ভাব, জগৎটাকে মনে হচ্ছে খাসা যায়গা, জীবনটা মনে হচ্ছে আনন্দময় —স্বপ্নের মতই যেন কেটে যায় এ অবস্থাটা, দুঃস্বপ্নের মতই যেন সুরু হয় অস্বস্তি যাতনা বোধ অনিদ্রা আর আতঙ্কের দিনগুলি।

চেনা ডাক্তারকে দিয়ে তন্ন তন্ন করে পরীক্ষা করানো হয়েছে দেহটা এবং রক্ত থুতু ইত্যাদি সব কিছু। কোন খুঁত পাওয়া যায় নি।

ঃ রোগটা বোধ হয় আপনার মানসিক।

ঃ মানসিক কি রোগ?

ঃ সেটা স্পেশালিষ্ট বলতে পারবেন। আমার মনে হয় আপনি খুব দুশ্চিন্তা করেন।

ঃ শরীরটা বিগড়ে যায় কেন এ ছাড়া আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই। কোন ঝনুঝাট নেই।

ঃ আপনি একবার কুমুদবাবুকে কনসাল্ট করুন।

কুমুদের ফি ভীষণ মোটা। তবে চিকিৎসায় তার ফাঁকি নেই।

প্রথম দিন প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে কুমুদ নানাভাবে এই কথাটাই তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল যে কারণ না জেনে রোগের চিকিৎসা করার সাধ্য ভগবানের

থাকতে পারে কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ ডাক্তারের নেই এবং কোন কথা গোপন করলে রোগের কারণ খুঁজে বার করবার সাধ্য ডাক্তারের হয় না।

কোন কথাই সে গোপন করে নি কুমুদের কাছে। বলেছে, আমার জীবনে কিছুই গোপন করার নেই। অল্পবয়সে দু'একটা ছেলেমানুষী হয় তো করেছি, তারপর ভুলটুলও হয় তো করেছি দু' একটা কিন্তু সে সব এমন ব্যাপার নয় যে আপনাকে বলতে পারব না।

কুমুদ প্রশ্ন করেছে, সে জবাব দিয়ে গেছে। ছেলেবেলা থেকে তার নিজের জীবনের কথা, বাড়ীর লোকের কথা বন্ধু-বান্ধবের কথা, সব বিষয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন।

একদিনে হয়নি অনেকদিন ধরে হয়েছে কুমুদের কাছে।

শঙ্কর ডাক্তার কুমুদের পরিচিত, তারই অনুরোধে কুমুদ তার পাওনাটা জীবনের কাছ থেকে মাসে মাসে কিছু কিছু করে নিতে রাজী হয়েছে।

শঙ্কর জোর দিয়ে বলেছে, ওকে আমি অনেকদিন থেকে জানি, মানুষটা সত্যি

—আমার চশমাটা কোথায় যে পড়ে গেল—

— খুঁজে দেখ না।

—বোগাস্, চশমা ছাড়া আমি দেখব কি করে ?

অনেস্ট ! আপনার পাওনা একপয়সা মারা যাবে না।

প্রথমে একটু উদাসীনভাবে আরম্ভ করলে কয়েকদিন জিজ্ঞাসাবাদের পর তার অসুখটার চিকিৎসা করতে কুমুদের যেন বিশেষ আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

প্রশ্নগুলি অবশ্যই চিকিৎসার পদ্ধতি অনুসারে সাজানো কিন্তু জীবনের কাছে ভারি এলোমেলো ঠেকে। কিন্তু কুমুদের আগ্রহ সে টের পায়।

আশা জাগে জীবনের। কুমুদের মত ডাক্তার এতখানি আগ্রহের সঙ্গে এত যত্ন নিয়ে যখন তার চিকিৎসা করছে, হয়তো সেরে যাবে তার দুর্বোধ্য অসুখ ; ভিতরে আড়াল করা অসুখ।

দু'তিন রকম ওষুধের ব্যবস্থাও করেছে কুমুদ। একটু খিদে বেড়েছে, ঘুমও হয়।

সেরকম কষ্টকর হয়ে ওঠে না মাথা ঘোরা বুক ধড়ফড় করা গলা শুকিয়ে যাওয়া।

তারপর কেমন বিচলিত মনে হয়েছে কুমুদকে।

একদিন সে স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থেকে বলেছে, তুমি নিশ্চয় আমার কাছে কোন গুরুতর কথা গোপন করছ।

গুরুতর কথা ডাক্তারবাবু ? কোন সামান্য তুচ্ছ কথাও গোপন করিনি।

কুমুদ মাথা নেড়েছে।

—আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি তোমার মধ্যে একটা কঠিন অশান্তি আছে, জোরালো সংঘাত চলছে।

ভাল বার্লি যাকে বলে
সহজেই
তা টের পাওয়া যায়!
LILY BRAND BARLEY
FINEST FOOD DRINK
LILY BRAND BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
MURARIPUKUR ROAD
ULTADANGA CALCUTTA
লিলি বার্লি ঠিক সেই ধরণেরই বার্লি যার বিশুদ্ধতা ও মাধুর্য্য সহজেই মনের উপর ছাপ রেখে যায়। পুষ্টিকারিতায় গরীয়ান্, সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাদানে ও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে প্রস্তুত, স্বাদে সুমধুর—লিলি বার্লি বার্লির সেরা।
সব বিচারেই সবার সেরা
লিলি
ব্র্যাণ্ড
বার্লি
লিলি বার্লি মিল্‌স্ লিঃ, কলিকাতা

—সে তো এই অসুখটার জন্য। আগে অশান্তি ছিল, কোন কাজ ছিল না, বড় দুরাবস্থা হয়েছিল। ক'বছর ভাল মাইনেয় কাজ করছি, এখন এই রোগটা ছাড়া আমার কোন দুশ্চিন্তা নেই।

কুমুদ বলেছে, না, অসুখের জন্য তোমার আসল অশান্তিটা নয়—ওই অশান্তিটার জন্যই তোমার অসুখ। এতে কোন ভুল নেই, এটা ধরতেও আমার অসুবিধা হয় নি। এটার রকমটাও আমি ধরতে পেরেছি ঠিক। গোপনে মানুষ খুন করার মত খুব বড়রকম একটা পাপ করলে যেমন প্রতিক্রিয়া হয় সেই ধরণের ব্যাপার। তোমার জীবনে নিশ্চয় একটা বড়রকম গোপন দিক আছে, নইলে এ রকম হতেই পারে না। আমাদের বিজ্ঞানের হিসাব ভুল হবার নয়। তোমার জীবনে গোপন দিক আছে এটা আমার আন্দাজ নয়। ডাক্তার যেমন স্পষ্ট লক্ষণ পেলে বলে দিতে পারে রোগীর শরীরে কি অসুখ, তেমনি স্পষ্ট লক্ষণ থেকে আমি তোমার ভেতরের ব্যাপারটা ধরেছি, এতে ভুল হওয়া অসম্ভব।

জীবন হাঁ করে চেয়ে থেকেছে। তার জীবনের একটা বড় গোপন দিক আছে, অথচ সে নিজেই তার কোন খবর রাখে না।

কুমুদ বলেছে, এভাবে গোপন করলে তো চিকিৎসা সম্ভব নয়। গুরুতর ব্যাপার একটা আছে, ভেতর থেকে চাপ দিচ্ছে, তার লক্ষণগুলি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা কি না জানলে তো চিকিৎসা করতে পারব না, তোমার রোগও সারবে না।

জীবন ব্যাকুলভাবে বলেছে, বিশ্বাস করুন, আমি কোন কথা গোপন করি নি।

কুমুদ অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেছে। তারপর ধীরে বলেছে, যদি ক্রিমিনাল কিছু হয়, বিপদে পড়ার ভয়ে বলতে পারছ না, তাহলে তোমায় আবার বলছি যে তুমি মস্ত ভুল করছ। তোমাকে বিপদে ফেলা যায় এমন কিছুই আমি জানতে চাই না। কারও নামধাম, কোথায় কবে ব্যাপারটা ঘটেছিল, এসব আমার জানবার দরকার নেই। এসব পয়েন্ট তুমি গোপন রাখতে পার বানিয়ে বলতে পার। আমি শুধু জানতে চাই ব্যাপারটা কি ধরণের আর কি ভাবে তার জের চলছে।

একটু থেমে কুমুদ আবার বলেছে, যেমন ধরো তুমি একটা খুন করেছিলে। কবে কাকে কিভাবে খুন করেছিলে তোমায় বলতে হবে না। আমায় শুধু জানাবে কেন খুনটা করতে হয়েছিল, এখনো তার

জেরটা চলছে কেন। তুমি সত্যি খুন করেছ বলছি না কিন্তু। আমি তোমায় শুধু এটুকু বোঝাতে চাইছি যে খুন করে থাকলেও আমার যেটুকু জানা দরকার সেটুকু জানালে আমি তোমার কোন ক্ষতি করতে পারব না। যদি অন্যায় প্রেমের ব্যাপার হয়, আমাকে শুধু এইটুকু বলবে, আর কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবে যা থেকে আমার সাহায্য হবে না কার সঙ্গে তোমার অন্যায় প্রেম চলেছে।

জীবন ক্ষুব্ধস্বরে বলেছিল, আপনি যেন ধরেই নিয়েছেন আমি মস্ত একটা পাপ করেছি, এখনও তার জের টানছি।

— আমাকে সেটা ধরে নিতেই হবে। আমার হিসাবে পাপ নয়, তোমার কাছে পাপ। এই বিকারটা তোমার মধ্যে আছে। ওটার চিকিৎসাই আমাকে করতে হবে।

জীবন হতাশ হয়ে বলেছিল, আপনি কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না, কি বলব বলুন। ছোটখাট পাপকর্ম্ম করেছি বা করেছি বলে তো আমার জানা নেই।

কুমুদ গম্ভীর গলায় বলেছিল, তাহলে আর টেনে কাজ নেই। তোমার কাছে আমার যা পাওনা আছে সেটা আর তোমাকে দিতে হবে না।

তাকি হয় ডাক্তারবাবু! আপনি চিকিৎসা করলেন আপনার পাওনা টাকা আপনাকে দেব বৈকি!

এ জীবনে আর অসুখটা সারবার আশা সে রাখে না।

কুমুদের মত ডাক্তার যদি রোগ ধরতে না পেরে এমন আবোল তাবোল কথা বলে, জীবনে বিশেষ কোন অন্যায় কোনদিন না করে থাকলেও গায়ের জোরে দাঁড় করায় যে গুরুতর অন্যায় করার জন্যই তার এই রোগ, তাহলে আর সে কার কাছে যাবে, রোগ সারবার আশা করবে?

শঙ্কর ডাক্তার দেহটা সবরকমে পরীক্ষা করেও কোন কারণ খুজে পায় নি। কুমুদ ডাক্তার তার মনকে পরীক্ষা করে বার করল এক কল্পিত কারণ। তার দেহ

পূজার ছুটিতে

বিজ্ঞান চর্চাই পরম আনন্দ,

তাই এবার আমরা ছাত্র বন্ধুদের সুবিধার জন্য অতি সুলভে মাল সরবরাহ করিতেছি। প্রার্থনা করি বিজ্ঞান জগতে আমাদের দেশ উন্নত হউক।

(Biology Set......Rs. 10/8/ Set)

N E W S C I E N T I F I C M A R T

87/B, Chittaranjan Avenue Calcutta—12

—কি করছ মা···
—তোদের তিন জনের জন্য এক সাথে মোজা বুনছি।

খুঁজে মন খুঁজে যদি সঠিক কারণটা না পাওয়া যায় তবে আর আশা করা যায় কি করে ?

এটা তাহলে কোন রোগ নয়। এরকম যে তার হয় এটাই তার ধাত।

এই অস্থিরতা, কষ্টবোধ অনিদ্রা অরুচি এ সমস্তের যে আক্রমণ হয় সেটা তার রক্তমাংসে জড়িয়ে আছে। এর আর কোন প্রতিকার নেই।

বড় একটা দাঁও মেরে মোটা টাকা লাভ করে ভূপেশ একটা ঝক্ ঝকে নতুন গাড়ী কেনে। কিন্তু এমন সুন্দর দামী নতুন গাড়ী চালাবার আরাম, অন্য অনেক ধ্যাড়ধ্যেড়ে গাড়ীর ড্রাইভার-দের ঈর্ষাতুর দৃষ্টি, দশটাকা বেতন বৃদ্ধি কিছুই যেন খুসী করে না জীবনকে। কলকাতার রাস্তায় নতুন গাড়ী চালাতে তার যেন আরও বেশী ভয় করে, অস্বস্তি বোধ হয়।

সন্ধ্যা উচ্ছ্বসিত হয়ে গাড়ীর এবং ভূপেশের রুচির প্রশংসা করে। এই গাড়ী চড়ে আপিসে যাওয়া আসায় আনন্দে আরামে ও গর্ব্বে যেন প্রকাশ্য পথেই নেতিয়ে পড়তে চায় ভূপেশের গায়ে।

বোধ হয় এই জন্যই অথবা পুরাণো হয়ে যাওয়া তাকে আর ভাল লাগছিল না বলে অথবা অন্য একজনকে পছন্দ

সর্দি বসে যেতে দেবেন না, যদি মনে
হয় আপনার সর্দি লাগছে তবে এই
সুস্বাদু প্রতিষেধক দিয়ে সর্দি প্রতিরোধ
করুণ। সাধারণ পানীয় হিসাবে অথবা
বিপদে আপদে জরুরী শক্তিবর্দ্ধক
হিসাবে সর্ব্বদা এক বোতল হেওয়ার্ড্স্
রাম্ ঘরে রাখবেন।
প্রতি বোতল ১৬৷৷৵০ আনা
(কেবল বাংলা দেশে)
XXX
HAYWARD'S
FINE
EAST INDIA
CANE
RUM
হেওয়ার্ডস্
একমাত্র এজেন্ট : স্পেন্সার এ্যাণ্ড কোং লিঃ

হয়েছে বলে, কাজের চাপ আর সময়ের অভাবের অজুহাতে ভূপেশ সন্ধ্যাকে রাস্তায় বাড়ী থেকে তুলে নিয়ে আপিস যাওয়া আর তাকে বাড়ী পৌঁছে দেওয়া বন্ধ করে।

নলিনীকে আপিসে চাকরী না দিয়েই বিকালের দিকে বাড়ী থেকে তাকে তুলে নিয়ে সিনেমায় হোটেলে যায়।

সুপ্রিয়া আর তার ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জায় চাকচিক্য, সিনেমা দেখা, বন্ধুদের বাড়ীতে এনে হৈ চৈ করা বেড়ে গেছে।

সকলেই ফুর্তিতে ডগমগ—অন্ততঃ বাইরে থেকে দেখলে তাই মনে হয়। মুখ শুধু শুকনো আর ক্লিষ্ট জীবনের। বাড়ীর সবাই নতুন গাড়ী চেপে মজা করতে যেতে চায়।

বড় ছেলে মোহিত আর মেজ মেয়ে নলিনী দুজনেই সেদিন সকালে ভূপেশের কাছে প্রায় একসঙ্গে দরবার করতে যায় যে দুপুর বেলা দু'ঘণ্টার জন্য গাড়ীটা চাই।

ভূপেশের বড় মেয়ে মোহিনী বিধবা। ভূপেশের কাছে প্রথমে গিয়েছিল নলিনী। টের পেয়েই মোহিত তাড়াতাড়ি গিয়ে হাজির হয়।

বলে, আমার আজকে গাড়ী চাই-ই বাবা।

নলিনী হেসে বলে, আমি আগেই বাগিয়ে নিয়েছি।

দুজনে বেধে যায় প্রচণ্ড কলহ। যেন আঁচড়া আঁচড়ি কামাড়কামড়ি হয়ে যাবে!

ভূপেশ এক ধমকে তাদের ঠাণ্ডা করে দিয়ে বলে, আজ একজন কাল একজন নাও না। গাড়ী কিনে ঝকমারি হয়েছে। এমন কি জরুরী কাজ তোমাদের যে আজ গাড়ী না হলেই চলবে না! তুই তো বন্ধুদের নিয়ে বেড়াতে যাবি, মোহিত যখন বলছে ওর জরুরী কাজ আছে, আজ ও-ই গাড়ী নিক। তুই কাল বেরোস।

ভূপেশ ধমক দিয়ে কথা কইলে ছেলেমেয়েরা আর মুখ খুলতে সাহস পায় না। সেকালের রাজার হুকুমের মতই তার কথা নীরবে মেনে নেয়॥

শারদীয়ার আনন্দ অভিভাষণ গ্রহণ করুন

কমলালয় ষ্টোর্স লিঃ

বিখ্যাত বিভাগীয় বিপণি

কলিকাতা

তখন ধীরে ধীরে আসে মোহিনী। বিধবার সাদা বেশেও যে এমন চাকচিক্য আনা যায় তাকে না দেখলে সেটা ধারণা করা কঠিন।

সে ম্লানমুখে বলে, বাবা, আমি আজ নতুন গাড়ীটা নিয়ে একটু বেরোব। আজ ওনার মৃত্যুদিন। ওঁর মা ভাইবোনদের সঙ্গে দেখা করে আসব।

ভূপেশ বলে, ট্যাক্সিতে গেলে হয় না?

না আমার গাড়ীটা চাই।

তবে আর কথা কি।

ভূপেশ মোহিত আর নলিনীকে বলে, তোমরা কাল পরশু গাড়ী পাবে। এরকম সিরিয়াস ব্যাপারে আমি তো মোহিনীকে না বলতে পারি না। মোহিনী উদাসীনার মত বলে, আমায় একশোটা টাকা দিও বাবা।

বাপের একশো টাকা নিয়ে বাপের নতুন গাড়ীতে চড়ে মোহিনী বার হয়।

এ রাস্তাটা চওড়া এবং এটার নাম রোড, দেশের একজন নমস্য ব্যক্তির নামে। কিন্তু একটা দিক বন্ধ এ রাস্তাটায়।

বড় রাস্তার মোড়ে পৌঁছবার আগেই জীবন জিজ্ঞাসা করে, কোনদিকে যাব।

মোহিনী মুচকে হেসে বলে, যেদিকে তোমার খুসী।

সাদার্ণ ব্যাঙ্ক লিঃ

(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)

—: হেড অফিস :—

২৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।

ফোন—ব্যাঙ্ক ৫৯৮৯

—ব্রাঞ্চ—

বড়বাজার, শ্যামবাজার, ভবানীপুর, বসিরহাট ও খুলনা

সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কার্য্য করা হয়।

শ্রীযুত এন, ব্যানার্জ্জী এম, এ

জেনারেল ম্যানেজার

—মশাই বনগাঁ মেইলের এত দেরী কেন বলতে পারেন ?
—আজকে যে গার্ডসাহেবের ছেলের অন্নপ্রাশন। আগের স্টেশনে সবাইকে মিষ্টি মুখ না করিয়ে গার্ডসাহেব গাড়ী ছাড়বেন ?

জীবন বল্লে, কোথায় যাবেন না বললেন—

মোহিনী বল্লে, বললাম তো তুমি যেখানে নিয়ে যাবে আমি সেইখানেই যাব। এখানে গাড়ী থামিয়ে রেখোনা, পাড়ার লোক দেখছে।

পিছনের সিট থেকে সামনে ঝুঁকে একশো টাকার নোট সে জীবনের বুক পকেটে গুঁজে দেয়।

নিশ্চিন্ত হয়ে সিটে বসে বল্লে, রাত দশটা হোক এগারটা হোক, গাড়ী নিয়ে ফেরার জন্য ভেবোনা। আমি সামলে দেব, তোমার কোন দোষ হবে না। বলব যে একটু সভাটভা হয়েছিল, স্মৃতিপূজা হয়েছিল, তাই ফিরতে পারি নি।

বুক পকেট থেকে নোটগুলি বার করে জীবন মোহিনীর কোলে ছুঁড়ে দেয়। বল্লে, আমার মাথা ঘুরছে, গা গুলোচ্ছে, চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। আজ গাড়ী চালাতে গেলেই এ্যাকসিডেণ্ট হবে।

আপনি কি আজ ম্যাকলীনস্ দিয়ে দাঁত মেজেছেন?

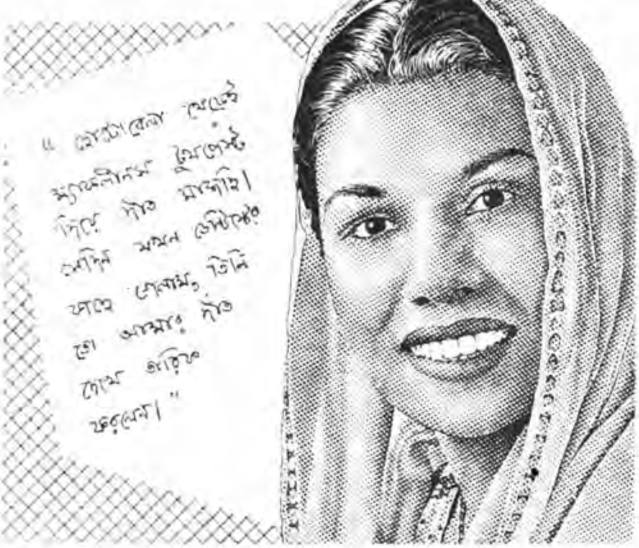

তিনি যে সত্যিকারের ভালো টুথপেস্ট ব্যবহার করেন সে তো তাঁর উজ্জ্বল হাসি আর ঝকঝকে দাঁত দেখেই বোঝা যায়। ম্যাকলীনস পারক্সাইড টুথপেস্ট ব্যবহার করলে শুধু যে দাঁত পরিষ্কার হয় তা নয় মাড়িও সুদৃঢ় হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাসও সুরভিত হয়ে ওঠে। আপনিও ম্যাকলীনস দিয়ে দাঁত মাজতে শুরু করুন এবং আজ থেকেই প্রতিদিন দু' বার করে ম্যাকলীনস টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজুন।

এখন বড় এবং বিশেষ সুবিধাজনক দরে আরো বড় মাপের টিউব বিক্রি হচ্ছে।

দাঁত ঝকঝকে করে

ব্যবসা সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য লিখুন:

জে. এল. মরিসন সন অ্যাণ্ড জোনস্ (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড

পোস্ট বক্স ৮৫২৭, বোম্বাই ২৬ • পোস্ট বক্স ৩৮৭, কলিকাতা • পোস্ট বক্স ১৩৭০, মাদ্রাজ

HTY-12 BEN.

গাড়ী ঘুরিয়ে আনার জন্য বড় রাস্তায় তাকে যেতে হয়। বড় রাস্তায় গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে সে মোহিনীকে নামিয়ে দিয়ে গ্যারেজে গাড়ী ঢুকিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

গায়ের জ্বালায় বানিয়ে বানিয়ে মোহিনী কি বলে সে-ই জানে, খানিক পরেই ভূপেশ জীবনকে ডেকে পাঠায়। জীবন গিয়ে ছাখে রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছে ভূপেশ।

সে গিয়ে দাঁড়াতেই যা-তা গালাগালি সুরু করে পায়ের চটি খুলে হাতে নেয়।

কিন্তু তার মুখ আর হাত থেমেও যায় আচমকা। সে বোধ হয় কল্পনাও করে নি যে নিরীহ শান্ত প্রকৃতির জীবন এমন ভাবে রুখে উঠতে পারে।

জীবন বলে, আমারও মুখ আছে, পায়ে জুতো আছে ভুলবেন না।

কি স্পর্দ্ধা মানুষটার!

কিন্তু আর গালাগালি দিতে সাহস হয় না ভূপেশের, তার বড় ছেলে বলে, তোমায় আমরা পুলিশে দেব।

জীবন বলে, তা দিতে পারেন। একটা কিছু মিথ্যা দাঁড় করালেই হল। সেটা আপনাদের জানা আছে।

ভূপেশ বলে, তুমি এই দণ্ডে বেরিয়ে যাও।

—আমার মাইনে চুকিয়ে দিন।

—মাইনে পাবে না।

জীবন ধীরে ধীরে বলে, দেখুন, একটা কথা ভুলবেননা। ড্রা ই ভা র অনেক ভিতরের কথা জেনে যায়। আমি অনেক ব্যাপার জানি, ফাঁস করে দিলে মুস্কিলে পড়বেন।

মাইনে নিয়ে ছোট্ট সুটকেশ আর বিছানার বাণ্ডিল হাতে জীবন রাস্তায় বেরিয়ে যায়।

কোথায় যাবে ঠিক নেই, আরেকটা চাকরী জুটিয়ে নিতে কদিন লাগবে জানা নেই কিন্তু রাস্তায় নেমে দাঁড়িয়ে জীবন মনে প্রাণে একটা অদ্ভুত রকম স্বস্তি অনুভব করে।

ভিতরে একটা বিশ্রী কষ্টকর চাপ যেন হঠাৎ কমে গেছে, একেবারে হাল্কা হয়ে গেছে দেহমন।

এত স্পষ্ট হয় অস্বস্তি কেটে গিয়ে স্বস্তি বোধ, একটা দুঃসহ বন্ধন থেকে মুক্তিলাভের আনন্দ যে জীবন সত্যাই আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

একটা সস্তা হোটেলে গিয়ে ওঠে। তক্তপোষে বিছানাটা পেতে ঠিকঠাক করে নিতে নিতে ওই আরামটাই যেন গাঢ় ঘুম হয়ে ঘনিয়ে আসে।

বিছানায় শোয়ামাত্র গভীর ঘুমে সে অচেতন হয়ে যায়। সন্ধ্যাবেলা ঘুম ভাঙ্গতে মনে হয় শুধু স্বস্তি নয়, একবেলা ঘুমিয়ে শরীর মন যেন তাজা হয়ে উঠেছে।

পরদিন সে কুমুদের কাছে যায়।

বলে ডাক্তারবাবু, আপনি ঠিক বলে-ছিলেন আপনাদের কি ভুল হতে পারে! আমি সত্যি একটা মস্ত পাপ করছিলাম কিন্তু নিজেকে অন্যরকম বুঝিয়েছিলাম বলে ধরতে পারি নি।

কুমুদ বলে, এখন ধরতে পেরেছ?

—পেরেছি বৈকি। প্রায় চারবছর ধরে আমি একটা মহাপাপী বদলোকের কাছে চাকরী করছিলাম। প্রথমে তবু পদে ছিল, তারপর কতরকম অকাজ কুকাজ যে করেছে, কত লোকের ঘাড় ভেঙ্গেছে! বাড়ীর ছেলেমেয়েগুলি পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে বজ্জাত হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সব জেনেও নিজেকে কি বোঝাতাম জানেন? আমি ড্রাইভার, আমি খেটে পয়সা রোজগার করছি, ও লোকটা কি করছে না করছে আমার তা দেখবার দরকার কি! কাল একটা ঘটনা হয়ে আমাকে কাজ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আয়ুর্বেদীয় ঔষধের অন্যতম প্রতিষ্ঠান

নবশক্তি ঔষধালয়

২৯৬-এ, আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

ফোন— বড়বাজার ৬০৫২

সমস্ত ঔষধই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রানুযায়ী প্রস্তুত ও অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে গ্যারান্টি দেওয়া। আমাদের নিম্নলিখিত ঔষধগুলি সর্বজনবিদিত—

দুর্বলতায়	হাঁপানিতে	ম্যালেরিয়ায়
শক্তিসিন্ধু রসায়ন	শ্বাসকাসারিষ্ট	মহাশক্তিসুধা
বাতরোগে	সর্দিকাশিতে	শিরোরোগে
বাতসংহারক তৈল	বাসারিষ্ট	হিমবিন্দু তৈল

চ্যবনপ্রাশ

প্রতি সের ১২৲ টাকা

কবিরাজ শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন

এখন বুঝতে পারছি ওদের অত বজ্জাতি আমার সইছিল না। গাড়ীতে চেপে হাজার হাজার লোকের ঘাড় ভাঙ্গার ব্যবস্থা করতে যাবে, গরীব নিরুপায় মেয়ের সর্ব্বনাশ করতে যাবে—গাড়ী চালাব আমি কিন্তু ভাবব যে আমি তো কিছু করছি না—সে হয় না।

কুমুদ একটু হাসে।

জীবন বলে, আর চিকিৎসার দরকার হবে না। আমার রোগ আরাম হয়ে গেছে।

কার্ডটা রেখে দিন সময়ে উপকার আসবে।

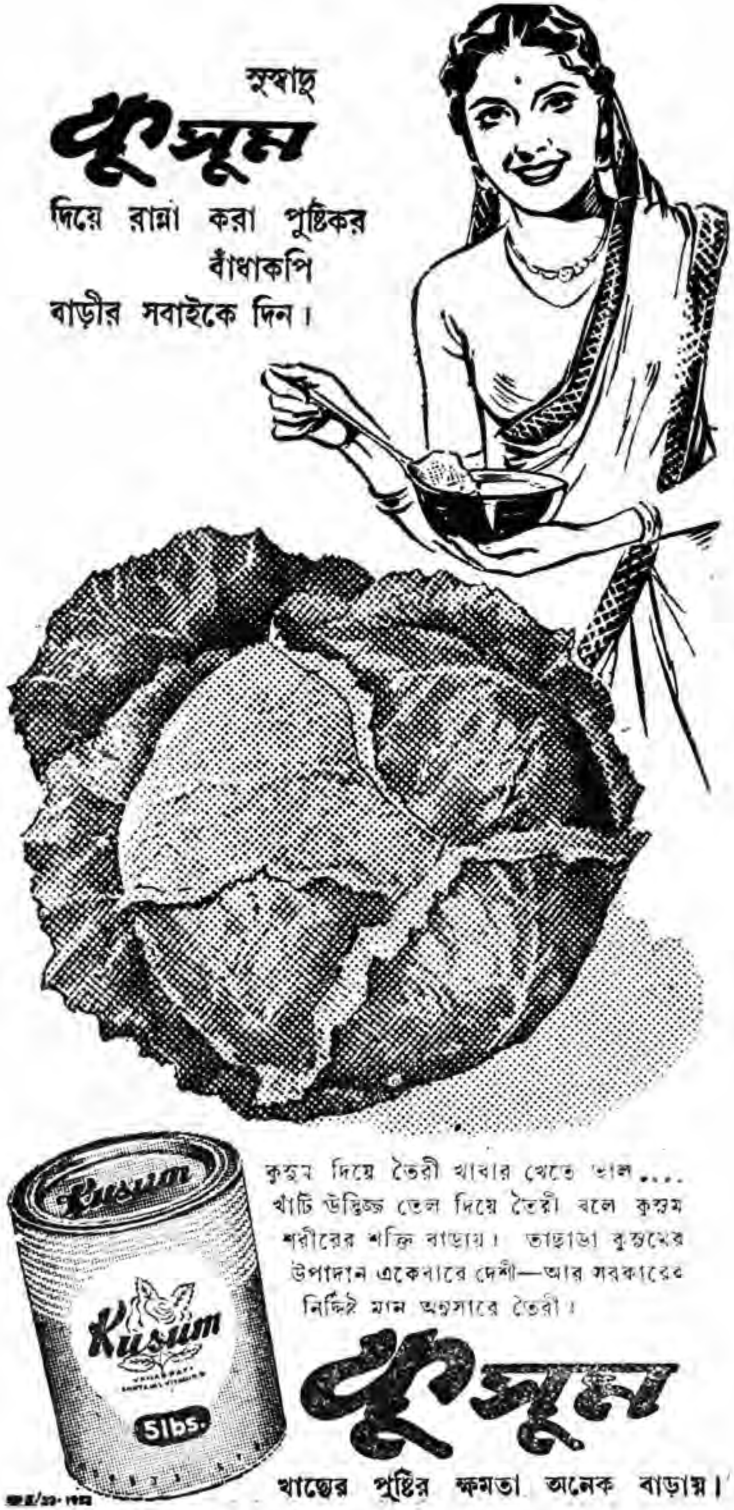

সুস্বাদু
কুসুম
দিয়ে রান্না করা পুষ্টিকর
বাঁধাকপি
বাড়ীর সবাইকে দিন।
Kusum
Kusum
5lbs.
কুসুম দিয়ে তৈরী খাবার খেতে ভাল....
খাঁটি উদ্ভিজ্জ তেল দিয়ে তৈরী বলে কুসুম
শরীরের শক্তি বাড়ায়। তাছাড়া কুসুমের
উপাদান একেবারে দেশী—আর সরকারের
নির্দিষ্ট মান অনুসারে তৈরী।
কুসুম
খাদ্যের পুষ্টির ক্ষমতা অনেক বাড়ায়।

পুজোয় যাচ্ছ যখন কাশ্মীরটা ঘুরে এস!
বাইরে যাচ্ছেন? নৈনিতাল চলে যান
পুরী যা, জগন্নাথ দর্শন করে আয়!
অজন্তা মিস করবেন না, বলে দিলুম!
তার চেয়ে বড়দির ওখানে টাটায় যাই চলো!
কোথাও না। এই ঘরেই ছুটিটা কাটিয়ে দেবো!

PUJA GREETINGS

FROM

AUSTIN

AUSTIN DISTRIBUTORS LTD.

19, CHOWRINGHEE RD.

CALCUTTA

Telegram : **AUSDIS** Phone : **City 6027**

আলোছায়া

হিন্দী ফিল্মের গান ও তার সিচুয়েশন

শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

প্রাণহীন দেহ একছার দেখা যায়, কিন্তু গানহীন হিন্দী ছবি দেখা দূরের কথা ভাবাই যায় না, তার কারণ হিন্দী ছবির প্রযোজকরা গানটাকে এনটারটেনমেন্টের অন্যতম অংশ বলে মনে করেন অতএব গান দাও, যেখানে খুশি যখন খুশি দাও, এবং দর্শক সমাজও খুশি হয়ে খোস মেজাজে এনটারটেণ্ড হবে।

আমরা যেমন ছবির গল্পকে ও সেই গল্পের নাটককে প্রাধান্য দিই, এবং চিত্র-নাট্যের বিশ্লেষণ-কালে যেখানে গানের নেহাৎই প্রয়োজন সেখানে দেবার চেষ্টা করি, হিন্দী ছবিতে শুনছি উল্টো, ওখানে প্রথমে গানের সিচুয়েশন ভাবা হয়, এই ভাবার পর গানের টিউনিং হয়। টিউনিং ও সিচুয়েশনের সম্মান রেখে গান রচনা হ'ল। কোন কোন ক্ষেত্রে কি রকম সেটে গানের পিকচারাইজেশন ভেবে এবং যে অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে কনট্রাক্ট করা হয়েছে, তাদের কল্পনা করে গানের লাইন লেখা এবং সময় সময় সুরও দেওয়া হয়। এরপর ডিরেকটারকে বলা হল, এই সিচুয়েশনে এই এই আর্টিষ্ট দিয়ে আমরা ইতিমধ্যে ছবি তুলে রেখেছি, এবার আপনি একটি কাহিনী-রূপ সূতো দিয়ে এই সব গানের সিচুয়েশনের মালা গাঁথুন। অর্থাৎ দেহের মাপ অনুসারে জামা হবে না, জামার সাইজ মত দেহ চাই, অনেকটা রেডিমেড জামার দোকানের মত।

সাধারণতঃ কি রকম বিভিন্ন সিচুয়েশনের গান ওরা তুলে রাখে, তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—তার আগে স্থির হোক, কে নায়ক এবং নায়িকা।

অশোককুমার, দিলীপকুমার, রাজ কাপুর, দেবানন্দ, এদের যে কোন একজনকে নায়ক ; নায়িকার বেলায়—নার্গিস, সুরাইয়া, মধুবালা, গীতাবলি—এদের মধ্যে যে কোন একজনকে ভেবে নিন। আমি সুবিধার জন্যে কেবলমাত্র নায়ক এবং নায়িকা বলে সম্বোধন করব।

আপনি ডাইরেকটার—আ প না কে নিচের এই সিনগুলো প্রডিউসার প্রজেক্ট করে দেখাল—

প্রথম দৃশ্য।

একটি স্টেজ। নায়িকা কতকগুলি মেয়ের সঙ্গে যৌন স্কার্ট ছড়িয়ে গান গাইছে—

সকলে। তুমি আর আমি

নায়িকা। তুমি বউ আমি স্বামী,
তুমি, আমি, তুমি আমি,

সকলে। তুমি আর আমি।

নায়িকা। এখানে ওখানে
এই দুনিয়ার দোকানে
আমি গাউন তুমি জামি
তুমি আমি, তুমি আমি,

সকলে। তুমি আর আমি।

হঠাৎ নায়ক বক্সে বসে দেখছিল, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে গাইতে লাগল।

নায়ক। তুমি আর আমি
আমি বক্স তুমি স্টেজ,
আমি পাখী তুমি 'কেজ'

চণ্ডিদাস আমি—(নিজেকে দেখিয়ে)
তুমি সেই রামী।

ষ্টেজের নায়িকাও সদলবল গাইতে লাগল—

তুমি আর আমি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

একটি সুন্দর দোতলা ব্যালকনিওলা

বাড়ি। গেট খুলে নায়ক ঢুকে ওপরের দিকে তাকিয়ে সিটি মারল। নায়িকা (পরণে গাউন) ব্যালকণিতে এসে দাঁড়াল। স্যুট পরিহিত নায়ক ভলি বল পাস করার মতন করে হাত তুলে গাইতে লাগল—

নায়ক শোন শোন মিস্!

নায়িকা ব্যালকনিতে ঝুঁকে গান গেয়ে উত্তর দিলে—

নায়িকা। খিড়কি দুয়ারে তুমি
দিও নাকো শিস্।

নায়ক। কেন কেন মিস?

নায়িকা। তুমি বড্ড হাবা
শুনতে পাবে বাবা
চুপটি করে ঘাপটি মেরে
(কণ্ঠ) কইরে ফিস্ ফিস

নায়ক। বারে আমার মিস
পারিনে যে থাকতে
মনটা কোথায় রাখতে
তোমার ঠোঁটে জেগে ওঠে
মনক্কা কিসমিস

নায়িকা কেবল চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বলবে—ইস্‌।

নায়ক। শোন শোন মিস—
এই বলতে বলতে উঠে গেল

তৃতীয় দৃশ্য।

একটি বাগানে, যেখানে নায়ক নায়িকা ডুয়েট গান গাইছে। (হ্যাঁ একটা কথা বলে রাখা দরকার। নায়ক এখানে যাত্রা দলের রাজার মতন কিংখাপের জামা পরে থাকবে, নায়িকা স্ল্যাক্স ইত্যাদি পরবে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সাধারণতঃ যতগুলো গাছের ডাল থাকবে, গানের ততগুলো স্ট্যানজা থাকবে।

দুজনে। দু'জনকে চায় দু'জনারে—
লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা লারে!

সার্কাসে বাঘ সিংহের খেলায় যেমন বাজনা বাজে সেইরকম Interlude music বাজতে সুরু হল, নায়িকা আনিমানি ঘুরতে ঘুরতে একটা ডাল ধরে গান ধরল—

ও-ও-লারে লাপ্পা
তুমি কেন দিলে ধাপ্পা
বলিছেলে দেখে দেবে লেক বাজারে

দুজনে। লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা লারে।

এবারে নায়ক বোকার মতন এগিয়ে গিয়ে একটা গুলতির প্যাটার্ণের ডালের ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে গান ধরলে—

ও-ও-লারে লাপ্পা
তুমি কেন রেগে খাপ্পা
অ্যাটারের সম এসো এ হিয়ার আরে,

দুজনে—
লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা লারে

এই রকম আরও অনেক স্ট্যানজ

এই উপ-মহাদেশে বছরে ২০ লক্ষের বেশী লোক ম্যালেরিয়ায় মারা যায়

ভেবে দেখুন, শুধু ম্যালেরিয়াতে যারা মারা যায় তাদের সংখ্যাই এই, আর ম্যালেরিয়াতে ভুগে ভুগে শক্তিহীন হয়ে যারা অন্য রোগে মারা যায় তাদের কথা ধরলে এই ভয়ানক মৃত্যুসংখ্যার তাৎপর্য আরও কত বেশী হয়। ম্যালেরিয়া হওয়ার ভয় সব সময়েই আছে — সামান্য একটি মশার কামড়ই এই রোগ হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একে আপনার কিছুতেই অবহেলা করা উচিত নয়।

আজকাল ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচাতে পারে 'প্যালুড্রিন'। একটি বড়ির দাম এক আনা — সপ্তাহে একদিন একটি বড়ি খেলে ম্যালেরিয়ার সাধ্য নেই যে আর কাছে ঘেঁষে। সপ্তাহে মাথাপিছু মাত্র এক আনা খরচ — আপনার উচিত এই সামান্য খরচে বাড়ীর সবাইকে ম্যালেরিয়া থেকে রক্ষা করা। সেবনবিধি নীচে দেওয়া হল।

ম্যালেরিয়ার লক্ষণ কি ?

প্রথমে শীত করে ও কাঁপুনি আসে, তারপরে জ্বর আসে ও শেষে ঘাম দেখা দেয় — সারা গায়ে ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন। তিনিই আপনাকে বুঝিয়ে দেবেন ম্যালেরিয়া হলে দু'চার দিনের মধ্যেই 'প্যালুড্রিন' কি ক'রে তা দূর করে এবং শুধু তাই নয়, তার ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত থেকেও রক্ষা করে।

আসল 'প্যালুড্রিন' স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে বন্ধ কাগজের খাম মোড়কে পাওয়া যায় — একটি বড়ির দাম মাত্র এক আনা।

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়ার যম

সেবন বিধি

জ্বর অবস্থায় : পূর্ণ বয়স্কদের ও ১২ বছরের উপর ছেলেমেয়েদের ১টি বড়ি, ৬ থেকে ১২ বছর বয়স পর্যন্ত আধ বড়ি, ৬ বছরের নীচে সিকি বড়ি — যে পর্যন্ত না জ্বর বন্ধ হয় প্রত্যহ এই মাত্রায় খেতে হবে।

জ্বর প্রতিরোধের জন্য :

উল্লিখিত মাত্রায় প্রতি সপ্তাহে একবার একটি নির্দিষ্ট দিনে খেতে হবে।

মনে রাখবেন, 'প্যালুড্রিন' খেতে হয় আহারের পর এবং 'প্যালুড্রিন' খাওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে জল বা দুধ খেতে হয়।

ICI

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ (ইণ্ডিয়া) লিঃ

থাকবে, আর দিলাম না। তবে একটা জিনিষ ভুল করবেন না এগুলো সব হাসির গান নয়, খুব সিরিয়াস গান।

চতুর্থ দৃশ্য।

একটা বিরাট হলের মতন খুব সাজানো ঘর। নায়িকা কালো জর্জেট পরে গ্লিসারিন চোখে দিয়ে কেঁদে কেঁদে এক একটা থাম ধরে ধরে গাইছে। এখানেও যতগুলো থাম, ততগুলো গানের ষ্ট্যানজা, গানের interlude music যদিও ওই সার্কাসমার্কা কিন্তু সুরটা করুণ—একটি থাম ধরে নায়িকা গাইল—

নয়নেতে অশ্রু আকাশেতে হিম্
ডিম্ ডিমা ডিম্ ডিমা ডিম।

নায়িকা আরেকটা থামের দিকে এগিয়ে গিয়ে, দ্বিতীয় থামটা ধরে গাইল—

ডিম্ ডিমা ঢোল নয় বাজে মোর বুক
ধুক পুক-ধুক
দুখ সুখ দুখ
মন উজ-বুক
ধুক পুক ধুক।

আবার তৃতীয় একটি থামের দিকে এগিয়ে গেল—এই এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে interlude musicটা বাজবে। নায়িকা গাইছে—

রিম্ ঝিমা রিম ঝিমা রিম,
রিম ঝিমা মল নয় বাজে মোর মন
ঝন ঝন ঝন
হাসি ও কাঁদন
মাথা ঝন ঝন
ঝন ঝন ঝন

বিবেকটা ঢোক গিলে খায় হিম সিম
রিম ঝিমা রিম ঝিমা রিম

আরেকটা থাম ধরে—
ডিম ডিমা ডিমা ডিম।

পঞ্চম দৃশ্য।

ওদিকে নায়কের দু'হাত বেঁধে একটা ষণ্ডা মত লোক চাবকাচ্ছে—নায়ক বিলাতি সিম্ফনি মিশ্রিত দরবারী কানাড়া সুরে গাইছে—

ব্যথা দিয়ে সুখ পাও
দাও দাও ব্যথা দাও
দুখ দিয়ে তুমি প্রিয়ে
সেই হাসি হাসবে
কবে বল আসবে।

(গানের তালে তালে চাবুক পড়ছে)

আকাশেতে কত তারা
আমি একা সাথী হারা
এ আঁধারে মোর দ্বারে
কবে এসে কাসবে।
বল কবে 'আসবে.

ষষ্ঠ দৃশ্য।

এর পর দেখা যাবে একটা হাফ-প্যাণ্টের ওপর হাওয়াই শার্ট পরে কাতলা মাছের মতন মোটা একজন (এটা গোপ টোপ করবে) আরেকটি ট্যাংরা মাছের মতন অর্দ্ধ উলঙ্গ নারী (কাকু টাকু হতে পারে) হিষ্টিরিয়া রুগীর মতন হাত পা ছুঁড়ে গাইছে—

দুজনে। —দিন্ দিনাকি বুবলা বু
কাতলা। দিন দিনাকি
ধিন ধিনাকি বুব্লা
মোটা ইয়া ছুবলা
ট্যাংরা। উড়িয়ে দেব ফুঁ।
দুজনে। সিন্ সিনাকি বুব্লা বু
ট্যাংরা। সিন সিনাকি
ফিন ফিনাকি বুবলা
সাপের মতন ছুবলা।
কাতলা। হিয়ার ব্যাং করবে নাকো টু
দুজনে। সিন সিনাকি বুবলা বু।

সপ্তম দৃশ্য।

হঠাৎ দেখা যাবে হাজার হাজার জনতা নিয়ে একদিকে নায়ক, অপর দিকে নায়িকা দেশাত্মবোধক গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে। এবারে নায়কের পরণে ধুতি, পাঞ্জাবী, জহর জ্যা কেটে, গান্ধীক্যাপ। নায়িকা I N A-এর লক্ষ্মী স্বামিনাথমের মত ব্রিচেস পরে।

একদিকে নায়ক গাইছে—

এগিয়ে চল এগিয়ে চল—
দেশের যত ছেলে,

ওদিকে নায়িকা গাইছে—

মেয়ের দল এগিয়ে আয়
রঙীন পাখা মেলে।

সকলে একসঙ্গে—

থাকবে না ধনী নিঃস্ব
এক হয়ে যাবে বিশ্ব;
সকলেই গুরু শিষ্য
এ চলার পথে

সকলের সাথে দেব আজ প্রেম ঢেলে—

একদল এই গানের তালে তালে ব্যাণ্ড বাজিয়ে বাজিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে—

Mix to

অষ্টম দৃশ্য।

বিবাহের ব্যাণ্ড বাজছে, বিরাট প্রসেশন— বর বউ বেশে নায়ক নায়িকা। Mix to

নবম দৃশ্য।

একটি স্কুলের বাগানে নায়ক নায়িকা গাইছে নায়কের পরণে প্যান্ট আর কম্বিনেশন শার্ট, নায়িকার জর্জেট শাড়ী, ব্লাউজ, চোখে গগল্‌স। হঠাৎ তারা একটা দামী হুড খোলা মটোরে ছুটে এসে চড়ল—নায়িকা ড্রাইভ করছে, পাশে গরু চোরের মত নায়ক বসে। দু'জনে গান গাইছে।

নায়িকা—

তুমি যদি কেষ্ট হও আমি হব রাধা।

নায়ক—

ধোপানী হলে তুমি আমি আমি হব গাধা।

নায়িকা—

তুমি জল, আমি মাটী, দোহে মিলে কাদা।

নায়ক—

তুমি যদি বৌদি হও, আমি হব দাদা

অথবা

একটা চিতা জলছে। নায়ক কিংবা নায়িকা দাঁড়িয়ে আছে। সেই প্রথম গানটা ভেসে আসছে—

তুমি আর আমি
আমি বউ তুমি স্বামী।

এখন এই সব সিন দেখলেন! এবার আপনি গল্প করে এই সব সিনগুলো লাগিয়ে ছবি তুলুন। যদি প্রশ্ন করেন, সে কি করে সম্ভব? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ সম্ভব, এই রকম বহু ছবি আজকাল হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। আপনি যদি না পারেন, তাহলে আপনার কিচ্ছু হবে না ছবি কিন্তু হবে।

রেডিও

সব উৎসব - অনুষ্ঠানেই

প্রয়োজন

সমাগত উৎসব-আনন্দের দিনে নিকটতম ও প্রিয়তম আপনজনদের কথাই মনে পড়ে সবচেয়ে বেশি।

উপহার দিতে বা গৃহের আনন্দ পরিবেশনে জি-ই রেডিওই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল নির্ব্বাচন।

সকলের ক্রয়-ক্ষমতা ও রুচি অনুযায়ী সব রকম মডেলের ইলেকৃট্রিক ও ড্রাই ব্যাটারী সেট আমাদের আছে।

There is a GE Radio Dealer in all principal towns.

INTERNATIONAL GENERAL ELECTRIC CO., (INDIA) LTD.

BOMBAY — CALCUTTA — BANGALORE

IGE/3/B

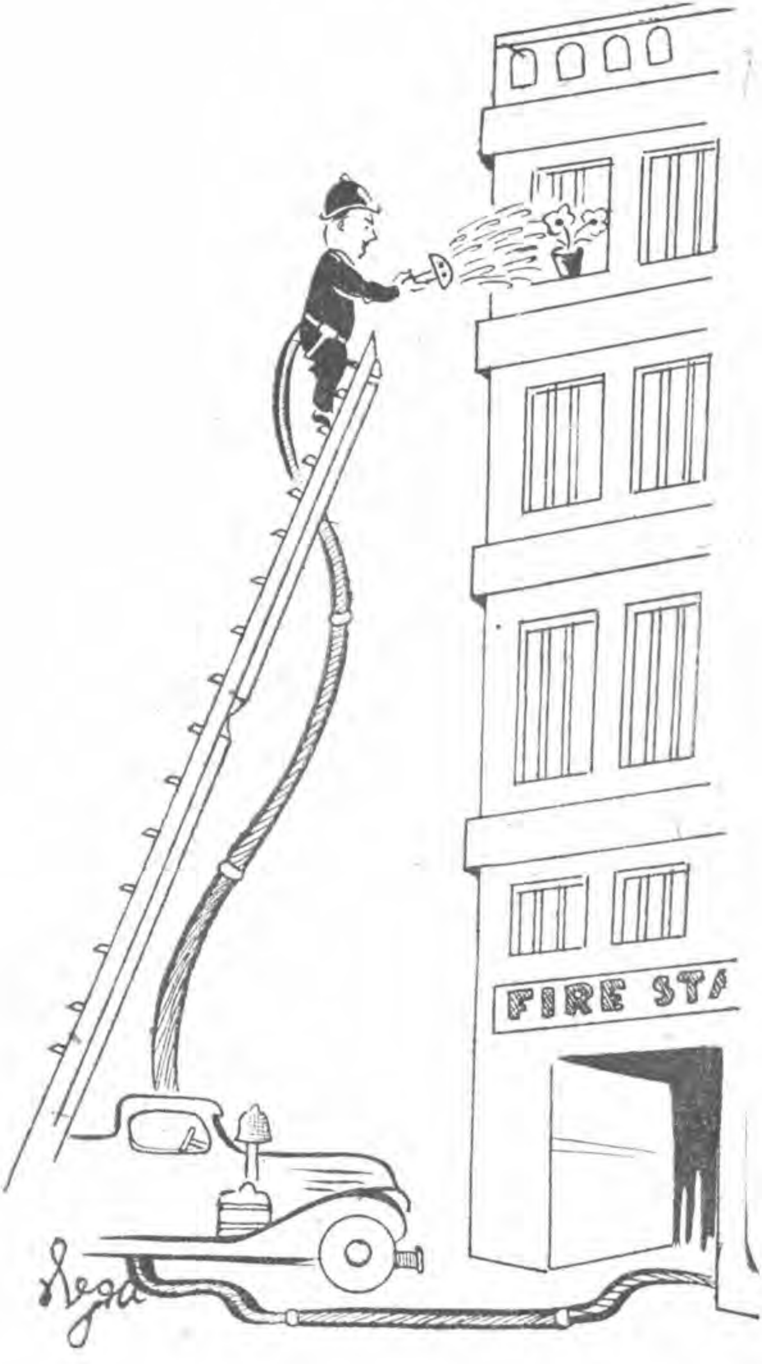
FIRE ST

প্রসিদ্ধ
আয়ুর্বেবদীয় কেশ তৈল
আয়ুর্বেদাচার্য্যগণ বলেন
'হিমকল্যাণ' কেশ প্রসাধনে
যেমন অদ্বিতীয়, বায়ুর প্রকোপ
(BLOOD PRESSURE)
প্রশমনেও ইহা অমোঘ।
হিমকল্যাণ
হিমস্নিগ্ধ কেশতৈল
হিমকল্যাণ ওয়ার্কস্ লিঃ। কলিকাতা

কমলাকান্তের
ষড়্দর্শন
(সাম্প্রতিকী সংস্করণ)
রেবতীভূষণ রেখায়িত
দেখিলাম —
লক্ষ্মী
বিদেশে দূতীয়ালীর চাকরী লইয়া চলিয়াছেন
সরস্বতী
আগামী মিস্ ইউনিভার্স প্রতিযোগিতার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত
গণেশ
জেট্ উড়োজাহাজে পাইলটের চাকরী লইয়া..
নন্দী ভৃঙ্গী — পাসপোর্টের আসামী
মহিষাসুর
ফুটবল মাঠে ট্রেনার
আর
নবকার্ত্তিক
নতুন পোষাকে
এসপ্ল্যানেডে বিচরমান

চতুরঙ্গ

চৌপদী ও চিত্রণে শৈলভূষণ ঘোষ

কালোমুলুকের কোলে হাতী –
জানিস না কি হাঁদা
আমি ইঁদুর – শাদা
বহুৎ দিনের মাহুত তোদের বলেন মালানদাদা!

ঝুটমুট ঝুঝাট বনাওয়া বা
গুজ্জুতে নোঙাশির বঙ্গীলরা
মগধকা জমিদারী, হুঁইপর দিগ্‌দারি
এতনা তুমারা হুয়া আস্পর্দ্ধা!

ঘরহারাদের একটু যদি হয়রানি হয় হোক তো
যেটুকু আর ছিল বাকি
এবার হবে পাকাপাকি
পাক-ভারতের মৈত্রী বাঁধন সাতপাকেতে পোক্ত।

কি.ম.প্র.আর সোশ্যালিকার ঘটেই যদি বিয়ে
বর বড়ো কি কনে
শুধু অকারণে
এখন থেকেই গবেষণা চলেছে তা নিয়ে।

সাতপাঁচ

জনগণ জাতীয় পতাকার যথাযোগ্য সম্মান না দেওয়ায় ভারত সরকার দুঃখের সঙ্গে এ বিষয়ে অবহিত হবার জন্য জনসাধারণের নিকট অনুরোধ জানিয়েছেন। কোন জাতীয় উৎসবের দিনে জাতীয় পতাকার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিধি-নিষেধ স্বভাবতই শিথিল করা হয়ে থাকে। তারই সুযোগে অনেক জায়গায় দেখা যায় ছেঁড়া বা বিবর্ণ জাতীয় পতাকা যেমন তেমনভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতঃপর ভারত সরকারের নিয়মাবলী অনুযায়ী ধর্মীয় উৎসব ও অপর কোন ক্ষেত্রে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা চলবে না। তাছাড়া বিজ্ঞাপন, সাইনবোর্ড প্রভৃতিও জাতীয় পতাকার যথেচ্ছ ব্যবহার শুধু জাতীয় পতাকার মর্যাদা হানিকরই নয়, জাতীয় পতাকার এরূপ ব্যবহার শাস্তিদানযোগ্য অপরাধ।

—

কাশ্মীর সম্বন্ধে যে যুক্ত বৈঠক গত সেপ্টেম্বর রাত্রিতে জেনেভায় শেষ হয়েচে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের নেতা ভারতীয় দেশরক্ষা সচিব শ্রীগোপালস্বামী আয়েঙ্গার ১১।৯।৫২ তারিখে সে সম্পর্কে বলেন, "আলাপ-আলোচনার পদ্ধতিতে আমি সন্তুষ্ট হয়েচি, তবে মূল সমস্যাগুলি সম্পর্কে আরও সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারায় আমি হতাশ হয়েছি।"

ইন্দোরের চন্দ্রশেখর নগরে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন আরম্ভ হয় গত ১২ই সেপ্টেম্বর। এই দিনের অধিবেশনে কমিটি মশরুওয়ালা প্রমুখ কংগ্রেস-কর্ম্মী-দের মৃত্যু, দক্ষিণ আফ্রিকার জাতি-বিদ্বেষ ও সত্যাগ্রহ, পররাষ্ট্র নীতি এবং টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে চারটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।···রাজ্য পার্লামেণ্টারী বোর্ড গঠন এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে মন্ত্রীদের সংখ্যা সংক্রান্ত বিষয়েও কমিটি আলোচনা করেন।···আইন

জীবনবীমা

জগতের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ বহু শতাব্দীর গবেষণা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, জীবন-বীমা পরিচালনার জন্য "যৌথ" প্রণালীই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই প্রণালীতে বীমাকারীরাই কর্তৃপক্ষ নির্ব্বাচন করেন ও পুঁজিবাদীদের হস্তক্ষেপ করার কোনও সুযোগ থাকে না। যাহা কোম্পানীর লাভ হয়, তাহা সম্পূর্ণই বীমাকারীরা পান। ফলে যৌথ প্রথায় পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের লভ্যাংশ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিক হয় ও চাঁদার হারও অনেক কম হয়। "ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল লাইফ এসোসিয়েশন লিঃ" এইরূপ যৌথ প্রথায় পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। গত ২৫ বৎসর ধরিয়া যৌথ নীতিতে পরিচালিত হইয়া এই প্রতিষ্ঠান আজ ভারতবর্ষে সর্ব্বোচ্চ হারে অর্থাৎ **প্রতি হাজারে প্রতি বৎসর ১১৲ টাকা হিসাবে** বোনাস দিতে সমর্থ হইয়াছে এবং চাঁদার হারও অনেক কম। বীমার সর্ত্তগুলিও বীমাকারীদের স্বার্থসুলভ করিয়া প্রণীত হইয়াছে।

জীবনবীমার সর্ত্তাবলী ও লোভনীয় এজেন্সীর জন্য অনুসন্ধান করুনঃ—

ইণ্ডিয়ান মিউচুয়াল

লাইফ এসোসিয়েশন লিমিটেড

১০, ক্লাইভ রো, কলিকাতা—১

মিঃ এস্, সি, মিত্র, এম এ

ডিভিস্যনাল ম্যানেজার

তেলের সেরা

নারায়ণ

মার্কা খাঁটি সরিষার তেল

বিশুদ্ধতার জন্য বিখ্যাত

স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়

বসন্তলাল হীরালাল অয়েল মিল্স্

হাথরাস ও আলিগড়

কলিকাতা ডিপো—৬৭।৪৪, ষ্ট্রাণ্ড রোড, ক্রস রোড ৮

ফোন ঃ জোড়াসাঁকো ৬৫৫১

সভায় কংগ্রেসী সদস্যদের সম্মেলনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত নেহেরু বলেন যে, আইন-সভার এবং আইন সভা বহির্ভূত কার্যকলাপের জন্য কংগ্রেসের দুটি শাখা আছে, যাঁরা এ কথা বলেন, তাঁরা সত্যের অপলাপ করেন। এখানে একটি অন্যটির পরিপূরক এবং একযোগে কাজ না করলে কোনটাই ভালভাবে চলতে পারে না। বড় বড় কথার তুবড়ী না ফাটিয়ে বড় বড় কাজে মন না দিলে বিরোধী দলগুলির হাতে কংগ্রেস নিষ্পেষিত হবে।...

—

বীরভূম জেলার রামপুর হাটে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর রবিবার পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় দু'হাজার প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেন। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, মহান ভারতের শিক্ষাব্রতীরা কোনদিনই অর্থলোলুপ ছিলেন না, আজও নেই। আজ রাষ্ট্রের নিকট যে দাবী, তা শিক্ষা ও শিক্ষকতার স্বার্থে জী ব ন ধা র ণে র ন্যূনতম দাবী। এ প্রশ্নের স মা ধা ন সরকারকে করতেই হবে। সুষ্ঠু নীতির উপর জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত না হলে, দেশের স্বাধীনতাকে সার্থক করা সম্ভব হবে না।

দি

ইউনাইটেড কমারশিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

কলিকাতা

অনুমোদিত মূলধন	—	৮ কোটী টাকা
বিক্রীত মূলধন	—	৪ কোটী টাকা
আদায়ীকৃত মূলধন	—	২ কোটী টাকা
সংরক্ষিত তহবিল	—	৬৭½ লক্ষ টাকা

জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)

বি, টি, ঠাকুর (জেনারেল ম্যানেজার)

ভারত, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, মালয় এবং হংকং এ শাখা অফিস ও সারা পৃথিবীতে এজেন্সী ব্যবস্থার দ্বারা ব্যাঙ্কটি ভারত ও বিদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেবা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।

Make your

PUJA SAMMILANI

the best ever—

Puja Greetings from GOODYEAR

—by offering your guests the ultimate in cool, luxurious comfort with

GOODYEAR *Pliofoam*

SUPER CUSHIONING

GOODYEAR

THE GREATEST NAME IN RUBBER

দাড়ি

শ্রীশতদল গোস্বামী

—একটা মজার গল্প শুনবেন স্যার ?

লেডি-হোস্টেলের সুপারিন্টেডেণ্ট মিস্ দত্ত যেন ওৎ পেতেই বসেছিলেন, কল্পনা রায়কে কলেজ থেকে ফিরতে দেখে তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, "দাঁড়াও কল্পনা, তোমার সঙ্গে কথা আছে।"

লেডি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে ঢুকল কল্পনা। ঘরের মধ্যে মিস্ দত্ত একা নন, পাড়ার স্বনামখ্যাত রাশভারী প্রবীন রায় বাহাদুর বিপুল সামন্ত মশায়ও সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। হোস্টেলের পাশেই তাঁর বাড়ি। তিনি এই হোস্টেলের একজন স্থায়ী হিতৈষী, এখানকার ক্ষুদ্র-বৃহৎ ব্যাপারে তাঁকে প্রায়ই মাথা গলাতে দেখা যায়।

একদল কৌতুহলী মেয়ে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। তাদের ফিস ফিসানি শুনে মিস্ দত্ত অত্যন্ত চটে গেলেন। চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে তিনি তাদের রীতিমত ধমকে দিলেন। তাঁর সাড়া পেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে থার্ড ইয়ারের সুমিতা সেনের পা মচকে গেল।

মিস্ দত্ত দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে রাগে গরগর করতে করতে যথাস্থানে এসে আবার বসলেন। তারপর সোজা-সুজি কল্পনার মুখের দিকে অগ্নি দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তোমার নামে

চন্দ্রকুমার জ্যোতিষ গণনালয়

৯৭, হাজরা রোড, কলিকাতা—২৬

হস্তরেখা বিশারদ, বাংলা ও হিন্দিতে নির্ভুল কুষ্ঠী, ঠিকুজী এবং

তান্ত্রিক মতে আশ্চর্য ফলপ্রদ কবচ প্রস্তুতকারক

পণ্ডিত **শ্রীঅধীররঞ্জন ভট্টাচার্য**

তান্ত্রিকাচার্য জ্যোতিঃশাস্ত্রী

পূজার শ্রেষ্ঠ উপহার—

মেট্রোপলিটানের একটি 'পলিসি'

মোট চলতি বীমা	—	২২,১০,৬১,০০০ টাকার উর্ধে
মোট বীমা	—	৩,৩২,০৮,০০০ টাকার উর্ধে
বীমা তহবিল	—	৩,০৩,৭৬,০০০ টাকার উর্ধে
নূতন বীমা	—	৭,৫১,৯০,০০০ টাকার উর্ধে

১৯৫১ সাল পর্যন্ত মোট দাবী শোধের
পরিমাণ ৭৫,৭৬,০০০ টাকার উর্ধে

দি

মেট্রোপলিটান

ইনসিওরেন্স কোং লিঃ

কলিকাতা

এম, এম, কেমিক হাউস লিঃ

হেড অফিস :—১৪৪।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

এই প্রতিষ্ঠানে প্রস্তুত

বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন ঔষধ

১। ম্যালোমিক ২। থিওমিক ৩। লিভোমিক
৪। ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ৫। উইনোমিক ৬। ক্যালভিট "সি"

কেমিক্যাল, ফারমাসিউটিক্যাল, বাইওলজিক্যাল এবং ইনডিজেনাস

ঔষধাদি প্রস্তুতকারক

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের প্রতি জেলায় ষ্টকিষ্ট ও এজেণ্টস
আবশ্যক—আবেদন করুন।

ম্যানেজিং এজেণ্টস **রিসার্চ্চ হোম লিমিটেড**

একটা গুরুতর অভিযোগ আছে কল্পনা।

"বেশ, জিজ্ঞেসা করুন।" ভীরু গলায় বলল কল্পনা।

"যে ছেলেটি তোমার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে আসে তার নাম কি?"

কল্পনা যেন আকাশ থেকে পড়ল, "আমার সঙ্গে ছেলে—দেখা করতে—আসে লুকিয়ে...এ আপনি কি বলছেন?"

মিস্ দত্ত ঠোঁট উল্‌টে বললেন, "অস্বীকার করবে তা জানি—"

বাধা দিয়ে কল্পনা বলল, "শুধু অস্বীকার করছিনা, প্রতিবাদ করছি। আপনি আমার নামে যা তা বলবেন না, মিস্ দত্ত!"

রায় বাহাদুর মুখ বেঁকিয়ে মন্তব্য করলেন, "গভীর জলের মৎস্য!"

মিস্ দত্ত গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "তুমি যে অন্যায় করেছ, তাতে তোমাকে আর এক মুহূর্তও এই হোস্টেলে রাখা চলে না। সুতরাং, তোমাকে নোটিশ দিচ্ছি—তুমি অবিলম্বে হোস্টেল ত্যাগ করবে। তোমার গার্জিয়ানকে এবং তোমাদের কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে কালই তোমার কীর্ত্তি কাহিনী জানিয়ে চিঠি দেব।"

কল্পনার সর্ব্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে। তার মুখ ফ্যাকাশে ও বিবর্ণ দেখাচ্ছে সে নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল, "আমার অপরাধ?"

পূজোর
প্রীতি-সম্ভাষণ

এবং শুভেচ্ছা জানাই — বৎসরের ভাবী দিনগুলি যেন শান্তি ও সমৃদ্ধিপূর্ণ হয়।

দি নিউ ইণ্ডিয়া এস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

৯, লায়ন্স রেঞ্জ, কলিকাতা

সর্বপ্রকার বীমার বৃহত্তম ভারতীয় প্রতিষ্ঠান

48 3480

—"গুরুতর!" রায় বাহাদুরের ধূর্ত্ত চোখ দুটি হিংস্র আনন্দে ধিক ধিক করে জলছে। তিনি কুৎসিত মুখভঙ্গী করে বললেন, "তোমাকে আর ন্যাকামী করতে হবে না। এতদিন ডুবে ডুবে জল খেতে পারলে, আর কি অপরাধ করেছ সেটা বুঝে উঠতে পারছ না? আহা! কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ পেয়েছি, সে-গুলি কি তুমি অস্বীকার করতে পারবে? লজ্জায় তোমার মুখ কালো হয়ে যাবে না?"

কল্পনা জিজ্ঞেস করল, "আমার বিরুদ্ধে কি প্রমাণ পেয়েছেন?"

মিস্ দত্ত বললেন, "তুমি হোস্টেলের যে-ঘরটি বেছে নিয়েছ, সেটা একতলায়, গলির ধারে। অথচ দোতলায় আলো হাওয়াযুক্ত আরো ভাল ঘর ছিল, কিন্তু তোমাকে উপরের ঘরে যেতে রাজী করানো যায়নি।"

"তার কারণ," কল্পনা বলল, "লেখা পড়ার সুবিধার জন্যে আমি নিরিবিলি একা থাকাটাই পছন্দ করি। উপরের ঘরে সে সুযোগ নেই।"

উৎসবে
উপযুক্ত
নির্ব্বাচন
টমের চা

রায় বাহাদুর চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "তা ছাড়া নিচের ঘরে বসে পরপুরুষের সঙ্গে অধিক রাত্রে লুকিয়ে মেলামেশা করারও যথেষ্ট সুবিধা রয়েছে যে! অবিশ্যি একটু ডানপিটে হতে হবে এই যা। নইলে ধরা পড়লে কেলেঙ্কারীর চূড়ান্ত। কিন্তু কথায় বলে, 'no risk, no gain.' তোমার দুর্জ্জয় সাহস দেখে আমরা বিমোহিত।"

কল্পনার চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে বেরুলো। উত্তেজিত কণ্ঠে সে বলল "আপনি এ-কি বলছেন! আমি, আমি

মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ
(সিডিউল্ড ব্যাঙ্ক)
ব্যাঙ্কিং কার্য্যের সর্ব্ববিধ সুবিধাদেওয়া হয়
চেয়ারম্যান:
রায় বাহাদুর এস, সি, চৌধুরী
হেড অফিস:
৭, চৌরঙ্গী রোড :: কলিকাতা
(মেট্রোপলিটান ইন্সিওরেন্স হাউস)

পরপুরুষের সঙ্গে অধিক মেলা মেশা করি ?”

“অস্বীকার করোনা, কল্পনা।”

“আমাকে অপমান করবেন না, রায় বাহাদুর! আপনি জানেন, মেয়েদের হোস্টেলে বিনা অনুমতিতে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ। কেউ দেখা করতে এলে মিস্ দত্তর অনুমতি লাগে।”

“কিন্তু দুনিয়ায় এমন দুঃসাহসী লোকও দু'একজন দেখা যায় যারা অনুমতির তোয়াক্কা রাখেনা।”

কল্পনা ঝাঁঝালো স্বরে জবাব দিল, “না, সে রকম লোকের সঙ্গে আমার আলাপ নেই। আপনার হয়ত থাকতে পারে। কিন্তু আমার ঘরে কে আসে না আসে অধিক রাত্রে পরপুরুষের সঙ্গে মেলা মেশা করি কিনা – আপনি ইচ্ছে করলে দরোয়ানকে ডেকে জেরা করতে পারেন। রামসিং নিশ্চয়ই মিছে কথা বলবে না ?”

রায় বাহাদুর বললেন, “রামসিং বিশ্বস্ত লোক জানি, কিন্তু যে যুবকটি তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে, সে এতই সতর্ক যে, রামসিংকে জানিয়ে সদর দরজা দিয়ে আসে না, তাকে গলিপথে আসতে হয় এবং জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। তুমি নিশ্চয়ই জান যে, জানালার একটা

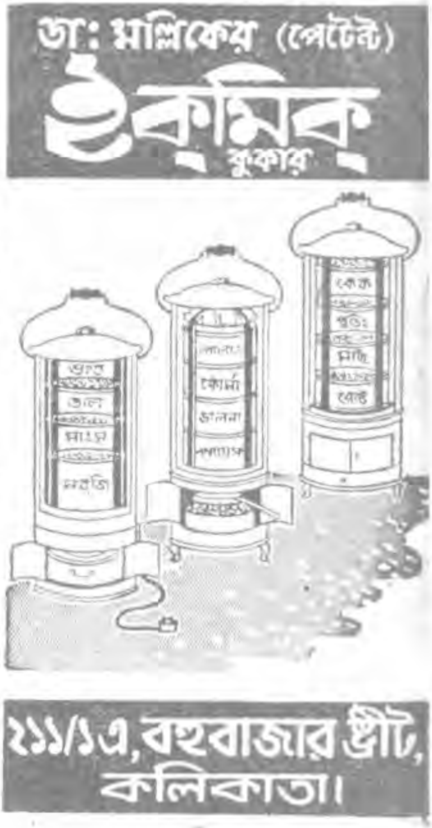

ADD

a NEW extra value to your
outdoor publicity programme
by advertising on the West Bengal
STATE TRANSPORT BUSES

For rates & other particulars
Please contact

Sole Advertising Agents
THE PUBLICITY SOCIETY OF INDIA LTD.
1, Waterloo Street, Calcutta-1

P. O. Box No. 2081 Phone : City 1273

TELEGRAM—DYNOLIGHT. PHONE: BANK 2380

For
CYCLES
and
ACCESSORIES
consult
GOSWAMI & CO.
14. BENTINCK STREET
CALCUTTA-1

শিক ভাঙ্গা ? অথচ, চট করে বুঝবার উপায় নেই।

"না, জানি না। শিক ভাঙ্গা আছে, কি নেই—সে খবরে আমার প্রয়োজন কি ? সে দেখবে চাকর দারোয়ান।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত করে মিস্ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার আশাকরি যুবকটির পরিচয় জানতে তোমার দ্বিধা হবে না।"

"কোন যুবকটি ?" পাল্টা প্রশ্ন করল কল্পনা।

"যে যুবকটির সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এবং দুর্ভাগ্যক্রমে যাকে কাল গভীর রাতে তোমার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা করতে দেখেছি—তার পরিচয়ই জানতে চাইছি, কল্পনা। আরো প্রমাণ চাই ? আচ্ছা, দিচ্ছি শোন। ছেলেটি স্যুট প'রে এসেছিল, মাথায় ছিল টুপি, হাতে ছড়ি, চোখে রিমলেশ-চশমা এবং আর একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল তার মুখে—ফ্রেঞ্চকাট্ দাড়ি এবং নাকের নীচে ছোট্ট গোঁফ। কেমন, মিলছে তো ?" রায়

টুয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরী ফক্সের চিত্র "লীডিয়া বেলী" শীঘ্র ই গ্লোব থিয়েটারে মুক্তিলাভ করিবে।

বাহাদুর চুরুট ধরাতে ধরাতে বললেন, "কি করে দেখেছি, তাও বলছি শোন আমার বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়ালে তোমার ঘরের একটি অংশ স্পষ্ট দেখা যায় ; কাল রাতে আবার তোমার ঘরের জানালার পর্দা খোলা ছিল। কাল অসহ্য গরমে আমার ঘুম আসছিল না। রাত বারোটা সাড়ে-বারোটার সময়

শারদোৎসবে আমাদের কামনা—

ঘরে ঘরে কল্যাণের
হোক আবির্ভাব

দাশগুপ লিমিটেড

ম্যানেজিং ডিরেক্টর— কর্ম্মবীর শ্রীআলামোহন দাশ এম এল এ

ম্যানেজিং এজেন্টস্ ঃ—
ভারত জুট মিলস্ লিঃ
দি ইণ্ডিয়া মেশিনারী কোং লিঃ
আরতি কটন মিলস্ লিঃ
ইণ্ডিয়ান প্রডিউস লিঃ
এসিয়া ড্রাগ কোং লিঃ
গ্রেট ইণ্ডিয়া ষ্টীম নেভিগেশান কোং লিঃ

টেলিফোন—
ব্যাঙ্ক—১৩৬১, ১৩৬২, ১৩৬৩
টেলিগ্রাম—
মারভেলাস

২৯নং ষ্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—২

হিন্দুস্তান জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল কর্পোরেশন লিঃ
৫, রয়্যাল একসচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা—১

কি চাই ?

মহাশয়, মল্লিক এণ্ড কোং সাইকেলের দোকানটা কোথায় বলিতে পারেন ? হ্যাঁ, ফোন করুন City 1610 সব রকম গাড়ী পাবেন।

১০নং বেন্টিংক ষ্ট্রীট কলিকাতা

বারান্দায় পায়চারী করতে করতে হঠাৎ তোমার ঘরে আলো জলতে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম, তুমি সেই যুবকটির সঙ্গে খুব হাসাহাসি করছ। কেমন ঠিক কি না ?”

মাথা নিচু করে জবাব দিল কল্পনা,—“হ্যাঁ ঠিক।”

রায় বাহাদুরের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তিনি মৃদু-মন্দ পা নাচাতে লাগলেন।

“যুবকটির নাম কি ?” জিজ্ঞেসা করলেন মিস্ দত্ত।

“রতন মৈত্র।”

“পরিচয় ?” রায় বাহাদুরের প্রশ্ন।

শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের ঘাম মুছে কল্পনা ধীর গলায় বলল, “রতন মৈত্র বিলাত-ফেরত শিক্ষিত-যুবক, আর্টিস্ট। মফঃস্বলের জনৈক বিশিষ্ট জমিদারের একই মাত্র পুত্র। তার সম্বন্ধে এইটুকুই আমি জানি, তার বেশি জানি না। জানবার কৌতুহলও নেই।”

“হুঁ।” রায় বাহাদুর স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কিংবা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লেন, বোঝা গেল না।

মিস্ দত্ত এবার ফেটে পড়লেন, “একটা স্কাউণ্ড্রেল, সোফারের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে তোমার লজ্জা করে না ? তোমাদের মতো দুর্নীতিপরায়না মেয়েদের জন্যই হোস্টেলের সুনাম নষ্ট হয়। তুমি কাল-ই এ হোস্টেল ত্যাগ করে যাবে—

হঠাৎ প্রবল ধাক্কায় বন্ধ দরজা খুলে গেল। একটি যুবক ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতে সেই ঘরে ঢুকল। যুবকটির পরিধানে স্যুট, মাথায় টুপি, চোখে রিমলেশ-চশমা, হাতে ছড়ি এবং মুখে

'রবীন পেইন্ট'

এত বিখ্যাত রং

দীর্ঘকাল থাকে

শীঘ্র শুকায়

বহুদিন উজ্জ্বল থাকে

ট্রেড ROPA মার্ক

সব চেয়ে ভালো ফল পেতে হলে সব সময় 'রোপা' মার্কা রবীন পেইণ্ট চাইবেন।

রবীন পেইণ্ট, কলার এণ্ড ভার্নিস কোং লিঃ —

কারখানা বেহালা, কলিকাতা

সেলস্ অফিস— ২নং মিশন রো, কলিকাতা - ১

ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়ি এবং নাকের নিচে হ্রস্ব গোঁফ।

তাকে দেখে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন রায় বাহাদুর, "এই তো সেই যুবক, হুবহু সেই। কাল রাতে একেই কল্পনার ঘরে গল্প করতে দেখেছি। কিন্তু তুমি এখানে হঠাৎ না ব'লে কয়ে?"

আগন্তুককে দেখে কল্পনার ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এলো। সে চেয়ার থেকে উঠে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমাকে বাঁচাও, এই লোক-লজ্জার হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর, তোমার সত্য পরিচয় বল।"

যুবকটী কল্পনাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলল, "আর আত্মগোপন করে থাকতে পারলাম না। তাই খোঁড়া পা নিয়েই ছুটে এসেছি তোমাকে উদ্ধার করতে।"

"এ কি কেলেঙ্কারি কাণ্ড আরম্ভ

বড়দের হাসিখুসি (?)

শিবরামের লেখা ও রেবতীর রেখা। 'দোঁহা'য় মিলে প্রেমের 'মোয়া'র আমদানী করেছেন। একেবারে ঠিক "দিল্লীকা লাড্ডু"। চারহাত এক হলে দু'জনার বর্ণপরিচয় (প্রেমের) করতে নিশ্চয়ই দরকার প্রেমপুরীর এই চাবিকাঠিটী। যাঁদের এখনও সময় হয়নি তাঁরা এদিকে নজর দেবেন না। দক্ষিণা : তিন টাকা।

একদম বাঁধ্‌কে জানানা !!

লেখা : প্রভাত বসু। রেখা : প্রমথ সমাদ্দার। গুপ্তকবি বেঁচে থাকলে মহাশ্মশানে বসেও হাসির কলকে একদমে ফাটাতেন। লেখক অতদূর না উঠলেও কয়েক টানে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি করেছেন তাতে ঘর আমোদ না হয়েই পারে না। সেলামী : মাত্র দু'টাকা চার আনা।

কমলা বুক ডিপো

১৫, বংকিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা-১২

সন্ন্যাসী প্রদত্ত

হাঁপিসংহারক রস

হাঁপানি, শ্বাস, কাস, ব্রংকাইটিস, যক্ষা রোগের মহৌষধ। বিফলে মূল্য ফেরত। প্রতি শিশি ২৲ টাকা, প্যাকিং ও মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান • হাঁপিসংহারক কার্য্যালয় • ৭১নং ভজহরি শাহ ষ্ট্রীট দক্ষিণ মৈশণ্ডী, ঢাকা।

ভারতের পরিবেশক :— পি, বণিক এণ্ড কোং

১২৫ নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা—৬

করলে এখানে! দরোয়ান, এই রামসিং—" উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগলেন মিস্ দত্ত।

আগন্তুক হাসতে হাসতে বলল, "রামসিংকে আর ডাকতে হবে না। এই দেখুন—" সে একটানে তার দাড়ি গোঁফ খুলে ফেললে। দরজার আড়াল দাঁড়িয়ে অবাধ্য মেয়ের দল হো হো করে হেসে উঠল। মিস্ দত্ত অবাক হয়ে দেখলেন, আগন্তুকটি আর কেউ নয়, তাঁরই হোস্টেলের মেয়ে সুমিতা সেন!"

রায় বাহাদুর এক মুহূর্ত্তেই কেঁচো হয়ে গেলেন। তিনি আমতা আমতা করে বললেন,-"এ কি ব্যাপার? তুমি রতন মৈত্র নও? কিন্তু হঠাৎ ছদ্ম বেশ ধারণ করতে গেলে কেন? এটা কি ম্যাজিক?"

"না, নাটক এবং এটা ছদ্মবেশ নয়, রতন মৈত্রের আসল ড্রেস।" সুমিতা সেন জবাব দিল, "আমাদের কলেজের মেয়েরা বাস্তুহারাদের সাহায্যের জন্যে একটি নাটক অভিনয় করবে। আমি সেই নাটকের মেইন পার্ট নিয়েছি অর্থাৎ রতন মৈত্র হয়েছি। স্যুট, দাড়ি, গোঁফ, চশমা পরলে আমাকে কেমন মানায় তাই কাল রাতে কল্পনাকে দেখাচ্ছিলাম। সুতরাং—"

মিস্ দত্ত মুখে হাসি ফুটিয়ে বললেন, "আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল, এ হতেই পারে না। কল্পনার মতো মেয়ে কখনও অন্যায় করতে পারে না। আমি তাই ওকে ডেকে এনে গোপনে চুপি চুপি জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম।

কলেজের ও স্কুলের যাবতীয় পাঠ্যপুস্তক এখানে পাওয়া যায়।

ফরোয়ার্ড পাবলিশার্স

১৪১-১বি, রসা রোড
(হাজরা পার্কের বিপরীত দিকে)
কলিকাতা-২৬

—: আর, কে, চন্দ্রের :—

অর্চ্চণা ধূপ ও পারিজাত ধূপ

বাংলার প্রতি ঘরে আদরণীয়

আমাদের নব আবিষ্কার

দীপাঞ্জলী ধূপ ব্যবহারে তৃপ্ত হউন।

ঝাঁটোরা-মহিলা-মঙ্গল কার্য্যালয়,

১৫/১৬নং বৈঠকখানা বাজার, দ্বিতলে রুম নং২৫ কলিকাতা-৯

হেড্ অফিস ২৫নং শিবশঙ্কর মল্লিক লেন, শ্যামপুকুর

রায় বাহাদুর চক্ষুলজ্জার খাতিরে এবং মিস্ দত্ত পদ-মর্য্যাদার খাতিরে অনেক টাকার টিকেট কিনলেন। এই পরিস্থিতিতে না কিনে উপায়ও ছিল না।

রায় বাহাদুর মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিড়বিড় করে মন্তব্য করলেন, "কালে কালে কত কি দেখব। মেয়ে ছেলের মুখে দাড়ি? কি সর্ব্বনাশ!"

সে কথা শুনতে পেয়ে কল্পনা মৃদু হেসে জবাব দিল, "তাতে সর্ব্বনাশের কি আছে? মেয়েদের ডানা গজাতে পারে, আর দাড়ি গজালেই বুঝি মহাভারত অশুদ্ধ হয়? কেন, মেয়েরা কি মানুষ নয়!!"

পূজা উপলক্ষে সচিত্র ভারত অফিস ২৬শে হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বন্ধ থাকিবে। পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হইবে ৪ঠা অক্টোবর।